ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 28 June, 2024 ■ আগরতলা ২৮ জুন ২০২৪ ইং ■ ১৩ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনতে নিরন্তর কাজ করছে কেন্দ্র সরকার ঃ রাষ্ট্রপতি

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন ।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনতে নিরন্তর কাজ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। জোর দিয়ে বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বৃহস্পতিবার সংসদের উভয়কক্ষের যৌথ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, 'উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য আমার সরকার গত ১০ বছরে (বাজেট) বরাদ্দ ৪ গুণ বাড়িয়েছে। সরকার অ্যাক্ট ইস্ট নীতির অধীনে এই অঞ্চলটিকে কৌশলগত প্রবেশদ্বার করার জন্য কাজ করছে। উত্তর-পূর্বে সব ধরনের যোগাযোগ বিস্তৃত করা হচ্ছে।'

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আরও বলেছেন, 'আমার সরকার উত্তর-পূর্বে শান্তি আনতে অবিরাম কাজ করছে। গত ১০ বছরে, বেশ কয়েকটি পুরানো সমস্যা সমাধান করা হয়েছে, বেশ কয়েকটি চুক্তি করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে আফস্পা বাতিল করার কাজ চলছে।' রাষ্ট্রপতি মুর্মু আরও বলেছেন, 'একটি বিকশিত ভারত গড়ে তোলা তখনই সম্ভব, যখন দেশের দরিদ্র, যুবক, মহিলা এবং কৃষকদের ক্ষমতায়ন করা হবে। তাই আমার সরকার তাঁদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য তাঁদের প্রতিটি সরকারি প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করা। ভারত এই ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে কাজ করছে যে সরকারি প্রকল্প থেকে একজনকেও বাদ দেওয়া উচিত নয়, কারণ গত ১০ বছরে ২৫ কোটি ভারতীয় দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছেন।'

এদিকে, সুন্দর ভবিষ্যত গড়ার প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করছে কেন্দ্র। বৃহস্পতিবার সংসদের উভয়কক্ষের যৌথ অধিবেশনে এই মন্তব্য করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'আমার সরকার সিএএ আইনের অধীনে শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়া শুরু করেছে। যে পরিবারগুলি সিএএ-এর অধীনে নাগরিকত্ব পেয়েছে, আমি তাদের আরও ভাল ভবিষ্যত কামনা করি। আমার সরকার ভবিষ্যত গড়ার প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করছে।' রাষ্ট্রপতি মুর্মু একইসঙ্গে বলেছেন, 'সম্প্রতি, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোকেশনাল ক্যাম্পাসের আকারে এটিতে একটি নতুন অধ্যায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংসদে রাষ্ট্রপতির অভিভাষন অগ্রগতি ও সুশাসনের রোড ম্যাপ ঃ মোদী

__নয়াদিল্লি, ২৭ জুন (হি.স.)।।__ সংসদের উভয়কক্ষে রাষ্ট্রপতির অভিভাষণ অগ্রগতি ও সুশাসনের রোডম্যাপ পেশ করেছে। বৃহস্পতিবার সংসদের উভয়কক্ষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণ প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের পর সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, 'সংসদের উভয় কক্ষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর অভিভাষণ অগ্রগতি এবং সুশাসনের রোডম্যাপ পেশ করেছে।' প্রধানমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেছেন, 'রাষ্ট্রপতির ভাষণে ভারত যে অগ্রগতি করছে এবং সামনে যে সম্ভাবনা রয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির ভাষণে কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের নাগরিকদের জীবনে একটি গুণগত পরিবর্তন নিশ্চিত করতে আমাদের সম্মিলিতভাবে বড় চ্যালেঞ্জগুলি অতিক্রম করতে হবে।'

ভিলেজ ভোট ও এডিসির দুই আসনে উপনির্বাচন চেয়ে কমিশনারকে চিঠি

জোটে জট ! পঞ্চায়েত ভোটে একক লড়াইয়ের প্রস্তুতির বার্তা প্রদ্যোতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই ত্রিপুরায় শাসক জোটে ফাঁটল দেখা দিতে শুরু করেছে। রাজ্য সরকারের কাজকর্মে খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করেছে তিপরা মথা। কারণ, সরকার অনেক ক্ষেত্রেই নেতিবাচক ভূমিকা নিয়ে কাজ করছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এভাবেই সুর চড়ালেন তিপরা মথার সভাপতি বিজয় কুমার রাঙ্খল।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপাক্ষিক চুক্তি মানছে না রাজ্য সরকার। ফলে পঞ্চায়েত নির্বাচনে একক শক্তিতে লড়াই করতে প্রস্তুত দল। কারণ, নির্বাচন নিয়ে বিজেপির পক্ষ থেকে এখনো তাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।

তিনি ক্ষোভের সুরে বলেন, তিপরা মথা বিজেপির শরিক দল হয়েও জনগণের জন্য কোনো কাজ করতে পারছে না। তাহলে জোটে থাকার প্রয়োজন দেখছে না তিপরা মথা। তাঁর দাবি, জনগণের প্রতি দায়িত্ব ও কতর্ব্য রয়েছে তিপরা মথার।

এদিকে, ত্রিপুরায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে একক শক্তিতে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেওয়ার বার্তা দিলেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। আজ সামাজিক মাধ্যমে দলীয় কর্মী, সর্মথক ও নেতাদের উদ্দেশ্যে এই বার্তা দিয়েছেন তিনি।

এদিন তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, তিপরা মথাকে নিজের একক শক্তিতে এবং বুদ্ধিতে পঞ্চায়েত ভোটে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত করা উচিত। তিনি আরও বলেন, দল যদি একটি নির্দিষ্ট এলাকা নিয়ে ভাবতে থাকে, তাহলে দলের অগ্রগতি হবে না। একক লড়াইয়ে দলীয় কর্মী সর্মথকদের ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই।

অন্যদিকে, পঞ্চায়েত নির্বাচনের সাথেই ভিলেজ কমিটি এবং এডিসির দুইটি শূন্য আসনে ভোটের দাবি জানিয়েছেন তিপরা মথা। আজ তিপরা মথা রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে এই দাবিতে চিঠি দিয়েছে।

এদিন তিপরা মথার এক প্রতিনিধি দল রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের সাথে দেখা করে ওই চিঠি তুলে দিয়েছেন। এ বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে তিপরা মথার সভাপতি বিজয় রাঙ্খল বলেন, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। তাতে, পঞ্চায়েত নির্বাচনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলে ডুবে মারা গেলেন এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ জুন।। তেলিয়ামুড়া থানাধীন এলাকায় স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

ঘটনার বিবরনে জানা গেছে, গামাইবাড়িতে পুকুরে স্নান করতে গিয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম বিমল দাস(৪০)। সে পেশায় শ্রমিক। অন্যান্যদিনের মতো তেলিয়ামুড়া গামাইবাড়ি এলাকার বাসিন্দা বিমল নিজ বাড়ির পাশের একটা জলাশয়ে স্নান করতে যায় দুপুরে।

এর কিছুক্ষণ পর এলাকার অন্যান্য ব্যক্তিরা একই রকমভাবে স্নান করতে গেলে সেই পুকুরে বিমলের দেহের হদিস পায় বলে জানায় এলাকাবাসী। জলের নিচে থেকে বিমলকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

গোটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহার

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন ।। দিল্লি সফরে গিয়ে আজ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। এছাড়াও, তিনি ত্রিপুরার রাজ্যপাল ও শান্তিকালি আশ্রমের পদ্মশ্রী পুরস্কার বিজয়ী চিত্ত মহারাজের সাথেও সাক্ষাৎ করেছেন।

এদিন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে বার্তায় লেখেছেন, নয়াদিল্লিস্থিত নতুন সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অত্যন্ত আনন্দিতবোধ করছি। তৃতীয় বার মোদি সরকার গঠন হওয়ায় সকল ত্রিপুরাবাসীর ব্যাপক উৎসাহ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করি। এই সাক্ষাতে বিকশিত ভারত নির্মাণের দিশায় একাধিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

তীব্র দাবদাহে মিছিল ও শাস্তির জেরে অসুস্থ ৮ ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ জুন।। তীব্র দাবদাহে মিছিল এবং বিদ্যালয়ে নির্ধারিত সময়ের পরে আসার শাস্তির জেরে অসুস্থ হয়ে পড়েছে তেলিয়ামুড়ার মাইগঙ্গা সুকান্ত দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ৮ জন ছাত্রী। সাথে সাথে তাদেরকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। অসুস্থ ছাত্রীদের মধ্যে রিতিকা দাস এবং কোয়েল বিশ্বাসের শারীরিক অবস্থার অবনতির হওয়ায় জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, তেলিয়ামুড়ার মাইগঙ্গা সুকান্ত দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে একাধিক ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অভিভাবকদের অভিযোগ, আজ বৃহস্পতিবার প্রচন্ড দাবদাহের মধ্যে বিদ্যালয়ের ইকো ক্লাবের দায়িত্বে থাকা শ্যামলী দাস এবং মানিক চক্রবর্তী নামের দুই শিক্ষক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সর্বাণী ভট্টাচার্যের অনুমতি ক্রমে ছাত্রছাত্রীদের'কে নিয়ে পরিবেশ সচেতনতা মূলক মিছিল সংঘটিত করে। এই মিছিলটি দুপুর সাড়ে বারোটার থেকে শুরু হয়ে বিদ্যালয় চত্বর সহ সন্নিহিত এলাকা প্রদক্ষিণ করার পর যখন বিদ্যালয়ে আসে এর কিছুক্ষণ পর থেকেই ছাত্রছাত্রীরা কাতারে কাতারে অসুস্থ হতে থাকে। যদিও এর আগেও একাধিক ছাত্র-ছাত্রী অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

তাদের আরও অভিযোগ, বিদ্যালয়ে নির্ধারিত সময় অর্থাৎ প্রার্থনার পর কিছু ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে আসার শাস্তি স্বরূপ প্রধান শিক্ষিকা সর্বানি ভট্টাচার্যের নির্দেশ অনুযায়ী দ্বাদশ এবং দশম শ্রেণীর শ্রেণী শিক্ষক বা শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রখর রৌদ্রের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখেন এবং ৭০ থেকে ৮০ বার করে কান ধরে উঠবস করান। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই যা হবার হয়েছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই একাধিক ছাত্রী বিশেষ করে মাটির মধ্যে লুটিয়ে পড়তে থাকে। সাথে সাথে তাদেরকে অ্যাম্বুলেন্স করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে ইকো ক্লাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং শিক্ষিকা মানিক চক্রবর্তী এবং শ্যামলী দাসের জানিয়েছেন, পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি ছিল তাই রৌদ্রের মধ্যেই এই মিছিল করতে হয়েছে।

এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সর্বাণী ভট্টাচার্য দাবি করেছেন, আজকের আবহাওয়া ততটা গরম না থাকায় মিছিলের উদ্যোগে গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া, বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন শুরু হওয়ার পর কয়েকজন ছাত্রী শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। পর পর আরও ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে। এদিন তিনি ছাত্রীদের শাস্তি দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেন।

বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির একাধিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুভেচ্ছা উপহার

মুখ্যমন্ত্রীকে আম, ইলিশ ও রসগোল্লা পাঠালেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। দুই দেশের সম্পর্কের উষ্ণতা আরও বাড়াতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা-ই নয় উদ্যোগী রয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও। সৌভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক আরও মজবুত করতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপহার বিনিময় স্বরূপ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে সুস্বাদু আম, ইলিশ মাছ এবং রসগোল্লা পাঠিয়েছেন। বাংলাদেশ ভারতের শুধুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র নয়, বন্ধু প্রতীম রাষ্ট্র হিসেবেও সারা বিশ্বে পরিচিত। দুই দেশ বিভিন্ন সময়ে বন্ধুত্বের সম্পর্ককে আরও মজবুত করার লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ নিয়ে থাকে।

তেমনি, সম্প্রতি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী উপহার হিসেবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে কুইন আনারস পাঠিয়েছিলেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও আজ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বীমার অবৈধ সম্পর্ক, মানসিক নির্যাতিতা স্ত্রী ঃ থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। স্বামীর অবৈধ সম্পর্কের জেরে শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন স্ত্রী। আজ স্বামী এবং তার প্রেমিকার বিরুদ্ধে পশ্চিম মহিলা থানার দ্বারস্থ হয়েছেন অসহায় স্ত্রী।

ঘটনার বিবরণে টিএসআর জওয়ানের স্ত্রী জানিয়েছেন, টিএসআর ১২ নং ব্যাটেলিয়ানে কর্মরত অর্জুন বিশ্বাস ঘরে স্ত্রী দুই সন্তান রেখে বিবাহিত এক গৃহবধূ সঙ্গে প্রেমে জড়িয়ে পড়েছেন। এই সন্তানদের ফেলে ওই গৃহবধুর সঙ্গে অভিনয়ের সম্পর্ক স্থাপন করে একসঙ্গে শহরে ভাড়া বাড়িতে বসবাস শুরু করে। এই ঘটনা জানার পর অর্জন বিশ্বাসের স্ত্রী স্বামীর কাছে ঘটনা বিস্তারিত জানতে চাইলে তারপর থেকেই টিএসআর জওয়ান অর্জুন বিশ্বাস তার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংস্কারের অভাবে ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের টেল কাজলা রাস্তার বেহাল দশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৭ জুন।। সংস্কারের অভাবে রাস্তা এখন মরণ ফাদে পরিণত হয়েছে।প্রতিনিয়ত হচ্ছে দুর্ঘটনা। সংস্কারের নেই কোন ভূমিকা নেই প্রশাসনের উদ্যোগ।

ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তেল কাজলা নিশান মুড়া থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার কলা খেত পর্যন্ত গ্রামীণ রাস্তাটির বেহাল দশা।এই রাস্তায় দিয়ে প্রতিনিয়ত গ্রামের মানুষ এবং রাবার বাগানে যাওয়ার জন্য চলাফেরা করছে।তাছাড়া এই রাস্তা লাগুয়া রয়েছে স্কুল প্রতিনিয়ত সরকারি কর্মচারী এবং ছাত্র ছাত্রীরা এই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতে হয়। বাম আমলে রাস্তাটি পরিপূর্ণভাবে করা হলেও কিন্তু দীর্ঘ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ড্রাগন ফল চাষ করে সাফল্য পেলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৭ জুন ।। অদম্য ইচ্ছা শক্তি মানুষকে সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়। আর সেটাই প্রমাণ করে দিলেন অবসরপ্রাপ্ত এক শিক্ষক। কিছু করার আগ্রহ, মানসিকতা, চেষ্টা থাকলে বয়স বাধা হতে পারে না। তাইতো চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেও ৬৩ বৎসরের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কয়েক প্রজাতির ড্রাগন ফল চাষ করে প্রমাণ করে দিয়েছেন। তরুণ প্রজন্মের জন্য এক অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত তৈরি হয়েছে কমলপুরে।

কমলপুর শহরের মাদ্রাসা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন মহকুমার সদরের ভট্টাচার্যী পাড়া এলাকার সমীর চক্রবর্তী। শহর এলাকায় পরিচিত মুখ এই শিক্ষক প্রায় চার বছর আগে চাকুরী থেকে অবসর নিয়েছেন। এরপর উনার সময় কাটছিল না। রোজগারও কমে গিয়েছিল। এই অবস্থায় উনার ভাগ্নে তথা রাজ্য প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তা পঙ্কজ চক্রবর্তীর পরামর্শে প্রায় আড়াই বছর আগে ড্রাগন ফলের চাষ শুরু করেন। বড়সুরমা তহশীল এলাকা সংলগ্ন পুরান বাড়িতে এক কানি জায়গার উপর পাঁচশোটি গাছ লাগিয়েছেন। এই বছর ফুল থেকে ফল ধরতে শুরু হয়েছে। উনার বাগানে দুই তিন ধরনের ড্রাগন ফলের প্রজাতি রয়েছে।

উনি জানান অনেক প্রজাতির ড্রাগন ফল রয়েছে। জাম্বু রেড ড্রাগন, মোরাক্কান রেফ ড্রাগন, শ্রীলঙ্কান রেড ড্রাগন, সিয়াম রেড ড্রাগন, ভিয়েতনাম কিং ড্রাগন এবং আরো কয়েক প্রজাতির ড্রাগন রয়েছে। বছরে সাত মাস ফল দেয় এই গাছগুলো। ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত ফল দেয়না। সুখা মৌসুমে জৈব সার গাছের খাবার হিসাবে দিতে হয়। যেমন গোবর, খৈল, ভার্মি কম্পোস্ট সার এবং জল প্রদান করতে হয়।

রাত্রিবেলা ফুলের মধ্যে পরাগায়ন করলে ফল বড় আকারের হয় এবং ফল নষ্ট হবার চান্স থাকে না। ফলের মৌসুমে প্রতি রাতেই ফুল ফুটলে তিনি পরাগায়ন করে থাকেন। কারণ দিনের বেলা ফুল সূর্য ওঠার সাথে সাথে মুজে যায়। যত্ন বলতে ফাঙ্গাল ইনফেকশন থেকে রক্ষা করতে হয়। আর অর্গানিক খাবার গাছগুলির বৃদ্ধি দ্রুত করে। চারা লাগানোর এক বছরের মধ্যে ফল আসতে শুরু করে।অন্যদেরকে উৎসাহ প্রদান করার জন্য উনি উনার বাড়িতেও কিছু ড্রাগন ফলের গাছ লাগিয়েছেন।

নিজের অভিজ্ঞতা জানিয়ে প্রাক্তন শিক্ষক সমীর বাবু জানান, ড্রাগন ফলের ভালো বাজার থাকলেও শিক্ষক মশাই নিজের বাড়ি থেকে দেড়শো দুইশ টাকা কিলো হিসাবে বিক্রি করছেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২৫৫ ▫ ২৮ জুন ২০২৪ ইং ▫ ১৩ আষাঢ় ▫ শুক্রবার ▫ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

ঔষধের মান নিয়া প্রশ্ন

রোগ নিরাময়ের জন্য আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু হইয়াছে। সুস্থভাবে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য মানুষ আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। এখন মানুষ ওঝা বৈদ্যর কাছে ছুটিয়া বেড়ায় না। জঙ্গলের লতাপাতার ওপর নির্ভর করিয়া বাচিয়া থাকিবার দিন শেষ হইয়া গেছে বলা যাইতেই পারে। যদিও ওইসব ঔষধি কাজ হইতেই অত্যাধুনিক ঔষধপত্র তৈরি হইতেছে তথাপি মানুষ লতাপাতার উপর বিশ্বাস হারাইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্যনীয় বিষয় হইল একাংশের ওষুধ প্রস্তুতকারী কোম্পানি অতীত মুনোফা লাভের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত নিম্নমানের ঔষধ প্রস্তুত করিতেছে। যে ঔষধ সেবন করিয়া মানুষ রোগ মুক্ত হইবার প্রচেষ্টা করিয়া থাকে সেই ঔষধ নিম্নমানের হওয়ায় পার্শ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইতেছে। অবশ্য সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্টোল অর্গানাইজেশন এইসব নিম্নমানের ঔষধ প্রস্তুতকারী সংস্থার বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিয়াছে। সম্প্রতি সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্টোল অর্গানাইজেশন ওষুধের নমুনা পরীক্ষা করিয়াছে। সেখানেই হতাশাজনক ফল করিয়াছে ৫২টি ওষুধ। তাহার মধ্যে রহিয়াছে প্যারাসিটামলও। ইতিমধ্যে ওই ফার্মাসিটিক্যাল কোম্পানি বা ওষুধের সংস্থাগুলিকে নোটিস পাঠানো হইয়াছে কেন্দ্রীয় সংস্থার তরফে। কিন্তু মান নিয়া প্রশ্ন উঠিলে সবচেয়ে সমস্যার হইল বাজারে ছড়াইয়া থাকা ওষুধ। জানা গিয়াছে, ইতিমধ্যে নিম্নমানের ওষুধ বাজার থেকে তুলিয়া নেওয়ার বিষয়েও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।ফেল করা ওষুধের তালিকায় রহিয়াছে খিঁচুনি এবং উদ্বেগজনিত রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ক্লোনাজেপাম ট্যাবলেট, অ্যান্টি-হাইপারটেনশন ড্রাগ টেলমিসার্টন সহ ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের চিকিৎসার জন্যে ব্যবহৃত বেশ কিছু অ্যান্টিবায়োটিক। কিছু মাল্টিভিটামিন ও ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট। ব্যথা কমানোর ডিকলোফেনাক ক্যাপসুলও রহিয়াছে তালিকায়। রহিয়াছে কাশির সিরাপ অ্যামব্রক্সল।

সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্টোল অর্গানাইজেশন সূত্রে জানা গিয়াছে, ৫২টির মধ্যে ২২টি ওষুধ তৈরি

হইত হিমাচল প্রদেশে। এছাড়া জয়পুর, হায়দরাবাদ, ভাদোদরা, ইন্দোর থেকেও বেশি কিছু নিম্নমানের ওষুধের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। উল্লেখ্য এর আগেও হিমাচলে তৈরি ১২০টি ওষুধকে নিম্নমানের বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছিল। ফের কলঙ্কিত হইল সে রাজ্য। জুন মাসের ২০ তারিখে এই বিষয়ে নোটিস জারি করিয়াছে সি ডি এস সি ও। ফেল করা ওষুধের তালিকায় রহিয়ায়েছে খিঁচুনি এবং উদ্বেগজনিত রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ক্লোনাজেপাম ট্যাবলেট, অ্যান্টি-হাইপারটেনশন ড্রাগ টেলমিসার্টন সহ ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের চিকিৎসার জন্যে ব্যবহৃত বেশ কিছু অ্যান্টিবায়োটিক। কিছু মাল্টিভিটামিন ও ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট। ব্যথা কমানোর ডিকলোফেনাক ক্যাপসুলও রহিয়াছে তালিকায়। রয়েছে কাশির সিরাপ অ্যামব্রক্সল। এসব ঔষধ ব্যবহার বন্ধ করিতে ইতিমধ্যেই কঠোর মনোভাব গ্রহণ করা হইয়াছে। নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী অটোর ব্যবস্থা গ্রহণের সংস্থানও রহিয়াছে। তদুপরি মানুষের মধ্যে এইসব বিষয় নিয়ে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ও আতঙ্ক বাড়িতেছে।

কাউকে বেকার করার অধিকার আমার নেই, রাস্তায় আবর্জনা ফেললেই জরিমানা : মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৭ জুন (হি.স.): রাজ্যজুড়ে চলছে হকার উচ্ছেদ। চলছে অবৈধ উচ্ছেদ অভিযান। হকার ইস্যু এবং সরকারি জমি জবরদখল নিয়ে বৃস্পতিবার আরও একবার বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার নবান্ন সভাঘরের এই বৈঠকে পুরমন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, হাওড়া পুরসভার কমিশনার, অন্যান্য পুরসভার চেয়ারম্যান, পুলিস কমিশনার, পুলিশ সুপার, জেলাশাসক, এসডিও এবং বিডিওরা উপস্থিত ছিলেন।

এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, হকার উচ্ছেদ লক্ষ্য নয়। একজন হকারকে একটাই জায়গা দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, উচ্ছেদ করতে বলছি না, হকারদের জন্য একটি নির্দিষ্ট জোন করা হোক। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, হকারদের থেকে চাঁদা তোলা বন্ধ করুন। একজন হকার, চারটে ডালা, এটা চলবে না। হকার ইউনিয়নগুলির বিষয়টা দেখা উচিত। উদ্বেগ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, গড়িয়াহাটে হাঁটার জায়গাই নেই। স্থানীয় কাউন্সিলাররা সব দেখেও, দেখেন না। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন, কাউকে বেকার করে দেওয়ার অধিকার আমার নেই। একইসঙ্গে মমতা জানিয়েছেন, রাস্তায় আবর্জনা ফেললে জরিমানা করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'আমরা কলকাতায় হকার কমিটির সঙ্গে কথা বলব এবং হকারদের পুনর্বাসনের কাজ করব। প্রতিটি জেলায় এই ব্যবস্থা থাকবে। বাজারের কাছাকাছি একটি বিল্ডিং থাকতে হবে, যেখানে আগুন নেভানোর ব্যবস্থা থাকবে।'

কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখার মেয়াদ বাড়ালো না হাইকোর্ট, রাজ্যকে পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ

কলকাতা, ২৭ জুন (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন পরবর্তী হিংসা মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রাখার মেয়াদ আর বাড়ালো না কলকাতা হাইকোর্ট। ২৬ জুন পর্যন্ত এই অনুমতি ছিল। বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চ বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখার মেয়াদ আর না বাড়ালেও নির্দেশ দিয়েছেন, যে সব জায়গা থেকে ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ বেশি আসছে, সেই সব জায়গায় আইনশৃঙ্খলা ফেরাতে রাজ্য পুলিশ পদক্ষেপ করবে। তারা ব্যর্থ হলে ব্যবস্থা নিতে পারবে কেন্দ্রীয় সরকার।

লোভ ভাল না, হুঁশিয়ারি মমতার

কলকাতা, ২৭ জুন (হি. স.): আগের বৈঠকে যেভাবে রণংদেহী মেজাজে দেখা গিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীকে, একইরকম কড়া মেজাজে বৃহস্পতিবারও দেখা গেল তাঁকে। ছেড়ে কথা বললেন না কাউকেই। পরিষ্কার বলেই দিলেন, পুলিশ হকার বসালে তাঁকেও গ্রেফতার করা হবে, কাউন্সিলর এই কাজ করলে সে—ও গ্রেফতার হবে।

এদিন মমতা বলেন, হাতিবাগানে রাস্তা নেই। এখানে লোকাল কাউন্সিলরদের অনেক দোষ আছে। তাঁরা মনে করলেন দিয়ে দিলাম, মাসে চাঁদা পেলাম এটা হবে না। ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রীর বলেন, বাঁচার অধিকারের জন যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু কাজে লাগান। মমতা এদিন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বুঝিয়ে দেন, লোভ ভাল না, লোভ সংবরণ করুন। প্রথমে বসাচ্ছেন, তারপর বুলডোজার দিয়ে উচ্ছেদ করতে যাচ্ছেন। আমি এটা মানি না। প্রথম থেকেই কড়া হাতে শাসন করতে হবে। যে কাউন্সিলরের এলাকায় এমন চলবে তিনি গ্রেফতার হবেন।

এইমস থেকে ছুটি পেলেন আডবাণী, সুস্থ আছেন প্রবীণ বিজেপি নেতা

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন (হি.স.): দিল্লির এইমস থেকে ছুটি পেলেন প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণী। বৃহস্পতিবার এইমস থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে আডবাণীকে। এখন অনেকটাই সুস্থ আছেন প্রবীণ এই বিজেপি নেতা। প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণীকে বুধবার গভীর রাতে দিল্লির এইমসে ভর্তি করা হয়।

বার্ধক্য জনিত সমস্যার কারণে তাঁর চিকিৎসার প্রয়োজন দেখা দেয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ৯৬ বছর বয়সী প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। তিনি চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে ছিলেন। চিকিৎসার পর বৃহস্পতিবার আডবাণীকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে।

তেজস্ক্রিয়তায় ক্ষত-বিক্ষত পৃথিবীর ৭ জায়গা

আসহাবিল ইয়ামিন

পৃথিবীআমাদের বাসস্থান। সবুজ প্রকৃতি, নীল সমুদ্র আর মনোরম সব দৃশ্যের কথাই মনে হয় আমাদের এই গ্রহটির কথা ভাবলে। বিস্ময়কর এর প্রকৃতি। পরতে পরতে তার নানা রহস্য। তবে এই অপার সৌন্দর্যের সঙ্গে রয়েছে কিছু ভয়ংকর বাস্তবতা। এমনই এক বাস্তবতার নাম তেজস্ক্রিয়তা। প্রকৃতির সৌন্দর্যের বদলে তেজস্ক্রিয়তার কারণে মৃত্যুর ছায়া পড়েছে অনেক জায়গায়।

সাধারণত মাটি, পাথর, পানি ও বায়ুতে প্রাকৃতিকভাবেই তেজস্ক্রিয়তা পাওয়া যায়। ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম এবং পটাশিয়ামের আইসোটোপের মতো তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ করে। কিছু স্থানে প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি। এ স্থানগুলোকে বলে 'তেজস্ক্রিয় হটস্পট'। তবে প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তার পাশাপাশি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা ও পারমাণবিক দুর্ঘটনার ফলেও তেজস্ক্রিয় পদার্থ পরিবেশে ছড়িয়ে যেতে পারে। ফলে পরিবেশে তেজস্ক্রিয় দূষণ হয়, যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। পৃথিবীর এমন ৭টি তেজস্ক্রিয় স্থান নিয়েই এ আলোচনা।

১. হ্যানফোর্ড সাইট, যুক্তরাষ্ট্র

১৯৫০ সালের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম পারমাণবিক যুগে প্রবেশ করে। ১৯৪০-এর দশকে ওয়াশিংটনে নির্মিত হয় হ্যানফোর্ড পারমাণবিক কেন্দ্র। ম্যানহাটন প্রকল্পের অংশ হিসেবে নির্মিত এই হ্যানফোর্ড ছিল পারমাণবিক অস্ত্রের জন্য অপরিহার্য প্লুটোনিয়াম উৎপাদন কেন্দ্র।

প্রতি কিলোগ্রাম প্লুটোনিয়াম তৈরির জন্য হাজার গ্যালন তেজস্ক্রিয় বর্জ্য তৈরি হতো এখানে। প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা মনে করেছিলেন, এই বর্জ্য থেকেও মুনাফা অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু তেজস্ক্রিয় বর্জ্য থেকে মুনাফা অর্জনের এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বিষাক্ত বর্জ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থাও ছিল না সেখানে। এই অবহেলার পরিণাম ছিল ভয়াবহ। বছরের পর বছর অস্থায়ী ভূগর্ভস্থ বর্জ্যের ট্যাঙ্কগুলো ধীরে ধীরে স্থায়ী হয়ে ওঠে। পরে তাতে ফাটল ধরে এবং বিষাক্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থ মাটিতে মিশে যায়। পারমাণবিক শক্তি কমিশনও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। এই অবহেলার কারণে হ্যানফোর্ড এবং এর আশপাশের এলাকা তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং বিষাক্ত কাদামাটিতে ভরে ওঠে, যা কয়েক প্রজন্ম ধরে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। এ জন্যই পরবর্তীতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অনেক জোর দেওয়া হয়। বর্তমানে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপন্ন বর্জ্য থেকে এ ধরনের দুর্ঘটনা আর সেভাবে ঘটতে দেখা যায় না। কারণ, এখন প্রয়োজনীয় ও যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হয়।

২. মেইলু-সু, কিরগিজস্তান

কিরগিজস্তানের একটি শহর মেইলু-সু। এককালে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হতো শহরটি। কারণ, প্রাকৃতিকভাবেই এই এলাকা ছিল ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন এখানে খনন কাজ শুরু করে এবং খনি থেকে উত্তোলিত ইউরেনিয়াম ব্যবহার

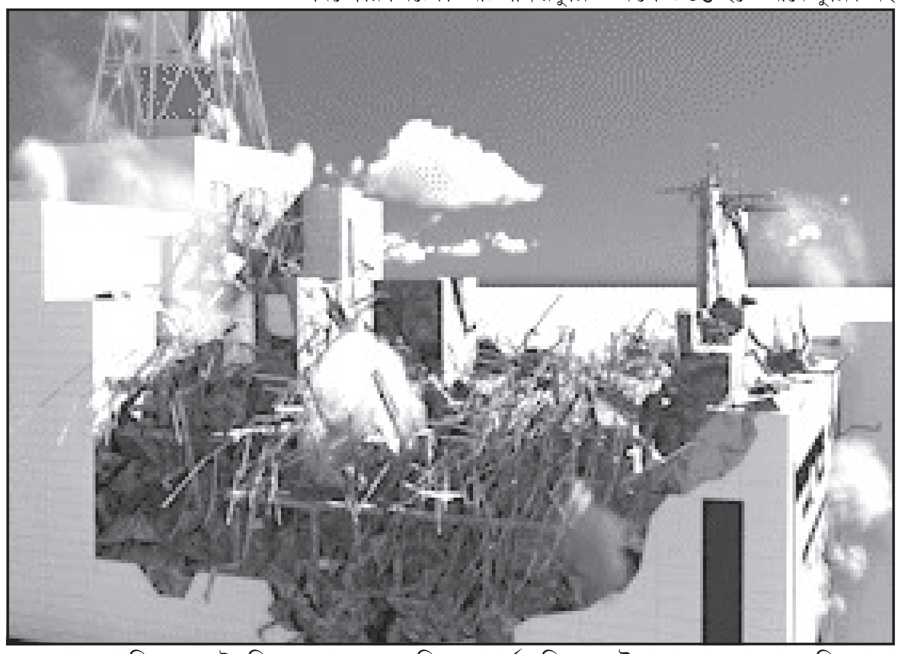

করে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির জন্য। খনন কাজের সময় প্রচুর তেজস্ক্রিয় বর্জ্য উৎপন্ন হয়। সেগুলো শহরের চারপাশে মাটি চাপা দিয়ে এবং কূপ বানিয়ে রাখা হতো। প্রায় দুই মিলিয়ন ঘনমিটার তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ২৩টি ভিন্ন ডাম্পিং সাইটে ফেলে রাখা হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পরিবেশ দূষণ করতে থাকে সেগুলো। ১৯৯২ সালে ভূমিধসে একটি বর্জ্য-কূপ ভেঙে ১ হাজার ঘনমিটার তেজস্ক্রিয় পদার্থ নদীতে মিশে যায়। ফলে নদীর জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যায়। এই দূষণের প্রভাব শুধু নদীতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, এর প্রভাব পড়ে নদীর আশপাশের শহরগুলোতেও। তেজস্ক্রিয় পদার্থের সংস্পর্শে আসার ফলে মানুষের ক্যান্সার, জন্মগত ত্রুটি ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি বেড়ে যায় আশপাশের এলাকায়।

৩. ফুকুশিমা, জাপান ২০১১ সালে জাপানের প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে ৯ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। ফলে ফুকুশিমা দাইচি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিধ্বংসী আঘাত হানে ৫০ ফুট উচ্চতার সুনামি! বিদ্যুৎকেন্দ্রের নকশা অনুযায়ী, বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেটা বন্ধ হওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এত ভয়ংকর দুর্ঘটনার কথা সে সময় কেউ কল্পনা করেনি। ভূমিকম্প ও সুনামির যুগ্ম আঘাতে ভয়ংকরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি। ভূমিকম্পের ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার পর জরুরি জেনারেটরগুলো চুল্লিগুলোকে ঠান্ডা রাখতে ব্যর্থ হয়। ফলে গলতে শুরু করে তেজস্ক্রিয় জ্বালানি এবং পরে বিস্ফোরণ ঘটে। তিনটি সক্রিয় চুল্লি থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে পড়ে বায়ুমণ্ডলে। দূষিত বর্জ্য সংরক্ষণের জন্য নির্মিত পুলগুলো ভেঙে মিশে যায় সমুদ্রে।

এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার ফলে ফুকুশিমার প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল ব্যাপকভাবে দূষিত হয়। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি বন্ধ করে দেওয়া হলেও বিপুল পরিমাণ তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এখনও পরিবেশে ছড়িয়ে আছে। ফলে প্রায় ১৯ হাজার মানুষ প্রাণ হারায় ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

৪. চেরনোবিল, ইউক্রেন ১৯৮৬ সালের ২৬ এপ্রিল ইতিহাসের ভয়ঙ্করতম অধ্যায়ের সাক্ষী হয় চেরনোবিল পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। একটি পরীক্ষার কারণে ভয়াবহ এ বিপর্যয়ের সূচনা হয়। এক্সটার্নাল পাওয়ার এবং কুল্যান্ট বা শীতক পাইপে একই সঙ্গে সমস্যা দেখা দিলেও স্টিম বা বাষ্পীয় টারবাইন ইমার্জেন্সি ফিডওয়াটার পাম্প, অর্থাৎ নিরাপদ শীতলীকরণ ব্যবস্থা কতটুকু যথাযথভাবে চালাতে পারে, এ নিয়ে সেদিন গভীর রাতে কেন্দ্রের চতুর্থ চুল্লিতে একটি পরীক্ষা চালানো হয়। কিন্তু কর্মীদের ভুলে এ সময় বিদ্যুৎকেন্দ্রের পানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় বন্ধ হয়ে যায় পারমাণবিক চুল্লিও। ফলে কর্মীরা রিঅ্যাক্ট্যার রিস্টার্ট দেয় টারবাইন টেস্টের জন্য। এ সময় তারা কন্টোল রড যেভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়, সেরকম একটি কনফিগারেশনে রিঅ্যাক্টর চালু করে। পরীক্ষা শেষে রিঅ্যাক্টর পুরোপুরি বন্ধ বা শাটডাউন করে দেওয়া হয় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। এ সময় বিদ্যুৎ বিপর্যয় ঘটে রিঅ্যাক্টরে, নষ্ট হয়ে যায় শীতলীকরণ ব্যবস্থা। ফলে উত্তপ্ত হতে থাকে চুল্লি। এই উত্তাপের কারণে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এত বেশি ছিল যে চুল্লির ওপরের ১ হাজার টন ওজনের কংক্রিটের ছাদ ভেঙে পড়ে। উন্মুক্ত চুল্লি থেকে বেরিয়ে আসা তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে পড়ে বায়ুমণ্ডলে। আশপাশের এলাকায় তৈরি হয় বিষাক্ত মেঘ। ৩১ জন কর্মী ও দমকল কর্মী ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান এবং আরও অনেকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের তীব্র প্রভাবে আক্রান্ত হন। কিন্তু বিপর্যয়ের সর্বনাশা প্রভাব এখানেই শেষ হয়নি। বিস্ফোরণের প্রায় ২০ ঘণ্টা পর বাইরের বাতাস প্রবেশ করে উন্মুক্ত চুল্লিতে। ফলে আগুন ধরে যায়। এই আগুন জ্বলে টানা ১০ দিন ধরে। এতে বিষাক্ত ধোঁয়া ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। চেরনোবিল বিপর্যয়ের প্রভাব ছিল ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী। কয়েক লাখ মানুষকে তেজস্ক্রিয়তা থেকে বাঁচাতে আশপাশের এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু তারপরেও অনেকে দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য সমস্যা, বিশেষ করে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। আজও চেরনোবিল বিপর্যয়কে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ পারমাণবিক দুর্ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর প্রভাব এখনো শেষ হয়নি। এখনো সেখানকার শহরগুলোতে তেজস্ক্রিয়তার ভয়াবহতা বিদ্যমান।

৫. সাইবেরিয়ান কেমিক্যাল কম্বাইন প্ল্যান্ট, রাশিয়া

সাইবেরিয়ান কেমিক্যাল কম্বাইন ছিল সাইবেরিয়ার একটি পুরোনো ইউরেনিয়াম-সমৃদ্ধি কারখানা। দীর্ঘদিন ধরে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য সংরক্ষণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছিল এতে। সোভিয়েত আমলে এই পদ্ধতিতে কারখানার তরল তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ভূগর্ভস্থ পানির কূপে ফেলে দেওয়া হতো। ১৯৯৩ সালে কারখানার রেডিও-টেকনোলজি প্ল্যান্টে একটি বিস্ফোরণ ঘটে। ফলে এ কেন্দ্রের দুই তলা ভবন ধ্বসে যায়। প্লুটোনিয়াম ও ইউরেনিয়ামের ট্যাঙ্ক দুটি ধ্বংস হয়ে গেলে এই দুর্ঘটনা আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। তেজস্ক্রিয় গ্যাসের মেঘ প্রায় ৭৭ বর্গমাইল এলাকা দূষিত করে। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে সময় লাগে ৪ মাস।

এ দুর্ঘটনার পরে জানা যায়, সাইবেরিয়ান কেমিক্যাল কম্বাইনে আরও ২২টি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। এমনকি দৈনন্দিন কাজের সময় এই কারখানা থেকে প্রতি বছর প্রায় ১০ গ্রাম প্লুটোনিয়াম বায়ুমণ্ডলে নির্গত হতো। বিস্ফোরণের ফলে তেজস্ক্রিয় দূষণ এলাকাটিকে এখনও বসবাসের অযোগ্য করে রেখেছে।

৬. সেলাফিল্ড, ইংল্যান্ড

ইংল্যান্ডের কুম্বরিয়া উপকূলে অবস্থিত একটি বড় বহুমুখী পারমাণবিক কেন্দ্র সেলাফিল্ড। ১৯৫৭ সালের অক্টোবরে সেলাফিল্ড পারমাণবিক প্রক্রিয়াকরণ কারখানার 'উইন্ডস্কেল নং ১' পাইলের পারমাণবিক চুল্লিতে আগুন লেগে যায়। তিন দিন ধরে পুড়তে থাকে ১১ টন ইউরেনিয়াম। এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সত্ত্বেও কারখানার কর্মী ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ স্বাভাবিকভাবে তাদের কাজ চালিয়ে যায়। চুল্লি ধ্বসে পড়ার এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও কেউ সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করেনি। আসলে বেশির ভাগ শ্রমিককে আগুন সম্পর্কে বলাই হয়নি। যারা জানত, তাদেরকে স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে বলা হয়েছিল। এই ঘটনা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তীব্র সমালোচনার জন্ম দেয়। তাদের অনিশ্চিত, অকার্যকর প্রতিক্রিয়া জনগণের মধ্যে ভয় ও উদ্বেগ সৃষ্টি করে। সমুদ্রে তেজস্ক্রিয় পদার্থের বর্জ্য ফেলায় হাজার হাজার সামুদ্রিক প্রাণীর মৃত্যু হয়। আর দূষিত বায়ুতে শ্বাস নেওয়ার কারণে শ্বাসকষ্টে ভোগে হাজার হাজার মানুষ। সেলাফিল্ড পারমাণবিক কেন্দ্রের দীর্ঘ বিতর্কিত ইতিহাস, দুর্ঘটনা এবং পরিবেশ দূষণের কারণে ২০২২ সালে এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

৭. চার্চ রক ইউরেনিয়াম মিল, মেক্সিকো

১৯৭৯ সালে নিউ মেক্সিকোর চার্চ রকইউরেনিয়াম মিলে একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। একটি ছিদ্রের সাহায্যে ১ হাজার ১০০ টন ইউরেনিয়াম এবং ৯৪ মিলিয়ন গ্যালন বিষাক্ত বর্জ্য পুয়েরকো নদীতে প্রবাহিত হয়। ফলে প্রায় ৫০ মাইল পর্যন্ত দূষণ ছড়িয়ে পরে। এই দুর্ঘটনায় থ্রি মাইল দ্বীপের পারমাণবিক দুর্ঘটনার চেয়েও তিন গুণ বেশি বিকিরণ নির্গত হয়। এখন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘটা তেজস্ক্রিয় পদার্থের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা এই চার্চ রক। এই দুর্ঘটনার পরিবেশগত ক্ষতি ছিল অপরিসীম। তেজস্ক্রিয়তা পানি, প্রাণী, গাছপালা এবং নাভাজো জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ঘটনার ফলে নাভাজো জনগোষ্ঠীর মধ্যে জন্মগত ত্রুটি এবং কিডনির সমস্যা দেখা দেয়।

শেষ কথা

এ ধরনের দুর্ঘটনা থেকে আমাদের সব সময় শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। ওপরের ঘটনাগুলো আমাদের কী বলে? পারমাণবিক কেন্দ্র বা বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ বন্ধ করে দিতে হবে? সত্যি বলতে, কোনো কিছুই পরমভাবে নিরাপদ বানানো সম্ভব নয়। আর জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প হিসেবে অনেক নিরাপদ ও টেকসই পরমাণু বিদ্যুৎ। তবে প্রাকৃতিক ভয়ংকর দুর্যোগসুনামি বা ভূমিকম্প কিংবা উল্কাপাত, এ ধরনের বিপদের বেলায় আগে থেকে কিছু বলা যায় না। তাই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জোর দেওয়া হয়। চেষ্টা করা হয় একাধিক ফেইল সেইফ বা বিকল্প নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখতে যেন চুল্লিতে কোনো সমস্যা না হয়। এত সবের পরেও যদি সমস্যা হয়েই যায়, তবে নির্গত তেজস্ক্রিয়তা থেকে ক্ষতির মাত্রা যেন খুব কম থাকে, লক্ষ্য রাখা হয় সেদিকে। তবে ওপরের ঘটনাগুলো সবচেয়ে বড় করে দেখায় অবহেলার বিষয়টি। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রই শুধু নয়, যেকোনো দুর্ঘটনার ক্ষেত্রেই অবহেলা না করে দ্রুত প্রয়োজনীয় ও যথাযথ ব্যবস্থা নিলে যেকোনো বিপদের মোকাবিলা করা সম্ভব।

থার্মোমিটার আবিষ্কারের কাহিনি

প্রদীপ দেব

বিজ্ঞানের একেবারে মৌলিক শাখা হলো পদার্থবিজ্ঞান। বিজ্ঞানের এমন কোনো শাখা নেই, যেখানে পদার্থবিজ্ঞানের ভূমিকাকে গৌণ করা যায়। মানুষের রোগনির্ণয় ও চিকিৎসায় পদার্থবিজ্ঞানের অবদান অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। সবচেয়ে সরল যে যন্ত্রটি রোগনির্ণয়ে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়, তার নাম থার্মোমিটার। মানুষের শরীরের স্বাভাবিক কাজকর্ম বাধাগ্রস্ত হলে শরীরের তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ধরা হয় ৯৮ দশমিক ৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শিশুদের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা এর চেয়ে কিছুটা বেশি থাকে। শরীরের তাপমাত্রা ৯৯ বা ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট হয়ে গেলে আমরা অনেক সময় খুব বিচলিত হয়ে পড়ি। কিন্তু চিকিৎসকেরা তিন মাসের কম বয়সী শিশুদের শরীরের তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট কিংবা তিন মাসের বেশি বয়সী শিশুদের শরীরের তাপমাত্রা ১০১ ডিগ্রি ফারেনহাইট হলেও তাকে স্বাভাবিক বলে ধরে নেন। চিকিৎসকেরা জানেন যে শরীরের তাপমাত্রার পরিবর্তনটা রোগ নয় বটে, কিন্তু অন্য কোনো রোগের কারণ। রোগের কারণ শনাক্ত করার জন্য চিকিৎসকেরা আগে দেখে নেন শরীরের তাপমাত্রার কোনো অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয়েছে কি না। মানুষ তাপ ও তাপমাত্রা মাপার চেষ্টা শুরু করেছিল হাজার বছর আগে। আজ থেকে ১ হাজার ৮৫০ বছর আগে ১৭০ খ্রিষ্টাব্দে গ্রিক বিজ্ঞানী গ্যালেন সর্বপ্রথম থার্মোমিটার তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাপ কী, কেন তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটে ইত্যাদি মৌলিক বিষয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা ছিল না তখন কারও। তার পরের প্রায় দেড় হাজার বছরে তাপমাত্রা মাপার ব্যাপারে তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। স্পর্শের মাধ্যমে তাপমাত্রার তারতম্য নির্ণয় করা গেলেও তাপমাত্রার সঠিক পরিমাপের কোনো কার্যকর পদ্ধতি আবিষ্কার করা যায়নি ১৫৯৩ সাল পর্যন্ত। সে সময় গ্যালিলিও তাপমাত্রা বাড়লে বাতাসের আয়তন বেড়ে যাওয়ার ধর্মকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করলেন একধরনের বাতাসভরা থার্মোস্কোপ। এটা দিয়ে বাতাসের তাপমাত্রার বাড়া-কমা পর্যবেক্ষণ করা যায়, কিন্তু তাপমাত্রার সঠিক পরিমাপ করা গেল না। আসলে তখনো তাপমাত্রার কোনো একক নির্ধারিত হয়নি।

১৬১২ সালে আরেকজন ইতালিয়ান বিজ্ঞানী সান্তোরিও থার্মোস্কোপের সঙ্গে একটি আনুপাতিক স্কেল যোগ করে মানুষের শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এর প্রায় ৪০ বছর পর ১৬৫৪ সালে ইতালির তাসকানির গ্র্যান্ড ডিউক দ্বিতীয় ফার্দিনান্দ প্রথম একটি থার্মোমিটার তৈরি করেন। এর মূল গঠন ও কার্যপ্রণালি আধুনিক থার্মোমিটারের মতো। তাপ দিলে অ্যালকোহলের আয়তন বেড়ে যায়। অ্যালকোহলের এই ধর্মকে কাজে লাগিয়ে তিনি একটি কাচের চোঙের মধ্যে অ্যালকোহল রেখে তাপমাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে অ্যালকোহলের আয়তনের পরিবর্তনের হারকে তাপমাত্রা মাপার কাজে লাগান। তিনি অ্যালকোহলের চোঙায় ৫০টি সমান দাগ দিয়ে তাপমাত্রার এককের নাম দেন 'ডিগ্রি'। কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রার সঙ্গে এই ডিগ্রির সমন্বয় না থাকার কারণে ফার্দিনান্দের থার্মোমিটারে তাপমাত্রার পরিমাপ ছিল অনুমাননির্ভর।

এর ১০ বছর পর ১৬৬৪ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী রবার্ট হুক থার্মোমিটারে শূন্য ডিগ্রির প্রচলন শুরু করেন। যে তাপমাত্রায় জল জমাট বেঁধে বরফে পরিণত হয়, সেই তাপমাত্রাকে শূন্য ডিগ্রি ধরে নিয়ে হিসাব কষতে শুরু করেন তিনি। থার্মোমিটারের অ্যালকোহলের আয়তনকে সমান ৫০০ ভাগে ভাগ করে শূন্য থেকে ৫০০ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা মাপার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তখনো ডিগ্রি বলতে ঠিক কতটুকু তাপমাত্রা, তা নির্দিষ্ট করা যায়নি। ১৭০১ সালে স্যার আইজাক নিউটন একটি থার্মোমিটার তৈরি করেন, যা ছিল সেই সময়ের সবচেয়ে আধুনিক এবং সার্থক থার্মোমিটার। তিনি কাচের সরু নলের মধ্যে কিছু তেল প্রবেশ করিয়ে নলের বাকি অংশ থেকে বাতাস বের করে নলটির দুই মাথা বন্ধ করে দেন। তারপর তিনি থার্মোমিটারের স্কেল তৈরি করেন। পানির গলনাঙ্কের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আর মানুষের শরীরের তাপমাত্রাকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ধরে নিয়ে এই দুই তাপমাত্রার পার্থক্যকে অনেকগুলো ভাগে ভাগ করেন। বলা যায় প্রথম সার্থক থার্মোমিটার তৈরি হয় স্যার আইজাক নিউটনের হাত দিয়ে।

এর ১০ বছর পর ১৬৬৪ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী রবার্ট হুক থার্মোমিটারে শূন্য ডিগ্রির প্রচলন শুরু করেন। যে তাপমাত্রায় জল জমাট বেঁধে বরফে পরিণত হয়, সেই তাপমাত্রাকে শূন্য ডিগ্রি ধরে নিয়ে হিসাব কষতে শুরু করেন তিনি

১৭০২ সালে ডেনমার্কের গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী ওলে রোমার তাপমাত্রার প্রথম 'স্কেল' চালু করেন। সেটাই পরে তাপমাত্রার রোমার স্কেল নামে পরিচিতি লাভ করে। রোমার গলন্ত বরফের তাপমাত্রাকে ৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি, আর ফুটন্তপানির তাপমাত্রাকে ৬০ ডিগ্রি ধরে তাঁর থার্মোমিটার তৈরি করেন। ১৭১৪ সালে জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল গ্যাব্রিয়েল ফারেনহাইট রোমারের স্কেলকে পরিবর্তন করে নতুন স্কেলের প্রবর্তন করেন। সেটাই তিন শ বছর ধরে আমরা ব্যবহার করছিফারেনহাইট স্কেল। ফারেনহাইট বরফ, লবণ ও পানির মিশ্রণের তাপমাত্রাকে ধরেন শূন্য ডিগ্রি ফারেনহাইট, পানির গলনাঙ্কের তাপমাত্রাকে ধরেন ৩২ ডিগ্রি ফারেনহাইট, আর পানির স্ফুটনাঙ্কের তাপমাত্রাকে ধরেন ২১২ ডিগ্রি। রোমারের এক ডিগ্রিকে প্রায় চার ভাগ করে ফারেনহাইটের এক ডিগ্রি হিসাব করা হয়েছে। এই ফারেনহাইট স্কেল এখন আর তাপমাত্রার আন্তর্জাতিক স্কেল না হলেও আমেরিকায় এখনো ফারেনহাইট স্কেল ব্যবহৃত হয়। আমরাও জ্বর মাপার জন্য এখনো ফারেনহাইট স্কেল ব্যবহার করি। বিজ্ঞানী ফারেনহাইট প্রথম থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহার করেন। পারদ স্বাভাবিক কক্ষ- তাপমাত্রায় তরল অবস্থায় থাকে। তাপমাত্রার সামান্য পরিবর্তনেও পারদের আয়তনের পরিবর্তন ঘটে। তার স্বাভাবিক উজ্জ্বলতার কারণে কাচের নলের ভেতর দিয়ে পারদের ওঠা---নামা পরিষ্কারভাবে দেখা যায় বলে থার্মোমিটারের জন্য পারদ খুবই উপযোগী।

কিন্তু ফারেনহাইট স্কেল ব্যবহারকারীদের জন্য খুব একটা সহজবোধ্য নয়, খুব একটা যুক্তিগ্রাহ্যও নয়। জল জমে বরফ হয়ে যাওয়ার তাপমাত্রা কেন ৩২ ডিগ্রি হবে, আর গরম হয়ে ফুটতে শুরু করবে কেন ২১২ ডিগ্রিতে? এর কোনো সদুত্তর নেই। ১৭৪২ সালে সুইডেনের বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী অ্যান্ডার্স সেলসিয়াস ফারেনহাইটের স্কেলকে সহজ করার ব্যবস্থা করলেন। তিনি পানির গলনাঙ্ককে ১০০ ডিগ্রি এবং স্ফুটনাঙ্ককে শূন্য ডিগ্রি ধরে একটি স্কেল চালু করলেন। এই সেলসিয়াস স্কেল সহজ হলেও কেমন যেন উল্টো মনে হলো সবার কাছে। তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিগ্রির পরিমাণ বাড়া উচিত। সেলসিয়াস তাঁর স্কেল ঠিক করার আগেই ১৭৪৪ সালে মারা যান মাত্র ৪৩ বছর বয়সে। সেলসিয়াসের মৃত্যুর পর উদ্ভিদবিজ্ঞানী কার্ল লিনিয়াস সেলসিয়াস স্কেলকে উল্টে দিয়ে ঠিক করে দেন। নতুন স্কেলে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় জল জমে বরফ হয়ে যায়, আর ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানি ফুটতে শুরু করে। তখন কিন্তু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বলা হতো। কিন্তু কোণের পরিমাণও ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হিসাবে মাপা হয় বলে ১৯৪৭ সালে তাপমাত্রা মাপার একককে 'ডিগ্রি সেলসিয়াস' হিসেবে প্রচলন করা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞানের অনেক উন্নতি ঘটে। বিজ্ঞানীরা গ্যাসের আয়তনের ওপর তাপ ও চাপের প্রভাব এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক খুঁজে বের করেন। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জেমস জুল তাপগতিবিদ্যার আলোকে তাপমাত্রার আধুনিক সংজ্ঞা দেন। তাপমাত্রা হলো পদার্থের মধ্যস্থিত কণাগুলোর গড় গতিশক্তির পরিমাপ। কণাগুলোর গতিশক্তি যত বেশি, তার তাপমাত্রাও তত বেশি। অর্থাৎ বস্তু তাপ শোষণ করে গরম হওয়ার অর্থ হলো বস্তুর কণাগুলোর গতি বেড়ে যাওয়া। আবার ঠান্ডা হওয়ার অর্থ হলো কণাগুলোর গতি কমে যাওয়া। যেমন পানি স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তরল। জলকে ঠান্ডা করতে থাকলে পানির অভ্যন্তরীণ কণাগুলোর গতি ক্রমেই কমে যায় এবং পানি জমে বরফ হয়ে যায়। আবার যখন অনেক বেশি গরম করা হয়, তখন কণাগুলোর গতি বেড়ে যেতে যেতে তারা বাষ্প হয়ে গ্যাসে পরিণত হয়।

১৮৬২ সালে স্কটল্যান্ডের পদার্থবিজ্ঞানী উইলিয়াম থমসন লর্ড কেলভিন 'পরম শূন্য' তাপমাত্রার ধারণা দেন। তিনি দেখান যে -২৭৩ দশমিক ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পদার্থের কণাগুলোর গতি একেবারে থেমে যায়। গতিশক্তি শূন্য হয়ে যাওয়ার কারণে তখন পদার্থের চাপও শূন্য হয়ে যায়। এই তাপমাত্রাকে পরমশূন্য তাপমাত্রা ধরে তাপমাত্রার নতুন একটি স্কেল চালু হয়, যা কেলভিন স্কেল নামে পরিচিত। পরমশূন্য তাপমাত্রাকে শূন্য ডিগ্রি কেলভিন ধরা হয়। এই তাপমাত্রার নিচে আর কিছুতেই যাওয়া সম্ভব নয়, কারণ এই তাপমাত্রায় পদার্থের তাপ, চাপ, পারমাণবিক গতি সব শূন্য হয়ে যায়। সাধারণ পারদ-থার্মোমিটার দিয়ে আমরা শরীরের তাপমাত্রা মাপি। কিন্তু পারদ-থার্মোমিটার ব্যবহারে অনেক বিপদও আছে। মুখের ভেতর থার্মোমিটার ঢুকিয়ে তাপমাত্রা পরিমাপ করার সময় যদি থার্মোমিটার ভেঙে যায়, তবে খুব ক্ষতি হতে পারে। তাই আস্তে আস্তে থার্মোমিটারের অনেক বিবর্তন ঘটেছে। এখন ডিজিটাল থার্মোমিটার ব্যবহার করা হচ্ছে প্রায় সবখানে। ডিজিটাল থার্মোমিটারে কোনো পারদ থাকেনা। তাপমাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে পদার্থের রেজিস্ট্যান্সের পরিবর্তন ঘটে। ডিজিটাল থার্মোমিটারে রেজিস্ট্যান্সের পরিবর্তনে বিদ্যুৎ-প্রবাহের যে পরিবর্তন ঘটে, তার হিসাব করে তাপমাত্রার পরিমাপ করা হয়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত ইসরোর ইয়ং সায়েন্টিস্ট যুব বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম যুবিকা প্রশিক্ষণ, ২০২৪ অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত রাজ্যের ছাত্র অভিনব বণিক আজ সকালে পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর সঙ্গে সৌজন্যমুলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। সাক্ষাৎকালে পর্যটনমন্ত্রী শ্রী চৌধুরী জাতীয়স্তরে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করার জন্য অভিনব বণিকের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং আগামীদিনেও যাতে সে এরকম সাফল্য অর্জন করতে পারে তারজন্য উৎসাহিত করেন।

সাধুদের নিয়ে মন্তব্য, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলার নিষ্পত্তি হাইকোর্টে

কলকাতা, ২৭ জুন (হি..স.): সাধু-সন্তদের নিয়ে মন্তব্যের প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলার নিষ্পত্তি করল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, এই মামলার হলফনামা দেখে মনে হয়নি এটা জনস্বার্থ মামলা হতে পারে। মামলাকারী চাইলে অন্যভাবে মামলার অভিযোগ করতে পারেন। প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনের মাঝে আরামবাগে একটি জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ মিশন এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘের কয়েকজন সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে বেশ কিছু মন্তব্য করেছিলেন। বিষয়টি নিয়ে সরব হন কার্তিক মহারাজ। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আইনি চিঠিও পাঠান তিনি। মমতার সেই মন্তব্যের জের শেষ পর্যন্ত আদালতে গড়ায়। তাঁর ওই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে গত মে মাসে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপেরও আর্জি জানিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। তবে, এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছিলেন, রামকৃষ্ণ মিশন এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘের সমস্ত সন্ন্যাসীদের নিয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। একজন নির্দিষ্ট সাধুকে নিয়ে মন্তব্য করেছেন তিনি। সন্ন্যাসীদের আঘাত করে তিনি কিছু বলতে চাননি।

২৪ ঘন্টার মধ্যে দ্বিতীয়বার, নিয়োগ দুর্নীতিতে ফের বিকাশ ভবনে সিবিআই

কলকাতা, ২৭ জুন (হি.স.): বুধবারের পর আবারও বৃহস্পতিবার সকালে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের বিকাশ ভবনে হাজির হলেন সিবিআই আধিকারিকরা। বিকাশ ভবনের পিছনের বিল্ডিং-এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে ওয়ার হাউসে সিবিআই আধিকারিকরা যান এবং সেখানে বিভিন্ন নথি ঘেঁটে দেখেন। তাদের কাছে খবর, সেখানে নিয়োগ সংক্রান্ত জরুরি নথি লুকিয়ে রাখা হয়েছে অন্যান্য দস্তাবেজ-এর সঙ্গে। তাই তারা বারে বারে বিকাশ ভবনে হানা দিয়ে সেই নথি উদ্ধার করতে চাইছেন। উল্লেখ্য, বুধবারও ওয়ার হাউসে প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টার মতো তল্লাশি অভিযান চালায় সিবিআই আধিকারিকরা। তবে কেনই তারা বারেবারে মাল গুদামের তল্লাশি চালাচ্ছে তা স্পষ্ট নয়। এবিষয়ে সিবিআই আধিকারিকদের জিজ্ঞাসা করা হলে তারা মুখ খুলতে চান নি। তবে সূত্রের খবর, তারা যে নথি খুঁজছেন সেই নথি অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দু"বার তল্লাশি অভিযান সিবিআই-এর।

বর্ষা নিয়ে ফের সুখবর দিল আইএমডি, আরও কিছুটা অগ্রসর দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন (হি.স.): বর্ষা নিয়ে ফের সুখবর দিল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আরও কিছুটা অগ্রসর হল বর্ষা। আইএমডি জানিয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু উত্তর আরব সাগরের অবশিষ্ট অংশ, গুজরাটে আরও অগ্রসর হয়েছে; রাজস্থানের আরও কিছু অংশ, মধ্যপ্রদেশের বেশিরভাগ অংশে অগ্রসর হয়েছে। আইএমডি আরও জানিয়েছে, পশ্চিম উত্তর প্রদেশের আরও কিছু অংশ; বিহার, পূর্ব উত্তর প্রদেশের কিছু অংশ; উত্তরাখণ্ডের বেশিরভাগ অংশ, হিমাচল প্রদেশ,

নিট মামলায় পাটনায় দু"জনকে গ্রেফতার করল সিবিআই, বলদেব ও মুকেশকে জেরা

পাটনা, ২৭ জুন (হি.স.): নিট-ইউজি পরীক্ষার পেপার ফাঁস মামলায় দু"জনকে গ্রেফতার করল সিবিআই। প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ডে বিহারের রাজধানী পাটনা থেকে দু'জনকে গ্রেফতার করল সিবিআই। নিট-ইউজি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস মামলার তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। এই মামলায় বৃহস্পতিবার পাটনা থেকে মনীশ প্রকাশ ও আশুতোষকে গ্রেফতার করা হয়েছে সিবিআই-এর পক্ষ থেকে এমটাই জানানো হয়েছে। এর আগে বুধবারই সিবিআই-এর হাতে ধৃত বলদেব কুমার ওরফে চিন্টু ও মুকেশ কুমারকে সিবিআই হেফাজতে পাঠায় বিশেষ সিবিআই আদালত। ওই দু"জনকে নিয়ে পাটনার অফিসে এসে পৌঁছয় সিবিআই। সূত্রের খবর, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

সেঙ্গল নিয়ে সপা সাংসদের মন্তব্যে তোপ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন (হি.স.): সংসদে ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠল সেঙ্গল বিতর্ক। নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধনের দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই রাজদণ্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারপর থেকেই সেটি রয়েছে সংসদে। যদিও সেটি সংসদ থেকে সরানোর আর্জি জানিয়ে প্রোটেম স্পিকারকে চিঠি লেখেন সমজাবাদী পার্টির সাংসদ আর কে চৌধুরী। তাঁর দাবি, সেঙ্গল আসলে রাজতন্ত্রের প্রতীক। এটি ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে মানায় না। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী। তাই সেঙ্গলকে সরিয়ে সেই জায়গায় সংবিধানের কপি রাখা উচিত। আর সপা সাংসদের এই বক্তব্যের পরেই ক্ষোভপ্রকাশ করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা সপা সাংসদকে প্রশ্ন করেছেন, 'সেঙ্গল যদি রাজতন্ত্রের প্রতীক হয়, তাহলে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কেন সেটি গ্রহণ করেছিলেন? তিনি কি সেই প্রতীক ও রাজতন্ত্রকে মেনে নিয়েছিলেন?'। বিজেপির শরিক দলের নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ান বলেছেন, 'কংগ্রেস ও তাঁর শরিকরা সবসময় ইতিহাসকে অবজ্ঞা করে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:PNIe-T-05/EE/DWS/JRN/2024-25,
Dated- 26/06/2024.

The Executive Engineer, DWS Division, Jirania, Ranirbazar, West Tripura invites the Single Bid percentage rated e-tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/P&T/Other State PWD/ Central & State Sector for the work as detailed below:

SL. NO.	DNIe-T NO.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	Bid Fee	CLASS OF BIDDER
1.	DNIe-T No: 22/DNIeT/EE/DWS/JRN/2024-25.	₹.46,58,114.00	₹. 93,162.00.00	120 days	₹. 1,000.00	Appropriate Class
2.	DNIe-T No: 23/DNIeT/EE/DWS/JRN/2024-25.	₹.35,38,067.00	₹. 70,761.00	90 days.	₹. 1,000.00	Appropriate Class
3.	DNIe-T No: 24/DNIeT/EE/DWS/JRN/2024-25.	₹.35,38,067.00	₹. 70,761.00	90 days.	₹. 1,000.00	Appropriate Class
4.	DNIe-T No: 25/DNIeT/EE/DWS/JRN/2024-25.	₹.33,36,593.00	₹. 66,732.00	180 days.	₹. 1,000.00	Appropriate Class
5.	DNIe-T No: 26/DNIeT/EE/DWS/JRN/2024-25.	₹.9,61,315.00	₹. 19,226.00	180 days.	₹. 1,000.00	Appropriate Class
6.	DNIe-T No: 27/DNIeT/EE/DWS/JRN/2024-25	₹.36,59,623.00	₹. 73,192.00	180 days.	₹. 1,000.00	Appropriate Class
7.	DNIe-T No: 28/DNIeT/EE/DWS/JRN/2024-25.	₹. 4,74,522.00	₹.9490.00	60 days	₹. 1,000.00	Appropriate Class
8.	DNIe-T No: 29/DNIeT/EE/DWS/JRN/2024-25	₹.5,92,581.00	₹. 11,852.00	90 Days	₹. 1,000.00	Appropriate Class

Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-f 26/06/2024.at 18.00 hours. Last date and Time for Document Downloading and Bidding- 16/07/2024 up to 15.00 hours. Date and Time for Opening of Bid- 16/07/2024 at 15.30 hours.
This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in.
ICA/C/537/24

For and on behalf of the Governor of Tripura"
(Er. P.K. DAS)
Executive Engineer DWS Division,
Jirania, Ranirbazar, West Tripura

বৈঠকে পুলিশকে তোপ মমতার

কলকাতা, ২৭ জুন (হি. স.): বৃহস্পতিবার আবারও নবান্নে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী। আমলা, পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা সকলেই ছিলেন। এদিন রিপোর্ট কার্ডে গুড---বুকে থাকল না পুলিশ। পুলিশমন্ত্রীই পুলিশকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন। বুলডোজার দিয়ে ঝুপড়ি, গুমটি গুঁড়িয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে মমতা বলেন, প্রথমে টাকা খেয়ে দোকান বসাবেন, আর তারপর বুলডোজার দিয়ে ভাঙবেন? এটা একদম বরদাস্ত করছি না।
মমতা বলেন, যে যাঁর মতো লুঠে নিচ্ছে, যেন লুঠ করা অধিকার। পুলিশের মধ্যে দেখছি লোভ বেড়ে যাচ্ছে। ভাবছে আমি তো দুবছর ওসি আছি, যতটা পারি করে নিই। যদি কোনও পুলিশ ইন্ধন দেয় সরিয়ে দেব। সরকার কিন্তু এটা করতে পারে।

নিট-ইউজি মামলা : প্রশ্ন ফাঁসকাণ্ডে মনীশ ও আশুতোষকে গ্রেফতার করল সিবিআই

পাটনা, ২৭ জুন (হি.স.): নিট-ইউজি পরীক্ষার পেপার ফাঁস মামলায় দু"জনকে গ্রেফতার করল সিবিআই। প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ডে বিহারের রাজধানী পাটনা থেকে দু'জনকে গ্রেফতার করল সিবিআই। নিট-ইউজি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস মামলার তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। এই মামলায় বৃহস্পতিবার পাটনা থেকে মনীশ প্রকাশ ও আশুতোষকে গ্রেফতার করা হয়েছে সিবিআই-এর পক্ষ থেকে এমটাই জানানো হয়েছে।

গলফ ট্যুর অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি নিযুক্ত হলেন কপিল দেব

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন (হি. স.): প্রফেশনাল গলফ ট্যুর অফ ইন্ডিয়ার নতুন সভাপতি নিযুক্ত হলেন কপিল দেব। এইচ আর শ্রীনিবাসনের জায়গায় নিযুক্ত হলেন তিনি। নয়া ভূমিকায় এবার কপিল দেবকে দেখা যাবে। ভারতীয় প্রফেশনাল গল্ফারদের বিদেশ সফরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কপিল দেখাশোনা করবেন।
কপিল দেব একটা সময়ে এই সংস্থাতে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে ছিলেন। এবার তাঁকে সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এবার ৬৫ বছর বয়সে নয়া ভূমিকায় দেখা যাবে এই ক্রিকেট কিংবদন্তিকে।

৬ দিনে তাপপ্রবাহে পাকিস্তানে মৃত ৫০০-র বেশি

করাচি, ২৭ জুন (হি. স.): তীব্র গরমে গত ছয়দিনে পাকিস্তানে ৫০০-র বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। যার মধ্যে একদিনেই প্রায় দেড়শো জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। দেশটির অন্যতম করাচি শহরের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গেছে।
পাকিস্তানের একটি অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা সংস্থা বলছে, তারা করাচি শহরের মর্গে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ জনের মৃতদেহ নিয়ে যায়। তবে গত ছয় দিনে তারা প্রায় ৫৬৮টি মৃতদেহ সংগ্রহ করেছে।

ফুটপাথ দখল করা চলবে না, সৌন্দর্যায়নে দেওয়া হচ্ছে জোর : মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৭ জুন (হি.স.): ফুটপাথ দখল করা চলবে না। স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সৌন্দর্য্যায়নে দেওয়া হচ্ছে জোর। বৃহস্পতিবার নবান্ন সভাঘরের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, বিউটিফিকেশনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। কোটি কোটি টাকা খরচ করে এই কাজ হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন, উচ্ছেদের কথা বলা হয়নি। ওদের পেট চলবে কি করে। ফুটপাথ দখল করা চলবে না। তাতে মানুষ রাস্তায় নেমে পড়বে। দুর্ঘটনা বাড়বে। এটা খেয়াল রাখতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী আবেদন জানান, গরীব লোকেদের কাছে পুলিশ ও নেতারা চাঁদা তুলবেন না। দয়া করে সবাইকে বলছি। হকার নেতারা এক জন একের অধিক ডালা রাখবেন না, অনেকের চারটে পাঁচটা করে ডালা আছে, সেগুলি সরিয়ে অন্যকে খাওয়ায় সুযোগ করে দিন।
হকার উচ্ছেদ মুখ্যমন্ত্রীর লক্ষ্য নয়, তবে রাস্তা ও সরকারি জায়গা জবরদখল কখনই মানা হবে না বলে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্নে বৃহস্পতিবার রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভার মেয়র, জেলা শাসক ও পুলিশ কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কারও রুটি রুজি কেড়ে নেওয়ার অধিকার সরকারের নেই। কিন্তু পুরো ব্যাপারটার একটা সৌন্দর্য্য বজায় রাখতে হবে। সমস্ত পুরসভা এলাকায় ফুটপাতে হকার বসার সুনির্দিষ্ট নিয়ম করে দেওয়ার তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। হকারদের নির্দিষ্ট জোন করে দিতে হবে। আগুন লাগবে না এমন জিনিস দিয়ে স্টল বানাতে হবে। প্রতিটি স্টলের নম্বর থাকবে। এক এক জন হকার এক একটি করেই স্টল পাবেন। বৈধ হকারদের চিহ্নিত করতে পরিচয় পত্র দিতে হবে। স্থানীয় নেতা এবং পুলিশ যাতে হকারদের কাছ থেকে চাঁদা না তোলে সে ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। প্রত্যেক জেলায় হকার জন্য জায়গা চিহ্নিত করতে পুরো সচিব জেলায় জেলায় গিয়ে সমীক্ষা চালাবেন। কলকাতার নিউমার্কেট, গ্র্যান্ড হোটেল, হাতিবাগান চত্বরে হকারদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করতে কলকাতা পুরসভা ও বিভিন্ন হকার কমিটির সদস্যদের দিয়ে তিন মাসের মধ্যে সমীক্ষা করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। অন্যদিকে, হকারদের আপাতত একমাস সময় দেওয়া হল। তিনি বলেন, 'এক মাস আপাতত উচ্ছেদ হবে না। তার মধ্যে আমরা আমাদের সার্ভের কাজ চলবে।'
মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, আগে টাকা নিয়ে রাস্তায় হকার বসাবে। তার পর বুলডোজার দিয়ে তুলে দেবে। এটা সরকারের নীতি নয়। হকারদের জীবন ও জীবিকার জন্য রাজ্যে আইন রয়েছে। তিনি যে হকারদের পাশেই আছেন সেই বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "হকারদের আমি ভালবাসি কেন জানেন? তার কারণ, রাস্তায় একটা দুর্ঘটনা ঘটলে আর সবাই মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেও হকারেরা ছুটে আসেন। ওঁরা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। কোনও মেয়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার হলে প্রতিবাদ করেন। কিন্তু আমি যেটা করছি, সেটা ওঁদের বিরুদ্ধে নয়। কলকাতাকে সুন্দর করতে হবে। আপনারা সহযোগিতা করুন, সরকার আপনাদের সঙ্গে থাকবেন।"

Recruitment under Tripura Rural Livelihood Mission

Applications are invited from the eligible candidates of Tripura for recruitment to certain Contractual posts under Tripura Rural Livelihood Mission (TRLM) for implementation of DAY- NRLM in Tripura. Detailed advertisement bearing no. 01/ 2024 may be seen on websites: rural.tripura.gov.in/ tripura.gov.in/ __trim.tripura.gov.in. Interested candidates who fulfil the eligibility criteria may apply online by visiting websites trim.tripura.gov.in or rural.tripura.gov.in w.e.f 26.06.2024 to 10.07.2024 till 5.30 PM.
ICA/D-382/24

Sd/- CEO,
TRLM

NOTICE INVITING TENDER (NI)
PNIe-T NO 20 /EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2024-25
Dated 25/06/2024

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system tender(s) from reputed resourceful Contractors/ Firms/ Manufacturers / Authorized Dealer having experience in similar nature of Air Conditioning works in Government/ Government Undertaking Buildings and Service Centre in Agartala for the following work:
Name of work: Annual maintenance & incidental repair of Air Conditioning Machines and Refrigerators were installed in the Santirbazar District Hospital, Santirbazar, South Tripura District for 01 (one) year during the year 2024-25.
1. DNIeT No:17/ EE/DNIeT/MECH.DIVN/AGT/2024-25
2. Estimated Cost: Rs 6,52,960.00
3. Earnest Money: Rs 13,059.00
4. Bid Fee: Rs 1,000.00
5. Last date & time for online Bidding: 10/07/2024 upto 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https:// tripuratenders.gov.in
ICA/C/ 530/24

Executive Engineer
Mechanical Division, Agartala

NOTICE INVITING TENDER (NIT)
PNIT No. 03/EE/PWD(R&B)/KMP/DIV/2024-25

The Executive Engineer, PWD(R&B), Kamalpur Division, Kamalpur, Dhalai, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:
1. DNIT No. 07/DNIT/SE-V/AMB/2024-25
Estimated Cost: 92,83,265.00
Bid Fee: 4,000.00
2. DNIT No. 08/DNIT/SE-V/AMB/2024-25
Estimated Cost: 56,37,092.00
Bid Fee: 4,000.00
3. DNIT No. 09/DNIT/SE-V/AMB/2024-25
Estimated Cost: 43,23,297.00 Bid Fee: 1,000.00
4. DNIT No. 10/DNIT/SE-V/AMB/2024-25
Estimated Cost: 1,30,16,060.00 Bid Fee: 4,000.00
5. DNIT No. 11/DNIT/SE-V/AMB/2024-25
Estimated Cost: 35,21,284.00 Bid Fee: 1,000.00
6. DNIT No. 12/DNIT/SE-V/AMB/2024-25
Estimated Cost: 89,06,464.00
Bid Fee: 4,000.00
7. Last date & time for online Bidding: 02/07/2024 upto 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https:// tripuratenders.gov.in
ICA/C/534/24

Executive Engineer,
Kamalpur Division, PWD(R&B),
Kamalpur, Dhalai, Tripura.

বেআইনি পার্কিং রুখতে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ মমতার

কলকাতা, ২৭ জুন (হি. স.): বৃহস্পতিবার বেআইনি পার্কিং ইস্যুতে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যে জায়গায় বেআইনি পার্কিং লট রয়েছে, সেগুলি অবিলম্বে ভেঙে ফেলার নির্দেশ তাঁর।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাফ বলেন, বেআইনি পার্কিংগুলি ভেঙে দিতে হবে। এক্ষেত্রে কলকাতায় কতগুলি বেআইনি পার্কিং জোন রয়েছে তা জানানোর জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেন তিনি। একইসঙ্গে রাজারহাট, নিউটাউন, হাওড়া, আসানসোল ও দুর্গাপুরে কত বেআইনি পার্কিং রয়েছে তারও হিসেব চান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ওই জায়গাগুলি আইনি পার্কিং জোন তৈরি হওয়ার উপযুক্ত কি না তা জানতে হবে। যদি উপযুক্ত হয় তবে টেন্ডার করা হবে। কেন্দ্রীয়ভাবে হবে এই টেন্ডার। এটা মেয়র নিজে দেখবেন। দেখে রিপোর্ট দেবে। নিজেরা করে দেবে না। সিপিকে সঙ্গে রাখতে হবে। দেখে গোটা তালিকা ১৫ দিনের মধ্যে আমায় জমা দিতে হবে।

জয়ী দুই তৃণমূল প্রার্থীর শপথ ঘিরে অব্যাহত জটিলতা, অবস্থানে সায়ন্তিকা ও রেয়াত

কলকাতা, ২৭ জুন (হি.স.): উপ-নির্বাচনে জয়ী দুই তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর শপথ ঘিরে অব্যাহত জটিলতা। বিধানসভায় বি আর আম্বেদকর মূর্তির সামনে অবস্থানে বসলেন সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন সরকার। বৃহস্পতিবার প্ল্যাকার্ড নিয়ে অবস্থানে বসেন সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রেয়াত হোসেন। গতকাল রাজ্যপালের অপেক্ষায় বিধানসভার সিঁড়িতে বসেছিলেন সায়ন্তিকারা। শপথ-সংঘাতের মধ্যেই গতকাল দিল্লি যান রাজ্যপাল।
বৃহস্পতিবার বিধানসভায় আম্বেদকরের মূর্তির পাদদেশে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন নবনির্বাচিত দুই বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন সরকার। উপ-নির্বাচনে ভগবানগোলা থেকে জিতেছেন রেয়াত এবং সায়ন্তিকা জিতেছেন বরাহনগর থেকে।

পার্কিং সমস্যার সমাধানের উপায় বলে দিলেন মমতাই

কলকাতা, ২৭ জুন (হি. স.): শহরে পার্কিং সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হলেন স্বয়ং মমতাই। বৃহস্পতিবার বেআইনি পার্কিং ইস্যুতে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যেসব জায়গায় বেআইনি পার্কিং লট রয়েছে, সেগুলি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন। পাশাপাশিই তিনি পার্কিংয়ের সমস্যা সমাধানের উপায় বাতলে দেন। বলেন, আলিপুরে "সম্পন্ন" (পার্কিং জোন) তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি হাতিবাগান ও বেহালাতেও এই ধরনের পার্কিং জোন তৈরি করার বার্তা দেন তিনি।

চলন্ত ট্রেনের বার্থ ভেঙে বৃদ্ধর মৃত্যু, দুঃখপ্রকাশ রেলের

হায়দরাবাদ, ২৭ জুন (হি. স.): একের পর এক রেল দুর্ঘটনা। অভিযোগ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চালকের উপর দোষ চাপিয়ে নিজেদের পিঠ বাঁচাচ্ছে রেল। তবে এবার সেই নিয়মে ছেদ পড়লো। ট্রেনের আপার বার্থ ভেঙে পড়ে বৃদ্ধর মৃত্যুতে বিজ্ঞপ্তি জারি করে দুঃখপ্রকাশ করলো ভারতীয় রেল। এখনও কাটেনি কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার রেশ। তার মধ্যেই আবারও দুর্ঘটনার কবলে এক ট্রেনের যাত্রী। চলন্ত ট্রেনে বার্থ ভেঙে পড়ে মৃত্যু হয় ষাটোর্ধ এক বৃদ্ধর। মৃত বৃদ্ধর নাম আলি খান। ১৫ জুন তিনি নিজামুদ্দিন মিলেনিয়াম সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসে চেপে কেরল থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। গন্তব্যে পৌঁছানো হয়নি তাঁর। ১৮ জুন হায়দরাবাদের হাসপাতালে মৃত্যু হয় বৃদ্ধর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো আতঙ্কে যাত্রীরা। জানা গেছে, ট্রেনের লোয়ার বার্থে সিট পড়েছিল আলি খানের। নিজের সিটেই শুয়েছিলেন বৃদ্ধ। রামাগুন্ডম স্টেশনের কাছে হটাৎই ভেঙে পড়ে উপরের বার্থটি। ভেঙে পড়া বার্থের নীচে চাপা পড়েন আলি খান। গুরুতর জখম হন ওই বৃদ্ধ। জিআরপিকে খবর দেওয়া হলে বৃদ্ধকে হায়দরাবাদ স্টেশনে নামিয়ে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ৩ দিন লড়াই করেও প্রাণে বাঁচলেন না বৃদ্ধ।

No. 22/ /F.15(04)/TSR-9/ Estt/Sty/2024
NOTICE INVITING TENDER
Dated, the 25th June 2024

On behalf of the Governor of Tripura, the under signed invite sealed tender Quotation from the Bonafide firm / Registered forms/ Manufacturers/ Authorized dealers / Govt. Contractors for supply of different types of Stationary items /goods during the financial year 2024-25 for 9th Battalion TSR(IR-IV).
02 Tender form, List of items, Terms & Conditions for Supply of stationery article may be collected from the Office of the Commandant, 9th Battalion TSR(IR- IV), Hichacherra, Jolaibari, Santirbazar, South Tripura during office hours in any working day up to 05/ 07/2024 on cash payment of Rs. 200/- (Nonrefundable) being the cost of above documents. For further details logon to the website www.tripura govt.nic.in.
03 The tender will be received up to 09/07/2024 at 1500 hours and will be opened on 10/07/2024 at 1600 hours.
ICA/C/ 533/24

Commandant 9th Battalion TSR(IR-IV)
Hichacherra, South Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-06/ EE/RD/TLM-DIV/2024-25, Dt.25.06.2024

The Executive Engineer, RD. Teliamura Division, Khowai Tripura invites online percentage rate e-tender in two bid system in Tripura PWD form-7 from eligible bidders up to 3.00 P.M on 04/07/2024 for 04(four) nos Internal Electrification works. For details visit website- https:/ /tripuratenders.gov.in and contact 03825-262095/ 8731074766. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/526/24

Sd/Illegible
Executive Engineer
RD. Teliamura Division
Teliamura, Khowai
Tripura

Office of the Principal
CBSE Affiliated Vidyajyoti School
Government of Tripura
Chandrapur Colony H.S School
No.F -2/Vidyajyoti/CCHSS/2022/83
Udaipur, Gomati, Tripura
Dated:25/06/2024

Employment Notice for Contractual Engagement

Application in plain paper are invited from the interested candidate for filling up one (1) contractual postof instructor for DRAMA having degree /diploma in the relevant field from recognized institutions.
Interested candidates of 18to 40 years of ages may drop bio –data to the office of the undersigned on or before 30/ 06/2024 .Time and date of interview will be intimated later on over phone .Honorarium in @Rs .200 per class (maximum 30 classes in a months.)
N.B: For any clarification for the post may contact to the school authority on any working day.

Mausumi Saha
Principal
Chandrapur Colony H.S School
Udaipur, Gomati District, Tripura

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

কী কী খেলে নিমেষে চনমনে হবে শরীর ও মন

সারা দিন ব্যস্ত আমরা। সকাল থেকে শুরু হয় দৌড়। সংসার সামলে অফিসের জন্য তাড়া লেগে যায়। তার পর সকাল থেকে শুরু হচ্ছে দৌড় আর দৌড়। ট্রেনে বা বাসে চেপে অফিস। সেখানেও দিনভর কাজের চাপ। আবার ঠাসাঠাসি ভিড় ঠেলে বাড়ি।

ঘরে এসেও দু'দণ্ড জিরোবার সময় নেই। সংসারেও তখন বিস্তর কাজ। এই বুলেট ট্রেনের গতিতে চলা জীবনে ক্লান্তি চেপে বসছে শরীর ও মন জুড়ে।

কাজে উৎসাহ কমছে। মনে দুশ্চিন্তার পাহাড়। মেজাজ হয়ে যাচ্ছে খিটখিটে। রোজের ব্যস্ততায় প্রয়োজনীয় পুষ্টিও অধরা থেকে যাচ্ছে। ফলে শরীরও দুর্বল হচ্ছে। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, ক্লান্তি কাটিয়ে শরীর ও মন ঝরঝরে রাখার উপায় কিন্তু আপনার হাতেই। কোনও বাজারচলতি "হেল ড্রিঙ্ক" লাগবে না, "সাপ্লিমেন্ট"ও দরকার নেই। শুধু রোজের ডায়েটে এই খাবারগুলি রেখে দেখুন। অল্প দিনেই শরীরে বল ফিরে পাবেন। কী কী খেলে চনমনে হবে শরীর ও মন?

কলা খেতেই হবে

দ্রুত ক্লান্তি দূর করতে পারে কলা। কলায় রয়েছে ফাইবার, পটাশিয়াম ও কার্বোহাইড্রেট। এই সমস্ত উপাদানগুলি একত্রে মিলে শরীরের পুষ্টির পাশাপাশি শক্তিও জোগায়। কোনও রকম "এনার্জি ড্রিঙ্ক", "এনার্জি বুস্টারের" থেকে অনেক বেশি ভাল কলা। কলা প্রাকৃতিক উপায়ে শরীরকে শক্তি প্রদান করে। শরীরচর্চার আগে ও পরে কলা খেলে উপকার পাবেন।

ডিমে ভরপুর পুষ্টি

ডিমের মতো সুষম খাবার দু'টি হয় না। ডিমে রয়েছে প্রোটিন, ক্যালশিয়াম, ভিটামিন এ। যে কুসুমকে আপনি অবজ্ঞা করে চলেন, সেই অংশটি খেলেও নানান উপকার মেলে। এতে থাকা ফ্যাট চটজলদি শরীরের ক্লান্তি ভাব দূর করে। ডিম খেলে শরীরের প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজের ঘাটতিও মিটে যায়। ফলে ভিতর থেকে তরতাজা হয়।

পালং শাক দারুণ পুষ্টিকর

পালং শাকে প্রচুর ভিটামিন সি এবং বিটা কেরোটিন আছে। কোলনের কোষকে রক্ষা করতে বিশেষ উপকারী এই শাক। মস্তিষ্কের কোষের কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে পালং শাক আমাদের স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। মাইগ্রেন, বাত প্রভৃতি অসুখের ডায়েটে পালং শাক রাখতে বলেন পুষ্টিবিদেরা। শরীরকে ভরপুর পুষ্টি ও শক্তি জোগায় পালং শাক।

আমন্ড খেয়ে দেখুন

একটু দামি হলেও শরীরকে শক্তি জোগাতে আমন্ডের জুড়ি মেলা ভার। সকালবেলা খালি পেটে ভেজানো বাদাম খাওয়ার অভ্যাস অনেকেরই আছে। ভিটামিন ই, ম্যাগনেশিয়াম এবং নানা ধরনের অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টে ভরপুর এই বাদাম, নানা রকম রোগ প্রতিহত করতে সাহায্য করে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টিবিদ্যা বিভাগের গবেষকদের করা একটি গবেষণা বলছে, কাঠবাদাম ভিজিয়ে রাখলে "লাইপেস" নামে একটি উপাদান নির্গত হয়। যা হজম ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। পাশাপাশি শরীরকে চাঙ্গা রাখে।

চিয়া বীজ

শরীরে জলের ঘাটতি পূরণ করতে চিয়া বীজ সিদ্ধহস্ত। এই বীজের মধ্যে থাকা খনিজ, ইলেক্ট্রোলাইটের সমতা বজায় রাখতেও সাহায্য করে। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, চিয়া বীজের মধ্যে রয়েছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড এবং উচ্চমানের ফাইবার, যা বিপাকহার বাড়িয়ে তুলতেও সাহায্য করে। চিয়া বীজ নিয়মিত খেলে শরীরে শক্তি হয়। অসুখবিসুখ দূরে থাকে।

ওটের উপকারিতা অনেক ওট খেলে দীর্ঘ সময় পেটে থাকে, তাই খাওয়াদাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে ওট। ফলে যাঁরা ওজন কমাতে চাইছেন, তাঁদের জন্য খুবই উপকারী। পাশাপাশি শরীরে খারাপ কোলেস্টেরল কমায়, হার্ট ভাল রাখে। এতে থাকে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, যা শরীরকে পুষ্টি ও শক্তি দুই-ই জোগায়।

মেদ ঝরাতে রোজ দৌড়বেন

যাঁরা নিয়মিত শরীরচর্চা করেন, তাঁদের কাছে দৌড় শরীরচর্চার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে ভারী শরীরচর্চা না করেও যাঁরা অতিরিক্ত ওজন ঝরিয়ে ফেলতে চান, তাঁদের জন্য দৌড় একটি ভাল পন্থা। মেদহীন ছিপছিপে শরীর পেতে হলে হালকা জগিং কিন্তু খুব একটা কাজের নয়। তার বদলে মিনিট দশেক দৌড়লে বেশি উপকার পাবেন।

ওজন ঝরাতে কাল থেকেই দৌড় শুরু করবেন? তার আগে দৌড়ের সময়ে কোন বিষয়গুলি মাথায় রাখবেন, সেটা জানা আছে কি?

১) শুরুতেই দৌড় নয়: প্রথমেই দৌড়তে শুরু করবেন না। তার আগে অবশ্যই "ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ" এবং "ওয়ার্মআপ" করতে হবে। না হলে হঠাৎ দৌড় শুরু করলে পেশিতে টান লাগতে পারে। চোট-আঘাতের আশঙ্কাও বেড়ে যায় অনেক খানি।

২) ঠিক জুতো বাছাই করুন: এমন জুতো পরে দৌড়বেন, যা এই ধরনের শরীরচর্চার জন্য আদর্শ। দরকারে আগে থেকে চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে নিতে পারেন। দৌড়ের সময়ে সঠিক জুতো না পরলে স্নায়ুর সমস্যা হতে পারে। তাই সাবধান!

৩) ভরা পেটে দৌড় নয়: সকালে হোক বা বিকেলে, ফিট থাকতে যে কোনও সময় দৌড়নো যায়। দৌড়নোর আগে অবশ্যই হালকা কিছু খেতে পারেন। কিন্তু ভরা পেটে কখনওই দৌড়নো উচিত নয়। কারণ, খাবার হজম করতে শরীর অনেকটা শক্তি খরচ করে। সে সময় দৌড়লে খাবার ঠিক করে হজম হয় না। অল্পতেই আপনি হাঁপিয়ে উঠতে পারেন। দৌড়নোর মাঝে খানিক ক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে অল্প অল্প করে জল খেতে পারেন। ৪) শরীরে যেন জলের ঘাটতি না হয়: দৌড়নোর মাঝে খানিক ক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে অল্প অল্প করে জল খেতে পারেন। গরমের সময় দৌড়লে প্রচুর ঘাম হয়। তাতে শরীর থেকে জল বেরিয়ে গিয়ে, শরীর শুকিয়ে গেলে মাথা ঘুরতে পারে। অসুস্থ হয়ে যেতে পারেন। তা ছাড়া শরীরে জলের ঘাটতি হলে "মাসল ক্র্যাম্প" হয়। তাই সতর্ক থাকতে হবে। ৫) গতি এক রাখুন: একটি নির্দিষ্ট গতিতে দৌড়ন। এক বার প্রচণ্ড জোরে দৌড়লাম, এক বার আস্তে! এ রকম করবেন না। হাঁপিয়ে গেলে বিশ্রাম নিয়ে তার পর দৌড়ন। না হলে শরীর গতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে না।

দাঁত মাজার পর ব্রাশের মুখে স্বচ্ছ ঢাকনা পরিয়ে রাখেন তো

স্নানঘরে তো রোগজীবাণুর অভাব নেই! তার উপর মাঝেমধ্যেই ছোট ছোট মাছি, আরশোলার উপদ্রব দেখা দেয়। তাই বেসিনের পাশে রাখা ব্রাশগুলি সুরক্ষিত রাখতে স্বচ্ছ ঢাকনা পরিয়ে রাখেন অনেকেই। দোকান থেকে কেনা অনেক সংস্থার ব্রাশেই এখন এই বিশেষ ঢাকনার ব্যবস্থা থাকে। আপাত ভাবে দেখতে নিরাপদ মনে হলেও তা কি দাঁত এবং মুখগহ্বরের স্বাস্থ্যের জন্য আদৌ ভাল?

দাঁতের চিকিৎসকেরা বলছেন, দাঁতের ফাঁকে জমে থাকা নোংরা চটচটে প্রকৃতির। তার উপর মুখের মধ্যে থাকা ব্যাক্টেরিয়া তো আছেই। ব্রাশ করার সময়ে সেই সব পদার্থ ব্রিসলের মধ্যে লেগে যায়। ব্রাশ ধোয়ার পরেও ব্যাক্টেরিয়া সেখানে থেকে যেতে পারে। ভিজে অবস্থায় ব্রিসলের মুখে ঢাকনা পরিয়ে রাখলে সেখানে ছত্রাক, ব্যাক্টেরিয়ার মতো পরজীবীরা সহজেই বাসা বাঁধতে পারে।

ব্রাশের ঢাকনার সঙ্গে মুখগহ্বরের সমস্যা কোথায়?

দাঁতের চিকিৎসকেরা বলছেন, ব্রাশ ধোয়ার পর ব্রিসল ভিজে অবস্থায় থাকাকালীন ঢাকনা পরিয়ে রাখলে তার মধ্যে সহজেই ব্যাক্টেরিয়া বাসা বাঁধতে পারে। সেই ব্রাশ দিয়ে পরবর্তী কালে আবার দাঁত মাজলে মুখগহ্বরের মধ্যে সেই ব্যাক্টেরিয়া চালান হয়ে যায়। ফলে ব্যাক্টেরিয়াঘটিত নানা রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে।

তা হলে কি ব্রাশে "কভার" বা ঢাকনা ব্যবহার করা অনুচিত?

চিকিৎসকেরা বলছেন, ব্রাশের মুখে যদি ঢাকনা পরিয়ে রাখতেই হয়, সে ক্ষেত্রে মেনে চলতে হবে কয়েকটি নিয়ম। দাঁত মাজার পর ব্রাশ ভাল করে ধুয়েমুছে নিতে হবে। তার পর খোলা হাওয়ায় বেশ কিছু ক্ষণ রেখে দিতে হবে, যাতে ব্রিসলসএকেবারে শুকনো হয়ে যায়। তার পর ব্রাশের মুখে ঢাকনা পরিয়ে রাখা যেতে পারে। কিন্তু সেই ঢাকনাটিও সঠিক ভাবে পরিষ্কার করা হচ্ছে কি না, সে দিকে খেয়াল রাখা জরুরি।

কম্পিউটারের বিভিন্ন সমস্যা

অফিসের ল্যাপটপে কাজ করতে সমস্যা হয়। তাই কয়েক মাসের পুরনো নিজের ল্যাপটপটি রোজ সঙ্গে করে অফিসে নিয়ে আসেন। কিন্তু ইদানীং সেটাও বেঁকে বসেছে। বছরখানেকও বয়স হয়নি, অথচ চালু হতে সময় নিচ্ছে ১০ মিনিট। ফলে কাজ শুরু করতেও দেরি হয়ে যাচ্ছে। ল্যাপটপ, ডেস্কটপ নিয়ে এই ধরনের সমস্যায় ভুগতে হয় অনেককেই।

তবে সমাধানও কিন্তু হাতের নাগালেই আছে। তার জন্য দরকার শুধু যন্ত্রের যত্ন। কোন দিকগুলিতে নজর দিলে যন্ত্র নিয়ে যন্ত্রণা পোহাতে হবে না?

তাপমাত্রা

সিপিইউ- এর উপর যে কুলার থাকে, সেখানে ধুলো জমে কুলিং-এর কাজে ব্যাঘাত ঘটায়। ফলে সিপিইউ থেকে তাপ কুলার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। এখন থেকে কম্পিউটার চালিয়ে "এইচডব্লু মনিটর" নামে একটি সফটওয়্যারর ব্যবহার করুন। মাঝেমাঝে দেখুন কম্পিউটারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কত। যদি দেখেন ৩৫-৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ ৭৫ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করছে, তা হলে চিন্তার কারণ নেই। আর যদি তাপমাত্রা বেড়ে যায়, তা হলে ভিতরের ধুলো পরিষ্কার করুন। তা হলে কম্পিউটার গরম হয়ে যাবে না।

হার্ড ডিস্ক

ল্যাপটপ চালু হতেই অনেক সময় নিচ্ছে? অথবা সামান্য একটা ফাইল খুলতে গেলে অনেক সময় লেগে যাচ্ছে? ভাল করে খেয়াল করে দেখুন, আপনার ল্যাপটপের হার্ড ডিস্কের স্পিড কত আরপিএম। যদি সেটা ৫,৪০০ রোটেশন প্রতি মিনিট হয়, তবে তা সাধারণ ৭,২০০ আরপিএম হার্ড ডিস্কের থেকে ধীর হবেই, কিছু করার নেই। এটা কেনার আগেই খেয়াল করবেন। কিন্তু আপনার যদি সাধারণ ৭,২০০ আরপিএম-এর হার্ড ডিস্ক আগের থেকে ধীর হয়ে যায়, সেটিকে ডিফ্র্যাগ করুন। এর ফলে যত তথ্য রয়েছে হার্ড ডিস্কে, সব একটা নির্দিষ্ট অংশে থাকবে, হার্ড ডিস্ক জুড়ে ছড়িয়ে থাকবে না, ফলে আপনি যখন কোনও ফাইল খুঁজবেন, অনেক তাড়াতাড়ি সেটি খুঁজে পাবেন, খুলে ব্যবহার করতে পারবেন।

সঠিক সময়ে আপডেট

সাধারণত কোনও আপডেট দেখলেই, সেটি পরে করব ভেবে আমরা অনেকেই ফেলে রাখি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এটি শুধু দরকারি তাই নয়, কম্পিউটারকে সুরক্ষিত রাখার জন্যেও এটি ভাল। উদাহরণস্বরূপ বলি, "ওয়ানাক্রাই" বেশি দিন আগের কথা নয়। এটি এমন এক ভাইরাস, যা আপনার কম্পিউটারকে "হ্যাক" করে এমন অবস্থায় রেখে দেবে, দাবি অনুযায়ী টাকা না দেওয়া অবধি, আপনি কিছু করতে পারবেন না ওই কম্পিউটারে। আপডেটগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোনও নতুন ফিচার বা পুরনো সমস্যা মেটানোর জন্যই, তাই আপনার প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারগুলি আপডেট করে রাখুন।

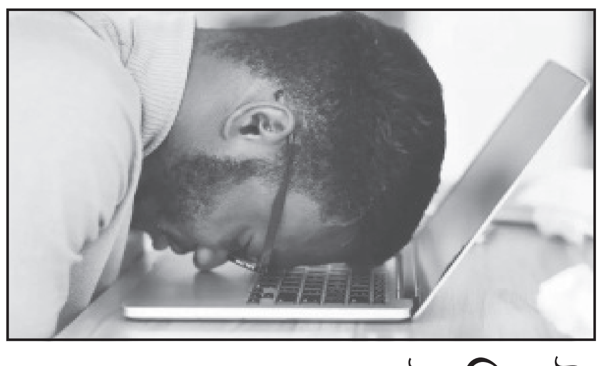

জলখাবারের দুধ-ওট দিয়েই ত্বকের পরিচর্যা করা যেতে পারে

জলখাবারে দুধ-কর্নফ্লেক্সের বদলে এখন অনেকেই দুধ-ওট খেয়ে থাকেন। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন, খনিজ এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টে সমৃদ্ধ এই খাবার শরীরের জন্য ভাল। কোষ্ঠ্যকাঠিন্য নিরাময়ে ওট দারুণ কাজের। যাঁরা ওজন নিয়ে সারা ক্ষণ চিন্তায় থাকেন, তাঁদের জন্য এই খাবার উপকারী।

তবে, অনেকেই হয়তো জানেন না, ওট বা ওটমিল দিয়ে কিন্তু ত্বকেরও যত্ন নেওয়া যায়।

ওটমিল বা ওটের গুঁড়োর মধ্যে রয়েছে বিশেষ ধরনের প্রোটিন এবং ভিটামিন ই, যা ত্বকের প্রদাহজনিত সমস্যা নিরাময়ে সাহায্য করে। ত্বকের আর্দতা বজায় রাখতেও এই জিনিসটি দারুণ কাজের। ত্বকের ধরন অনুযায়ী ওটের ব্যবহার কিন্তু আলাদা। কেউ স্নানের জলে মিশিয়ে নেন ওটমিল। আবার, কেউ ক্লিনজার হিসাবেও ব্যবহার করেন। ত্বকের ধরন অনুযায়ী কে কী ভাবে ওট ব্যবহার করবেন জেনে নিন।

স্নানের জলে কী ভাবে মেশাবেন ওটমিল?

ঈষদুষ্ণ জলে বেশ কিছুটা ওটমিল এবং কয়েক চা চামচ বেকিং সোডা মিশিয়ে নিন। কতটা পরিমাণ মেশাবেন, তা নির্ভর করবে স্নানের জলের পরিমাণের উপর। এ বার মিনিট পনেরো অপেক্ষা করুন। ত্বকের আর্দতা ধরে রাখতে এই টোটকা দারুণ কাজের।

ওটমিল দিয়ে তৈরি করে ফেলতে পারেন মাস্ক ত্বকে জমা মৃত কোষ দূর করতে, ত্বকের হারানো জেল্লা ফিরিয়ে আনতে এই মাস্ক দারুণ কাজের। এক কাপ দুধের মধ্যে দু'কাপ ওটমিল এবং মধু মিশিয়ে তৈরি করে নিন বিশেষ এই প্যাক। মিনিট পনেরো অপেক্ষা করুন। স্নানের আগে সারা গায়ে ভাল করে মেখে নিন। তার পর ঈষদুষ্ণ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

"এক্সফোলিয়েটর" হিসাবে ব্যবহার করা যায় ওটমিল

ভিতর থেকে ত্বকের জেল্লা ফুটিয়ে তুলতে সপ্তাহে অন্তত দু''বার এক্সফোলিয়েট করা জরুরি। বাজার থেকে কেনা এক্সফোলিয়েটর না মেখে ওটমিল দিয়েই তা বানিয়ে ফেলতে পারেন। ওটমিলের সঙ্গে মধু এবং সামান্য দুধ মিশিয়ে বানিয়ে ফেলুন এক্সফোলিয়েটর। হালকা হাতে মিনিট পাঁচেক ঘষে নিন। তার পর স্নান করে ফেলুন। দেহের উপর জমা মৃত কোষ, রোদে পোড়া দাগ সহজেই ফিকে হবে। শুষ্ক ত্বকের আর্দতা ধরে রাখতেও এই টোটকা বেশ কাজের।

তৈলাক্ত ত্বকের ক্লিনজার হিসাবে ব্যবহার করা যায় ওটমিল

সেবাম গ্রন্থির অতিরিক্ত সক্রিয়তার কারণে মুখ তেলতেলে হয়ে যায়। "অয়েল ফ্রি" ক্লিনজার কিন্তু বাড়িতেই বানিয়ে ফেলতে পারেন ওটমিল দিয়ে। আধ কাপ ফুটন্ত জলের সঙ্গে আধ কাপ ওটমিল ভাল করে মিশিয়ে নিন। মিনিট কুড়ি মুখে মেখে রাখুন। তার পর ঈষদুষ্ণ জলে ধুয়ে ফেলুন। অতিরিক্ত তেল নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তবে, ওটমিল রোজ ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। প্যাক, এক্সফোলিয়েটর বা স্নানের জল যে ভাবেই ওটমিল মাখুন না কেন, সপ্তাহে দু-তিন দিনের বেশি মাখার প্রয়োজন নেই।

সকালে খালি পেটে এক কাপ জোয়ানের জল খেলেই ওজন কমবে দ্রুত

ওজন কমাতে সকাল হলেই দৌড়চ্ছেন? খাওয়াদাওয়াও চলছে মেপে? তা হলে সকালে উঠে খালি পেটে এক গ্লাস জোয়ানের জল খেয়ে দেখুন। ওজম কমবে দ্রুত। ভাল হবে হজমও। জোয়ানের জলের উপকারিতা

১. জোয়ান বিপাকহার বৃদ্ধি করে। গবেষণায় জানা গিয়েছে এতে থাকা থাইমল "গ্যাস্ট্রিক জুস"-নামে উৎসেচকের ক্ষরণ বাড়িয়ে তুলতে পারে।

যার ফলে বিপাকহার দ্রুত হয়। বিপাকহার বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হল দ্রুত ক্যালোরি ক্ষয় হওয়া।

২. হজম ভাল হওয়ার জন্য খাওয়ার পর জোয়ান চিবিয়ে খেতে বলা হয়। বেশি খেলে অনেক সময় শরীরে অস্বস্তি হয়। পেট ফুলে যায়। উষ্ণ জলে নুন দিয়ে জোয়ান ভিজিয়ে খেলে সেই সমস্যার সমাধান হতে পারে।

৩. শরীরে জমা হওয়া টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থ বার করতে সাহায্য করে জোয়ানের জল। এর ফলে শরীর থাকে ঝরঝরে। গবেষণা বলছে, টক্সিন শরীর থেকে বেরিয়ে গেলে বিপাকহার বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি, হজমশক্তি বাড়ে। যা ওজন কমানোর জন্য জরুরি।

কী ভাবে তৈরি করবেন জোয়ানের জল? এক চামচ জোয়ান রাতভর ভিজিয়ে রাখতে হবে। সকালে জলটা ভাল করে ফুটিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। ঈষদুষ্ণ তাপমাত্রায় জোয়ানের জল খেলে ফল মিলবে ভাল।

শরীরের অন্দর হোক বা বাহির ঘিয়ের ব্যবহার সর্বত্র

শরীরের অন্দর হোক বা বাহির ঘিয়ের ব্যবহার সর্বত্র। নানা রকম পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ ঘি হজমশক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। আবার, ত্বকের জেল্লা ধরে রাখতেও ঘিয়ের ভূমিকা রয়েছে। খাঁটি গরুর দুধের ঘিয়ে রয়েছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন, ফ্যাটি অ্যাসিড এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। ত্বক এবং চুলের যত্নে কী কী ভাবে ঘি ব্যবহার করা যায়, জানেন?

১) ময়েশ্চারাইজার-ত্বকের আর্দতা বজায় রাখতে ঘি মাখেন অনেকে। ঘিয়ের মধ্যে রয়েছে ফ্যাটি অ্যাসিড। যা সহজে ত্বককে শুষ্ক হতে দেয় না।

২) লিপ বাম

গরমকালেও ঠোঁট ফাটতে পারে। শরীরে জলের অভাব হলে অনেক সময়ে ঠোঁট ফাটে। বাজার থেকে কেনা বাম ব্যবহার না করে ঘি মাখতে পারেন।

৩) কন্ডিশনার-শ্যাম্পু করার আগে মাথার তালু এবং চুলের ডগায় হালকা গরম ঘি মাখতে পারেন। মাথার ত্বকের আর্দতা বজায় রাখার পাশাপাশি চুলের ডগা ফাটার সমস্যা রোধ করতেও সাহায্য করে এই উপাদান।

৪) ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখে-ঘিয়ের মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। যা সহজে ত্বক বুড়িয়ে যেতে দেয় না। বাজার থেকে দাম দিয়ে অ্যান্টি-রিঙ্কল ক্রিম না কিনে ঘি মাখতে পারেন। মুখে বলিরেখা পড়বে না।

৫) চোখের কালি তুলতে-চোখের তলার কালি, ফোলা ভাব দূর করতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে রোজ সামান্য ঘি মাখতে পারেন। চোখের চারপাশে বলিরেখা পড়ার প্রবণতাও রুখে দিতে পারে এই উপাদান। ৬) কিউটিকল ক্রিম-নখের চারপাশ থেকে সমানে ছাল উঠছে। সালোঁয় গিয়ে ম্যানিকিয়োর করলে নখের ধারে কিউটিকল অয়েল মাখিয়ে দেওয়া হয়। দোকান থেকে সেই অয়েল না কিনে নখের চারপাশে ঘি মাখতে পারেন।

৭) ফাটা গোড়ালির জন্য-শুধু শীতকাল নয়, সারা বছরই শুষ্ক, ফাটা গোড়ালির সমস্যা। বাজার চলতি "ক্র্যাক ক্রিম" যদি কাজে না আসে, শোয়ার আগে পায়ে ঘি মেখে দেখতে পারেন।

হার্ট ভাল রাখার সহজ পন্থা হতে পারে প্রাণায়াম

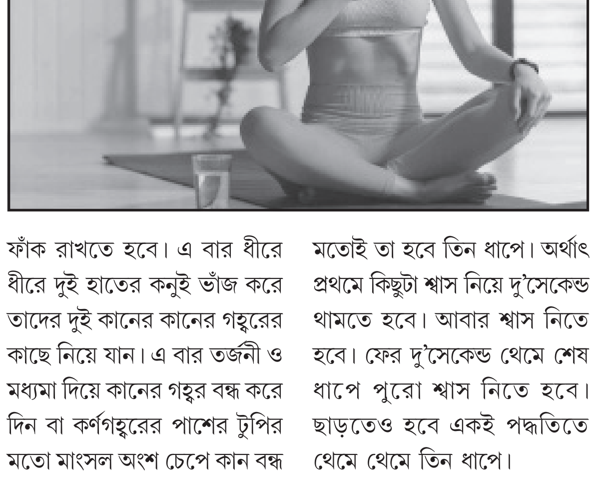

ব্যস্ত জীবনের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সমানে হাঁপিয়ে উঠছেন। ঘরে-বাইরে কাজের চাপ! প্রাণ ভরে বাতাসটুকু নিতে দিচ্ছে না। অল্প বয়সে নানা রকম জটিল রোগ বাসা বাঁধছে শরীরে। উচ্চ রক্তচাপ! তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত ওষুধও খেতে হয়। রক্তচাপ বশে রাখতে না পারলেই বিপদ। হার্টের উপর ক্রমাগত চাপ বাড়তে থাকে। যোগাসন বা জিমে গিয়ে শরীরচর্চা করার সময় নেই। প্রশিক্ষকেরা বলছেন, কাজ থেকে বাড়ি ফিরে কিছুটা সময় প্রাণায়াম করতে পারলেও কিন্তু শরীরে রক্ত চলাচল ভাল হয়। হার্ট ভাল রাখতেও প্রাণায়াম করা জরুরি।

কোন তিন প্রাণায়াম হার্ট ভাল রাখতে সাহায্য করে? ১) ভ্রামরী-ভ্রামরী প্রাণায়াম আসলে মনকে শান্ত রাখতে সাহায্য করে। শব্দের কম্পন স্নায়ুর উত্তেজনা প্রশমন করে। রাগ, দুশ্চিন্তা ও অনিদ্রা দূর হয় এবং রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণে থাকে। শরীরের কোষকলাকে পুনরুজ্জীবিত করতে ভ্রামরী প্রাণায়ামের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

কী ভাবে করবেন? আরামদায়ক ভাবে পদ্মাসন বা সিদ্ধাসনে বসুন। হাত দু''টিকে চিন বা জ্ঞান মুদ্রায় (বুড়ো আঙুল ও তর্জনী জুড়ে হাতের তালুকে আকাশের দিকে রাখা হল জ্ঞান মুদ্রা, ওই ভাবেই নীচের দিকে রাখলে তা হল চিন মুদ্রা) দুই হাঁটুর উপর রাখুন। সোজা হয়ে বসে চোখ বন্ধ করে আরামদায়ক অবস্থায় রাখুন পুরো শরীরকে। এই প্রাণায়ামের সময় দুই ঠোঁট জোড়া অবস্থায় রাখলেও মুখের ভিতর দাঁতের দুই পাটির মাঝে সামান্য ফাঁক রাখতে হবে। এ বার ধীরে ধীরে দুই হাতের কনুই ভাঁজ করে তাদের দুই কানের কানের গহ্বরের কাছে নিয়ে যান। এ বার তর্জনী ও মধ্যমা দিয়ে কানের গহ্বর বন্ধ করে দিন বা কর্ণগহ্বরের পাশের টুপির মতো মাংসল অংশ চেপে কান বন্ধ ধরুন। তবে কোনও ভাবেই কানের ভিতরে কোনও আঙুল প্রবেশ করানো যাবে না।

২) অনুলোম-বিলোম

অনুলোমের ক্ষেত্রে এক দিকের নাক বন্ধ থাকবে। প্রথমে ডান দিকের নাকের ছিদ্র চেপে ধরে, বাঁ দিক দিয়ে শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার কাজ করতে হবে। পরে বাঁ দিকের নাকের ছিদ্র চেপে ধরে, ডান দিক দিয়ে শ্বাস গ্রহণ ও বর্জনের অভ্যাস করতে হবে। এই প্রাণায়ামে শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হবে হবে তিন ধাপে। প্রথমে কিছুটা শ্বাস নিয়ে দু' সেকেণ্ড থেমে ফের শ্বাস নিতে হবে, তার পর আবার দু'সেকেণ্ড থেমে পুরো শ্বাস গ্রহণ করতে হবে। শ্বাস ছাড়ার সময়ও বজায় রাখতে হবে এই নিয়ম। বিলোমের বেলায় দুই নাক দিয়েই একই সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই শ্বাস নেওয়া প্রয়োজন। তবে অনুলোমের মতোই তা হবে তিন ধাপে। অর্থাৎ প্রথমে কিছুটা শ্বাস নিয়ে দু'সেকেন্ড থামতে হবে। আবার শ্বাস নিতে হবে। ফের দু'সেকেন্ড থেমে শেষ ধাপে পুরো শ্বাস নিতে হবে। ছাড়তেও হবে একই পদ্ধতিতে থেমে থেমে তিন ধাপে।

৩) কপালভাতি- আরামদায়ক কোনও একটি আসনের ভঙ্গিতে বসুন, তা পদ্মাসন, বজ্রাসন বা সুখাসনও হতে পারে। মাথা ও মেরুদণ্ড সোজা রাখুন। দুই হাতকে জ্ঞান বা চিন মুদ্রার ভঙ্গিতে (বুড়ো আঙুল ও তর্জনী জুড়ে হাতের তালুকে আকাশের দিকে রাখা হল জ্ঞান মুদ্রা, ওই ভাবেই নীচের দিকে রাখলে তা চিন) রাখুন।

চোখ বন্ধ করে আরামদায়ক অবস্থায় রাখুন গোটা শরীর। স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে শ্বাস নিন। শ্বাস ছাড়ার সময় পেটের পেশির উপর চাপ দিতে হবে। দ্রুত শ্বাস নিতে ও ছাড়তে হয়। এই ভাবে বার দশেক দ্রুত লয়ে এই পদ্ধতি অভ্যাসের পর মিনিট দুই স্বাভাবিক লয়ে শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার কাজ সারুন। সবে সবে শুরু করলে প্রতি দশ বারে একটি সেট করুন। পাঁচটি সেটে সম্পূর্ণ হয় এই প্রাণায়ামের অভ্যাস।

পরিযায়ী শ্রমিককে অপহরণের অভিযোগ ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ! দুঃশ্চিন্তায় পরিবার

মালদা, ২৭ জুন (হি.স.): পারিশ্রমিকের পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে অপহরণের শিকার পুরাতন মালদার এক পরিযায়ী শ্রমিক। অপহরণের অভিযোগ উঠল ভিন রাজ্যে শ্রমিক নিয়ে সরবরাহের কালিয়াচকের এক ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। মুক্তিপণ হিসেবে ৫৩ হাজার টাকা দাবি। সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে গতকাল মালদা থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ অপহরণের অভিযোগ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে বলে অভিযোগ। অসহায় ওই পরিবার এখন সঠিক তদন্তের দাবিতে কি করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। পুলিশের এই আচরণে ওই পরিবারের সকলে ক্ষুব্ধ।

ঘটনাক্রমে জানা গেছে, বিগত এক বছর আগে পুরাতন মালদার ভাবুক অঞ্চলের মহাজীবনগর এলাকার দম্পতি গোকুল লহরা ও যশোদা লহরা বেঙ্গালুরুতে শ্রমিকের কাজে ওই ঠিকাদারের সাথে যান। কিন্তু পারিশ্রমিক বাবদ ২৫ হাজার টাকা সেই ঠিকাদারের কাছ থেকে পান। কিন্তু এক বছর পার হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত সে পাওনা টাকা পাইনি। গত মঙ্গলবার সেই টাকা নেওয়ার জন্য অভিযুক্ত ওই ঠিকাদার পুরাতন মালদার নারায়ণপুর এলাকায় পরিয়ায়ী শ্রমিক গোকুল লহরাকে সেখান থেকে অপহরণ করে বলে অভিযোগ। সেদিন রাতেই মুক্তিপণ হিসেবে একটি ফোন আসে পরিবারে এবং ৫৩ হাজার টাকা দাবি করে বলে অভিযোগ। এমতাবস্থায় গত বুধবার সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে মালদা থানায় দারস্ত হলে পুলিশ ও অপহরণের অভিযোগ গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ।

জমি দখল কাণ্ডে গ্রেফতার দাপুটে তৃণমূল নেতা দেবাশিস প্রামাণিক

শিলিগুড়ি, ২৭ জুন (হি.স.): ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেতা তথা দলের ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি ব্লক সভাপতি দেবাশিস প্রামাণিককে গ্রেফতার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। আমবাড়ি ফাঁড়ি এলাকার পাঘালুপাড়ার বাসিন্দা জনৈক বিমল রায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয় এই নেতাকে। জানা গিয়েছে, দেবাশিসের বিরুদ্ধে জমি দখল, নথি বিকৃত করা, মারধর, খুনের চেষ্টা, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে। বুধবার সকাল ১০টা থেকে তাঁকে জেরা করে পুলিশ ও শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ। পরে তাঁকে গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই মুহূর্তে শিলিগুড়ি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে দেবাশিসকে। সেখানে প্রচুর তৃণমূল কর্মী সমর্থকর জমায়েত করে। পরে থানা থেকে বের করে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য দেবাশিস প্রামাণিককে শিলিগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ।

গতকালই নবান্নে পুরসভাগুলিকে নিয়ে এক বৈঠকে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকায় জমি দখল নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে উপস্থিত শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবকে রীতিমতো ভর্ৎসনা করেন তিনি। কোনও ভাবেই জমি দখলের ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না বলে জানিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরই দেবাশিস প্রামাণিককে গ্রেফতার করা হয়।

একসময় কংগ্রেস করলেও পরে তৃণমূলে যোগ দেন দেবাশিস প্রামাণিক। ফুলবাড়ি এলাকায় তাঁর প্রাসাদোপম বাড়িও রয়েছে। বিভিন্ন সময় দেবাশিসের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠলেও সেই সব নিয়ে থানা-পুলিশ করার খুব একটা সাহস দেখাননি কেউ। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা থেকে জিতে ২০১১ সালে বিধায়ক হয়েছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। পরে গৌতম দেবের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন দেবাশিস। ২০১৮ সালে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্যও হন। ওই এলাকায় তৃণমূলের সংগঠনে কার্যত তিনিই ছিলেন শেষ কথা। কিন্তু ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে পঞ্চায়েত নির্বাচন, বিধানসভা ও লোকসভা সবেতেই ধারাবাহিকভাবে ফল খারাপ হয় তৃণমূলের। লাগোয়া শিলিগুড়িতেও ফল ভাল হয়নি। দলের তদন্তে উঠে আসে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকায় জমির কারবার মাত্রাছাড়া হয়ে পড়েছিল। যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন তৃণমূলের বহু নেতা-কর্মী। সম্প্রতি শিলিগুড়ি সেবক রোডে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের জমি দখলের অভিযোগ প্রকাশ্যে আসে। যার জন্যও মুখ পোড়ে তৃণমূলের। তাই নবান্নের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো একদিকে যেমন বেআইনি দখলদার উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়েছে, অন্য দিকে জমির কারবার বন্ধেও পদক্ষেপ শুরু করা হয়েছে।

৩০ জুন পর্যন্ত উত্তরাখণ্ডে প্রবল বর্ষণের সম্ভাবনা, বৃষ্টিতে ভিজল রাজধানী দিল্লি

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন (হি.স.): অস্বস্তিকর গরমে পর এবার স্বস্তি ফেরার অপেক্ষা। বৃহস্পতিবার সকালে স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজল রাজধানী দিল্লি।

দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলের নানা অংশে বৃহস্পতিবার সকালে বৃষ্টিপাত হয়েছে। বৃষ্টি হয়েছে আর কে পুরম, রাও তুলারাম মার্গ, সরিতা বিহার প্রভৃতি এলাকায়। এমতাবস্থায় ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, হরিয়ানা, চণ্ডীগড় এবং দিল্লিতে আগামী কিছু দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, ২৮ থেকে ৩০ জুন ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

আইএমডি আরও জানিয়েছে, ২৮ ও ২৯ জুন পূর্ব ও পশ্চিম উত্তর প্রদেশে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি ২৮ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে পাহাড়ি রাজ্য উত্তরাখণ্ডেও। আইএমডি জানিয়েছে, গোয়াতেও ৩০ জুন পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তর-পূর্বের রাজ্য অসম ও মেঘালয়েও ৩০ জুন পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

জরুরি অবস্থা ভারতের ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায় : সুকান্ত মজুমদার

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন (হি.স.): জরুরি অবস্থা নিয়ে কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেছেন, জরুরি অবস্থা ভারতের ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায়। সুকান্ত বলেছেন, জরুরি অবস্থা থেকে পালাতে পারে না কংগ্রেস। জরুরি অবস্থা নিয়ে বুধবারই কংগ্রেসের সমালোচনা করেছে বিজেপি। এনডিএ নেতারা সংসদের বাইরে বিক্ষোভও দেখান। এই ইস্যুতে কংগ্রেস নীরব থাকলেও, বিজেপি আক্রমণ শানাচ্ছে। বৃহস্পতিবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, জরুরি অবস্থা ভারতের ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায়। এর থেকে পালাতে পারে না কংগ্রেস।

৬ দশক পর পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দেশে স্থিতিশীল সরকার গঠিত হয়েছে : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন (হি.স.): প্রায় ৬ দশক পর পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দেশে স্থিতিশীল সরকার গঠিত হয়েছে। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বৃহস্পতিবার সংসদের উভয়কক্ষের যৌথ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, ""'জনগণ তৃতীয়বারের মতো এই সরকারের ওপর আস্থা রেখেছে। জনগণ জানেন, শুধুমাত্র এই সরকারই তাঁদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে।'

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আরও বলেছেন, 'অষ্টাদশ এই লোকসভা বিভিন্ন দিক থেকে একটি ঐতিহাসিক লোকসভা। এই লোকসভা অমৃতকালের প্রথম দিকে গঠিত হয়েছিল। এই লোকসভাও দেশের সংবিধান গৃহীত হওয়ার ৫৬ তম বর্ষের সাক্ষী হবে... আসন্ন অধিবেশনে, এই সরকার এই মেয়াদের প্রথম বাজেট পেশ করতে চলেছে। এই বাজেট হবে সরকারের সুদূরপ্রসারী নীতি ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টির একটি কার্যকর দলিল। বড় অর্থনৈতিক ও সামাজিক সিদ্ধান্তের পাশাপাশি অনেক ঐতিহাসিক পদক্ষেপও দেখা যাবে এই বাজেটে।'

লোকসভা নির্বাচন সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য নির্বাচন কমিশনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেছেন, 'কোটি কোটি দেশবাসীর পক্ষ থেকে আমি ভারতের নির্বাচন কমিশনকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। এই নির্বাচন ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় নির্বাচন...জম্মু ও কাশ্মীরে ভোটের কয়েক দশকের রেকর্ড ভেঙে গিয়েছে। গত ৪ দশক ধরে কাশ্মীরে বনধ এবং ধর্মঘটের জন্য কম ভোট পড়েছে। ভারতের শত্রুরা এটিকে কাশ্মীরের মতামত বলে আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রচার করেছে। কিন্তু এবার কাশ্মীর উপত্যকা এই সমস্ত শক্তিকে উপযুক্ত জবাব দিয়েছে।'

বর্ষাকালে দেখা নেই বৃষ্টির, ঘর্মাক্ত গরমে নাজেহাল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গ

কলকাতা, ২৭ জুন (হি.স.): নামেই বর্ষাকাল, অথচ বৃষ্টির দেখা নেই। উল্টে ঘর্মাক্ত গরমে নাজেহাল অবস্থা কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে। বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও, সেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে না। আর্দতাজনিত অস্বস্তি কাহিল করে ছাড়ছে জেলা তথা শহরবাসীকে। বাড়ছে তাপমাত্রার পারদ। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বেড়ে ২৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৪ ডিগ্রি বেশি।

দক্ষিণবঙ্গে যেখানে শুষ্ক আবহাওয়া, অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে লাগাতার বৃষ্টি থেকে বিরাম নেই এখনও। ফের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ৩০ জুন অবধি উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পঙ, কোচবিহার-সহ বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে।

উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে রামপুরহাটে ধুন্ধুমার, কান্নায় ভেঙে পড়লেন ব্যবসায়ীরা

রামপুরহাট, ২৭ জুন (হি.স.): অবৈধ উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে বীরভূমের রামপুরহাটে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি। সাজানো দোকান ভেঙে পড়তেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন ব্যবসায়ীরা। বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন রামপুরহাটের ১৭ এবং ৩ নম্বর ওয়ার্ডের অস্থায়ী ব্যবসায়ীরা। বৃহস্পতিবার সকাল তখন সাড়ে সাতটা হবে, রামপুরহাটের ফুড পার্কে বুলডোজার নিয়ে জবরদখল উচ্ছেদে নামে স্থানীয় প্রশাসন। রামপুরহাট পুরসভার অন্তর্গত ১৭ এবং তিন নম্বর ওয়ার্ডে এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাটের মহকুমা শাসক সৌরভ পাণ্ডে, রামপুরহাট পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন ভকত এবং রামপুরহাট থানার আইসি-সহ পুলিশবাহিনী।প্রশাসনের তরফে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে উচ্ছেদ অভিযানে যাওয়ার সময়ই ওই ওয়ার্ডের সিপিএম কাউন্সিলর এবং কয়েক জন ব্যবসায়ীর সঙ্গে বচসা বাধে পুলিশের। ধাক্কাধাক্কিও হয়। অনেকেই কেঁদে ফেলেন। পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা নিরুপায় হয়ে দেখতে থাকেন।

১৯ বছরের হিসেব মিটিয়ে দেওয়ার দিন ভারতের

কলকাতা, ২৭ জুন (হি. স.): ১১ বছর ভারত কোনও ট্রফি পাইনি। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ও ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে জিতে ট্রফি জয়ের সে সুযোগ এসেছিল ভারতের সামনে। কিন্তু ভারতকে দুইবারই হারিয়ে ট্রফি পেতে দেয়নি অস্ট্রেলিয়া। এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইট থেকে অস্ট্রেলিয়াকে বিদায় করে দিয়ে সে ক্ষোভ মিটিয়েছেন রোহিত শর্মারা। বৃহস্পতিবার ইংল্যান্ডের সঙ্গে পুরোনো হিসাব মিটিয়ে দিতে চায় ভারত। কারণ ২০২২ সালে অ্যাডিলেডে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ইংল্যান্ড ভারতকে হারিয়েছিল ১০ উইকেটে। এবার গায়ানায় তা মিটিয়ে দেবার পালা রোহিতদের। বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় রাত ৮টায় গায়ানার প্রোভিডেন্স স্টেডিয়ামে হাইভোল্টেজ এই সেমিফাইনালে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড মুখোমুখি হবে টি-টোয়েন্টি এক নম্বর দল ভারতের সঙ্গে। এই ম্যাচের বিজয়ী দল ২৯ জুন ফাইনালে মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে।এদিন দক্ষিণ আফ্রিকা ৯ উইকেটে হারালো আফগানিস্তানকে।

গায়ানায় বৃহস্পতিবার ম্যাচের সময় বৃষ্টির সম্ভাবনা ৮৮ শতাংশ। বৃষ্টি হলে হবে ১০ ওভারের ম্যাচ। তার জন্য অতিরিক্ত ২৫০ মিনিট অপেক্ষা করা হবে। আর তাতেও খেলা না হলে সুপার এইটে ইংল্যান্ডের থেকে বেশি ম্যাচ জেতা জন্য ফাইনালে চলে যাবে ভারত। তবে ম্যাচ জমবে। বাটলারকে সামলাতে হবে ভারতীয় বোলিংয়ের মারণাস্ত্র জাসপ্রিত বুমরাকে। ছয় ম্যাচে ওভারপ্রতি মাত্র ৪.১ রান দিয়ে ১১ উইকেট নিয়েছেন বুমরা। আর রোহিতকে সামলাতে হবে ইংলিশ পেসার জফরা আর্চারের গতির ঝড়কে।

তবে এবার ভারতকে সমীহ করছেন বাটলার। বাটলারের মতে, 'অ্যাডিলেডের সেই ম্যাচটি আমার জন্য অন্যতম সেরা ম্যাচ ছিল। কিন্তু এবার আমরা ভিন্ন এক ভারতের সঙ্গে খেলব। এটা রোহিত শর্মার ভারত। ২০২২ বিশ্বকাপে খারাপ ভাবে হেরে বিদায়ের পর তাদের মানসিকতা বদলে গেছে। তারা এবার ভয়ংকর দল।'

নিজের বাড়িতেই খুন ইসিএলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী, তদন্তে পুলিশ

দুর্গাপুর, ২৭ জুন (হি.স.): নিজের নির্মীয়মান বাড়ি থেকে উদ্ধার হল দুর্গাপুর অবসরপ্রাপ্ত ইসিএল কর্মীর মৃতদেহ। বুধবার রাতে পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর- ফরিদপুর ব্লকের কালিপুরে ঘটনাটি ঘটে। ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃতের নাম পূর্ণচন্দ্র ঘোষ (৬২)। তাঁকে গুলি করে খুন করা হয়েছে বলে অনুমান পরিবারের। মাথার পিছনে গভীর ক্ষত রয়েছে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, তিনি সপরিবারে থাকতেন ঝাঁঝড়া কোলিয়ারি আবাসনে।

কালিপুর গ্রামে জায়গা কিনে বাড়ি নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন। প্রতিদিন তিনি সেখানে আসতেন। কাজের দেখভাল করতেন। গাঁথনিতে জল দিতেন। বুধবার সন্ধ্যেয় পূর্ণচন্দ্র নির্মীয়মান বাড়ির ছাদে জল দিতে উঠেছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। তখনই ঘটনাটি ঘটে।

মৃতের ছেলে জানান, বাড়ি ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে বাবাকে ফোন করেন। ফোন বন্ধ ছিল। এরপর তিনি পরিজদনদের নিয়ে চলে আসেন কালিপুরের নির্মীয়মান বাড়িতে। ছাদে উঠে বাবাকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। মাথার পিছনে গভীর ক্ষত ছিল। দ্রুত তাঁকে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের সোনার হার, আংটি, মানিব্যাগ, মোবাইল পাওয়া যায়নি। মাথার পিছনের ক্ষত দেখে পরিবারের প্রাথমিক অনুমান, তাঁকে গুলি করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে পৌঁছয় ফরিদপুর (লাউদোহা) থানার পুলিশ। কী কারণে এই ঘটনা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সুস্থ হলেন অতিশী, লোকনায়ক জয়প্রকাশ হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলেন দিল্লির জলমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন (হি.স.): খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন দিল্লির জলমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেত্রী অতিশী, তবে এখনও নিজের পায়ে সেভাবে হাঁটতে পারছেন না। শরীরে রয়েছে ক্লান্তি। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির লোকনায়ক জয়প্রকাশ হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে অতিশী মারলেনাকে। হুইল চেয়ারে হাসপাতালের বাইরে বেরিয়ে আসেন তিনি। তারপর হুইল চেয়ার থেকে উঠে ধীরে ধীরে গাড়িতে গিয়ে বসেন। দিল্লিতে জলের সঙ্কট ও হরিয়ানা থেকে জল সরবরাহ ইস্যুতে অনশনে বসেছিলেন অতিশী। অনশনের চার দিনের মাথায় অসুস্থ হয়ে পড়েন দিল্লির মন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি-র নেত্রী অতিশী মারলেনা। ২৫ জুনগভীর রাতে তাঁকে দিল্লির লোকনায়ক জয়প্রকাশ (এলএনজেপি) হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সুস্থ হয়ে ওঠায় বৃহস্পতিবার হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

হাওড়ার লিলুয়ায় গ্যাস থেকে আগুন স্কুলে, দুই শিক্ষিকা গুরুতর জখম

হাওড়া, ২৭ জুন (হি.স.): হাওড়ার লিলুয়ায় মিড ডে মিলের রান্না করতে গিয়ে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুন ছড়াল স্কুলে। গুরুতর জখম হয়েছেন দুই শিক্ষিকা। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে লিলুয়ার সারদামণি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বৃহস্পতিবার সকালে প্রাথমিক স্কুলে যখন প্রার্থনা হচ্ছিল, সেই সময় শব্দ শোনা যায়। তার পরই দেখা যায় স্কুলের রান্নাঘরে আগুন জ্বলছে।

স্কুলের শিক্ষকের কেউ কেউ দৌড়ে সেখানে গিয়ে দেখেন, প্রধান শিক্ষিকা তাপসী গোস্বামী এবং সহ শিক্ষিকা এমিলি সাহা অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় ছটফট করছেন। স্কুলের অন্য শিক্ষিকেরা এবং স্থানীয় মানুষজন ছুটে এসে তাঁদের উদ্ধার করেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশ এবং দমকলে। দমকল কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। গুরুতর জখম অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ দুই শিক্ষিকাকে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

এইমস-এ চিকিৎসাধীন এল কে আডবাণী, স্থিতিশীল রয়েছেন বর্ষীয়ান এই নেতা

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন (হি.স.): আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়লেন প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণী। তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে দিল্লির এইমস-এ। বৃহস্পতিবার অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (এইমস)-এ ভর্তি করা হয়েছে লালকৃষ্ণ আডবাণীকে। তিনি এখন স্থিতিশীল রয়েছেন বলেই জানা গিয়েছে।

বিষমদ কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের দাবিতে অনড় পালানিস্বামী, অনশনে বসলেন বিরোধী দলনেতা

চেন্নাই, ২৭ জুন (হি.স.): তামিলনাড়ুর কাল্লাকুরুচি জেলায় বিষমদ কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের দাবিতেই অনড় রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা ই কে পালানিস্বামী। সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে অনশনে বসলেন তিনি। বিষমদ কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের দাবিতে এদিন সকালে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে অনশনে বসেছেন পালানিস্বামী।

এআইএডিএমকে নেতা সি বিজয়ভাস্কর বলেছেন, বিধানসভায় আমরা কথা বলতে পারছি না, এই ঘটনার মূল খুঁজে বের করতে হবে। এ জন্য সিবিআই একমাত্র এজেন্সি, আমরা সিবিআই তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।' ডি জয়কুমার বলেছেব, 'বিষমদ কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের দাবি জানাচ্ছি আমরা, সিবিআই-এর হাতে তদন্তভার তুলে না দেওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে। গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে, বিধানসভায় আমাদের কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না।'

নিয়োগ মামলার তদন্তে তৎপর সিবিআই, এবার বিধায়ক তাপস ঘনিষ্ঠ নেত্রীকে তলব

কলকাতা, ২৭ জুন (হি.স.): নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে আবারও তৎপর হয়ে উঠেছে সিবিআই, এবার এই দুর্নীতির তদন্তে সিবিআই ডেকে পাঠাল তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী ইতি সরকারকে। নদিয়া জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ইতি। নদিয়া জেলার তেহট্টের তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহার ঘনিষ্ঠ হিসাবেও পরিচিত তাঁর।

তাপসকে আগেই বেশ কয়েক বার নিয়োগ মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিবিআই। তাঁর বাড়িতে চালানো হয়েছে তল্লাশিও। বৃহস্পতিবার তাঁর 'ঘনিষ্ঠ' বলে পরিচিত ইতিকেও সমন পাঠিয়েছে সিবিআই। এর আগে গত শুক্রবারই তাপসকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল নিজাম প্যালেসে সিবিআই দফতরে। সেই দিন তাপসের কণ্ঠস্বরের নমুনাও সংগ্রহ করে সিবিআই। তার সাত দিনের মধ্যেই ইতি-কে ডেকে পাঠালো সিবিআই।

কেজরিওয়ালকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ এএপি-র, সিবিআই-কে অপব্যবহারের অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন (হি.স.): আবগারি মামলায় ইডি-র পর দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (এএপি)-র জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। সিবিআই-এর হাতে কেজরিওয়াল গ্রেফতার হতেই ক্ষোভে ফুঁসছে তাঁর দল আম আদমি পার্টি। এবার সিবিআই-এর বিরুদ্ধে অপব্যবহারের অভিযোগ এনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল কেজরির দল এএপি।

এএপি সাংসদ সঞ্জয় সিং, সন্দীপ পাঠক এবং দলের অন্যান্য নেতারা সিবিআই-র যাতে কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার এবং কেন্দ্রীয় সংস্থার অপব্যবহারের অভিযোগ তুলে সংসদের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এএপি সাংসদ সঞ্জয় সিং বলেছেন, 'যখন সুপ্রিম কোর্টে তাঁর জামিন মঞ্জুর হওয়ার কথা ছিল, যখন সুপ্রিম কোর্ট থেকে তাঁর মুক্তির সমস্ত সম্ভাবনা ছিল, সেই সময়ে কেজরিওয়ালকে সিবিআই গ্রেফতার করেছে, তাই আমি মনে করি এটি স্বৈরাচারের একটি খুব বড় উদাহরণ। তদন্তকারী সংস্থাগুলির অপব্যবহার নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কথা বলা উচিত, এসব বন্ধ হওয়া উচিত এবং অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে মুক্তি দেওয়া উচিত।'

বিদ্যুৎ দফতরের ভুল ! হাসনাবাদে গ্রাহকদের লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি

হাসনাবাদ, ২৭ জুন (হি.স.): বিদুৎ দফতরের কর্মীদের গাফিলতিতে হাসনাবাদ প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ টি বাড়ির বৈদ্যুতিক সামগ্রী নষ্ট হয়ে গেল। বুধবার রাতে হাসনাবাদ থানার বিশপুর অঞ্চলের দুর্গাপুর খলিশাখালী অঞ্চলে এই ঘটনা ঘটে। বাড়ির ইলেকট্রিক সরঞ্জাম-সহ বাড়ির গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। টিভি, ফ্রিজ, ফ্যান, মোবাইল ফোন বাড়ির গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র,সহ সরঞ্জামের ক্ষতিপূরণের দাবি তোলেন তাঁরা। আর এই দাবিতে রাতেই রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। সন্ধ্যের পর কাজ শেষ করে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতেই হাই ভোল্টেজের জেরে এলাকায় ওই ঘটনা ঘটে। আতঙ্কে বাসিন্দারা বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। সারারাত এলাকায় বিদুৎ সংযোগ বন্ধ থাকে। ভ্যাপসা গরমে বাসিন্দাদের চরম সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। বাসিন্দাদের অভিযোগ, সমস্যার কথা নিয়ে একাধিকবার হিঙ্গলগঞ্জ বিদ্যুৎ দফতরের যোগাযোগ করা হলেও কোনও সুরহা হয়নি। গ্রামবাসীদের আরও দাবি, যত সময় পর্যন্ত আমাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা বিদ্যুৎ দফতর না করবে তত সময় পর্যন্ত আমরা বৃহত্তর আন্দোলন চালিয়ে যাব।

বৃষ্টিতে স্বস্তি রাজধানীতে, কেরলে বন্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন (হি. স.): একটানা তীব্র তাপপ্রবাহ থেকে মিলল রেহাই। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে তুমুল বৃষ্টি দিল্লিতে। ফলে সামান্য কমলো তাপমাত্রা। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার দিনভর মাঝারি থেকে ভারি বৃষ্টি হবে দিল্লিতে। চলতি সপ্তাহের শেষেই বর্ষা প্রবেশ করতে পারে দিল্লিতে। সেক্ষেত্রে তাপপ্রবাহ থেকে রাজধানীর বাসিন্দারা রেহাই পেতে পারেন। জুলাইয়ের শুরুতেই উত্তর ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে বর্ষা ঢোকার সম্ভাবনা রয়েছে।

অন্যদিকে ভারি থেকে অতি ভারি বৃষ্টির কারণে বৃহস্পতিবারও কেরলে ভোগান্তি হয়েছে বাসিন্দাদের। ছয় জেলায় বন্ধ রয়েছে স্কুল, কলেজ।

মাঝেরহাট পোর্ট জমি দখল মুক্ত অভিযানে পুলিশ, ক্ষোভ স্থানীয়দের

কলকাতা, ২৭ জুন (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সারা রাজ্যে জুড়ে চলছে উচ্ছেদ অভিযান। বাদ গেল না মাজেরহাট স্টেশন লাগোয়া পোর্ট এলাকা। এবার পোর্ট সংলগ্ন জমি বেদখল করা শুরু করল কলকাতা পুলিশ। গত কয়েকদিন আগে বেদখলের সময় সাধারণ মানুষের সঙ্গে বচসা বাধে পুলিশের। তার জন্য বৃহস্পতিবার পুলিশের সংখ্যা বাড়িয়ে বেদখল করার কাজ শুরু করে কলকাতা পুলিশ।

এছাড়াও পোর্ট আধিকারিকরা পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতায় নেমেছেন। এইভাবে এলাকা দখল মুক্ত করায় স্থানীয় মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এলাকাবাসীদের বক্তব্য, আগে তাদের দোকান মাঝেরহাট ব্রিজ লাগোয়া জায়গায় ছিল। মাজেরহাট ব্রিজ ভেঙে যাওয়ার পরে ওখান থেকে সরিয়ে মেয়র ফিরহাদ হাকিম তাদের পোর্ট জমিতে বসায়, ভোট যেহেতু হয়ে গেছে তাই সরকার আমাদের ভুলে গেছে। আমাদের তুলে দিচ্ছে গরিবদের কথা কেউ মনে রাখছে না।

আগরপাড়ায় বিদ্যুতের খুঁটিতে আগুন ও বিকট শব্দে আতঙ্ক! ক্ষতিগ্রস্ত একটি বাড়ি

পানিহাটি, ২৭ জুন (হি.স.): উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটি পুরসভার অন্তর্গত আগরপাড়া নর্থ স্টেশন রোড সংলগ্ন একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে বুধবার মধ্যরাতে আগুন লাগল। একাধিকবার বিকট শব্দ হয়ে আগুনের ফুলকি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ওই বিদ্যুতের খুঁটির কাছেই একটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকাবাসী বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। দমকল ও পুলিশ প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। হুকিং-এর জেরে এমন ঘটনা হয়ে থাকতে পারে বলে এলাকাবাসীর আশঙ্কা। সব জেনেও প্রশাসন ও সিইএসসি এই বিষয়ে কোনওরকম পদক্ষেপ নেয়নি বলেও অভিযোগ উঠছে।

পর্তুগালকে হারিয়ে ইউরোর নক আউটের শেষ ষোলোর টিকিট পেল জর্জিয়া

জার্মানি, ২৭ জুন (হি. স.): দুই দলের মধ্যে র‍্যাঙ্কিংয়ে পার্থক্য ৬৮। তা সত্ত্বেও ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর দলকে হারিয়ে ইউরোর শেষ ষোলোয় চলে গেল খাবিচা কাবারেসখেলিয়ার দল জর্জিয়া।

বুধবার রাতে র‍্যাঙ্কিংয়ের ৬ নম্বরে থাকা পর্তুগালকে ২-০ গোলে হারিয়েছে জর্জিয়া। জর্জিয়ার হয়ে গোল করেছেন কাবারেসখেলিয়া ও জর্জেস মিকাওতাদজের। এই জয়ের ফলে ৪ পয়েন্ট নিয়ে 'এফ' গ্রুপের তৃতীয় দল হিসেবে নক আউটে উঠেছে তারা। মেজর প্রতিযোগিতায় প্রথম বারের মতো শেষ ষোলোয় উঠল জর্জিয়া। আগেই পর্তুগাল নক আউটের টিকিট পেয়েছে। জর্জিয়ার সঙ্গে হেরেও গ্রুপ সেরাই রইল তারা।

বৃহস্পতিবার ৭৯ হাজারের গন্ডি অতিক্রম করলো শেয়ার বাজার

মুম্বই, ২৭ জুন (হি. স.): ঝড়ের গতিতে ছুটছে শেয়ার বাজার। নজির গড়ে প্রথমবার সেনসেক্সের সূচক পেরলো ৭৯ হাজার পয়েন্ট। বৃহস্পতিবার সকালে এই নজির গড়ে শেয়ার বাজার। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের ইতিহাসে প্রথমবার এই নজির গড়ল সেনসেক্স। একই সঙ্গে সর্বকালের সেরা সূচকে পৌঁছে গিয়েছে নিফটিও।

কেন্দ্র সরকার ঃ রাষ্ট্রপতি

● প্রথম পাতার পর

যুক্ত হয়েছে। নালন্দা শুধুমাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না, এটি মৌলিক জ্ঞানের কেন্দ্র হিসাবে ভারতের গৌরবময় অতীতের প্রমাণ ছিল। আমি আত্মবিশ্বাসী যে নতুন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতকে একটি বৈশ্বিক জ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত করতে সহায়ক প্রমাণিত হবে।'

রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেছেন, 'এখন আমাদের তরুণরা খেলাধুলায়ও নতুন সুযোগ পাচ্ছে। আমার সরকারের কার্যকর প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ, ভারতের তরুণ ক্রীড়াবিদরা রেকর্ড সংখ্যায় আন্তর্জাতিক মঞ্চে পদক জিতেছে। প্যারিস অলিম্পিক কিছু দিনের মধ্যে শুরু হবে, আমরা সমস্ত ক্রীড়াবিদদের জন্য গর্বিত যারা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবে। আমি তাঁদের জন্য আমার শুভেচ্ছা জানাই। এই প্রাপ্তিগুলিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন ২০৩৬ অলিম্পিকের আয়োজন করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।'

অন্যদিকে, সক্ষম ভারতের জন্য সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকতা অপরিহার্য। সংসদের উভয়কক্ষের যৌথ অধিবেশনে বৃস্পতিবার এই বার্তা দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'যুদ্ধের মুখে আমাদের সেরা হওয়া উচিত - এটি নিশ্চিত করতে সশস্ত্র বাহিনীতে সংস্কারের প্রক্রিয়া অব্যাহতভাবে চলতে হবে। এই মানসিকতার সঙ্গে আমার সরকার গত ১০ বছরে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে।'

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, 'সংস্কারের মাধ্যমে, ভারত ১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি প্রতিরক্ষা উৎপাদনে জড়িত। গত এক দশকে আমাদের প্রতিরক্ষা রফতানি ১৮ গুণ বেড়েছে এবং ২১ হাজার কোটি টাকা ছুঁয়েছে।'

রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, 'আমার সরকার আরও একটি সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে ৭০ বছরের বেশি বয়সী সমস্ত বয়স্করা বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা পাবেন।'

অপরদিকে, ভারতের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গিয়েছে। জোর দিয়ে বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বৃহস্পতিবার সংসদের উভয়কক্ষের যৌথ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'ভারতের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, আমরা সবাই ইতালিতে অনুষ্ঠিত জি৭ শীর্ষ সম্মেলনে তা অনুভব করেছি। ভারত নিজস্ব জি-২০ সভাপতিত্বের সময় অনেক বিষয়ে বিশ্বকে একত্রিত করেছে।'

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আরও বলেছেন, 'এখন ভারত অনেক ক্ষেত্রে ভালো পারফর্ম করছে। ভারত যদি ডিজিটাল পেমেন্টের ক্ষেত্রে বিশ্বে ভালো পারফর্ম করে, তাহলে আমাদের গর্বিত হওয়া উচিত। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা যদি সফলভাবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রযান অবতরণ করেন, তাহলে আমাদের গর্বিত হওয়া উচিত। ভারত যদি বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত ক্রমবর্ধনশীল অর্থনীতিতে পরিণত হয়, তাহলে আমাদের গর্বিত হওয়া উচিত। ভারত যদি এত বড় নির্বাচন খুব বেশি হিংসা ছাড়াই সম্পন্ন করে, তাহলেও আমাদের গর্বিত হওয়া উচিত।'

বার্তা প্রদ্যোত

● প্রথম পাতার পর

সাথেই ভিলেজ ভোট সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে তিনি দাবি করেন। তাই তিপরা মথা চাইছে, পঞ্চায়েত নির্বাচনের সাথেই ভিলেজ ভোট এবং এডিসির মান্দাই-পুলিনপুর এবং কুলাই-চাম্পাহাওর শূন্য আসনে উপনির্বাচন হোক। পাশাপাশি তিনি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন।

শিক্ষক

● প্রথম পাতার পর

ফল। বাইরের কিছু ক্রেতা যোগাযোগ করছেন উনার সাথে ড্রাগন ফল কেনার জন্য। তিনি চাইছেন কর্মহীন যুবকরা এগিয়ে আসুক এই ব্যবসায়। এতে আর্থিক সমৃদ্ধি সম্ভব।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সে-দেশের রংপুর জেলার প্রসিদ্ধ হাড়িভাঙ্গা আম ৪০০ কেজি, ৫০ কেজি ইলিশ মাছ এবং ৫০ কেজি রসগোল্লা পাঠিয়েছেন। আখাউড়া স্থল বন্দর দিয়ে ওই উপহার সামগ্রী ত্রিপুরায় এসেছে। আগরতলা স্থিত বাংলাদেশের সহকারী হাই কমিশনের প্রথম সচিব তথা মিশন প্রধান রেজাউল হক চৌধুরী এবং প্রথম সচিব মহম্মদ আল আমিন ওই উপহার সামগ্রী গ্রহণ করেছেন।

এদিন আগরতলা স্থিত বাংলাদেশের সহকারী হাই কমিশনের প্রথম সচিব তথা মিশন প্রধান রেজাউল হক চৌধুরী বলেন, আজ একটি খুশির দিন। কারণ, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর জন্য বাংলাদেশের বিখ্যাত হাড়িভাঙা আম, ইলিশ মাছ এবং রসগোল্লা পাঠিয়েছেন। ত্রিপুরার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বহু পুরনো। যা আজও বজায় রয়েছে। আগামীদিনে ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের মৈত্রীর সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে। তিনি আশাবাদী, এভাবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে সাহায্যের মধ্যে দিয়ে উন্নয়নের ধারা বজায় থাকবে।

এক ব্যক্তি

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতদেহ বর্তমানে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়। ময়নাতদন্তের পর দেহ তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। জলে ডুবে শ্রমিকের মৃত্যুর সংবাদে গোটা এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

অসুস্থ ৮ ছাত্রী

● প্রথম পাতার পর

সদস্য দাবি করেছেন, নিঃসন্দেহে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বৃহস্পতিবারের এই ভূমিকা নিন্দনীয় এবং কমিটির মিটিং-এর মধ্য দিয়ে আজকের ঘটনার তদন্ত করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

বেহাল দশা

● প্রথম পাতার পর

পাঁচ বছর উপরে এই রাস্তাটির বেহাল দশা। রাস্তাটির নতুনত্বের কোন চিহ্ন নেই।রাস্তা থেকে পিচ ও শুকরি উঠে রাস্তায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে।এই রাস্তা দিয়ে ছোট বড় সব গাড়ি চলাফেরা করে।যে কোনো সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা।

থানায় মামলা

● প্রথম পাতার পর

স্ত্রীকে প্রতিনিয়ত মারধর করে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি প্রাণনাশের হুমকি দিতে থাকে। পাশাপাশি ওই গৃহবধূ অজুর্নের স্ত্রী বিনা দেবনাথকে মোবাইলের মাধ্যমে বিভিন্ন সময় গালিগালাজ এবং মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে যাচ্ছে।অবশেষে গৃহবধূ বাধ্য হয়ে স্বামী এবং তার প্রেমিকার বিরুদ্ধে পশ্চিম মহিলা থানার দ্বারস্থ হয়েছেন।

দুর্গাপুরে নাবালিকা পরিচারিকাকে লাগাতার ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত শিক্ষক

দুর্গাপুর, ২৭ জুন (হি. স.) : পরিচারিকা নাবালিকাকে লাগাতার ধর্ষণের অভিযোগ। আর তার জেরে অন্তঃস্বত্তা হয়ে পড়ল ওই নাবালিকা। ঘটনা চাপা দিতে নাবালিকার গর্ভপাত ও পরিবারে বাবা-মা কে খুনের হুমকির অভিযোগ। এমনই অভিযোগে ধরা পড়ল এক স্কুল শিক্ষক। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর এমএএমসি টাউনশিপ এলাকায়। রবিবার রাতে ওই কীর্তিমান শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম প্রশান্ত পন্ডিত। লাউদোহার জেমুয়া গ্রামে এক প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করেন। দুর্গাপুরের নিউ টাউনশিপ থানার অন্তর্গত এমএ এমসি টাউনশিপ এলাকার বাসিন্দা ধৃত শিক্ষক। ঘটনায় জানা গেছে, ওই নাবালিকার মা অভিযুক্ত শিক্ষকের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতেন। নাবালিকা মাকে কাজে সাহায্য করার জন্য মায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে ওই শিক্ষকের বাড়িতে যেত। মা অসুস্থ থাকায় তার নাবালিকা মেয়ে শিক্ষকের বাড়িতে কাজ করত। অভিযোগ, ওই শিক্ষক নাবালিকার মাকে কাজে আসতে বারন করে দেন। আর তার বদলে মেয়েকে কাজে পাঠানোর জন্য বলেন। সেই মতো কাজে গেলে ফাঁকা বাড়িতে দিনের পর দিন নাবালিকাকে ধর্ষণ করত বলে অভিযোগ। যার জেরে অন্তঃস্বত্তা হয়ে পড়ে নিগৃহিতা নাবালিকা। কয়েকদিন আগে ঘটনা চাপা দিতে নাবালিকার গর্ভপাতের জন্য স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায়। গর্ভপাতের ঔষধ খাওয়ায় পেটে যন্ত্রনা শুরু হয় নিগৃহিতার। তখন তার মা-বাবাকে সমস্ত ঘটনা বলে নাবালিকা। ঘটনা চাপা দিতে নাবালিকার বাবা-মা কে প্রাণে মারার ভয় দেখানো হয় বলে অভিযোগ। তারপরই অভিযুক্ত শিক্ষকের নামে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নাবালিকার পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে প্রশান্ত পন্ডিত নামে ওই শিক্ষককে নিউটাউনশিপ থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। নাবালিকার বাবা পেশায় দিনমজুর আর মা বাড়ি বাড়ি পরিচারিকার কাজ করেন। ঘটনার পর আতঙ্কিত নিগৃহিতা ও তার পরিবার। সোমবার অভিযুক্ত শিক্ষককে আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জামিন খারিজ করে দেন। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ধৃত শিক্ষক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দুর্ঘটনার কবলে ৩টি গাড়ি, মৃত ১

ধূপগুড়ি, ২৭ জুন (হি.স.) : জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি থেকে ফালাকাটাগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে ধূপগুড়ি শহরের গণেশ মোড় এলাকায় একইসঙ্গে দুর্ঘটনার কবলে ৩ টি গাড়ি। শনিবার এই দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ১ জনের। গুরুতরভাবে আহত আরও ১ জন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন কয়লা বোঝাই একটি ছোট গাড়ির সঙ্গে প্রথমে একটি লরির সংঘর্ষ হয়। এর পরপরই ওই একই জায়গায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে আরও একটি ছোট গাড়ি এবং লরি। প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটার পর চালকরা পালিয়ে গেলও, পরবর্তী দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ছোট গাড়ির চালকের। তাকে উদ্ধার করে ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধূপগুড়ি ট্রাফিক গার্ডের ওসি সহ পুলিশ কর্মীরা। স্থানীয়দের দাবি, এই জায়গায় বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে। এর আগে বহুবার প্রশাসনকে জানানো হলেও ডিভাইডারের ব্যবস্থা করা হয়নি। ডিভাইডার থাকলে এত বড় দুর্ঘটনা হতো না।

ছেলের বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে শিন্ডের বাড়িতে আম্বানি

মুম্বই, ২৭ জুন (হি. স.): হাতে আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরই চার হাত এক হতে চলেছে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানির ছেলে অনন্ত আম্বানি এবং হবু পুত্রবধূ রাধিকা মার্চেন্টের। ১২ জুলাই সাত পাকে বাঁধা পড়বেন অনন্ত ও রাধিকা। আর তাই এবার ছেলের বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের বাড়িতে পৌঁছে গেলেন মুকেশ আম্বানি।জানা গেছে, মুকেশ আম্বানির সঙ্গে ছিলেন অনন্ত ও রাধিকাও। মঙ্গলবার রাতে বিয়ের কার্ড ও ফুলের তোড়া নিয়ে শিন্ডের সঙ্গে দেখা করেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, উত্তর প্রদেশের কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে বাবা বিশ্বনাথের চরণে ছেলের বিয়ের কার্ড ছোঁয়ানোর পরই নিমন্ত্রণ শুরু করেছেন আম্বানিরা।

দুর্গাপুর হাউজিংয়ের জমি জবরদখল করে নির্মাণ বন্ধ করল পুলিশ

দুর্গাপুর, ২৭ জুন (হি. স.): রাজ্য হাউজিং দফতরের জমিও জবরদখলের কব্জায়। অভিযোগ, জবরদখল করে চলছে একের পর এক দোকান, গোডাউন নির্মান। আগে অভিযোগ জানিয়েও সুরাহা হয়নি। এবার মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তার পর নড়েচড়ে বসলো পুলিশ। বৃহস্পতিবার খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে অবৈধ নির্মান বন্ধ করল দুর্গাপুর কোকওভেন থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে, দুর্গাপুর ২৯ নং ওয়ার্ডের সাগড়ভাঙা গোলপার্ক এলাকায় হাউজিং কমপ্লেক্সে।

প্রসঙ্গত, দুর্গাপুর সাগরভাঙা এলাকায় রয়েছে রাজ্য হাউসিং বিভাগের প্রায় দুই হাজার ফ্ল্যাট বাড়ি। বিভিন্ন ব্লকে ফ্ল্যাটগুলি ভাগ করা আছে। হাউজিং বিভাগের ফ্ল্যাট ছাড়াও ফাঁকা জমিতে খেলার মাঠ, শিশুদের উদ্যান, ক্লাবঘর, মন্দির রয়েছে। মূলত রাজ্য সরকারি ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা সেখানে থাকেন। অভিযোগ, গত কয়েকবছর ধরে বেশ কিছু ফাঁকা জমিতে জবরদখল করে দোকান ও বসত বাড়ি নির্মান চলছে।

স্থানীয় আবাসিকরা জানান,' শিশুদের খেলার মাঠ, গাড়ি পার্কিংয়ের জমি দখল করে অবাধে চলছে নির্মাণ। ছোটো ছোটো দোকান নির্মাণ করে বিক্রি হয়। অভিযোগ, শাসক দলের মদতে চলছে ওইসব সরকারি জমি দখল করে দোকান বাড়ি নির্মাণ। এরকমই একটি নির্মান কাজ চলছিল সাগরভাঙা হাউজিং কমপ্লেক্সের এস-ব্লকে। গত ১৫ মার্চ আবাসিকরা স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। আবাসিকদের অভিযোগ, 'এস-১১৫ ও এস-১২০ মাঝামাঝি জায়গাটি শিশুরা খেলাধূলা করত। গাড়ি পার্কিং হত। সামাজিক অনুষ্ঠানের মন্ডপ হত। গত মার্চ মাসে জায়গাটি দখল করে অবৈধ নির্মান করা শুরু করে এক ব্যাবসায়ী। তাতে আবাসনের জায়গা সংকীর্ন হয়ে পড়বে। শিশুদের খেলাধূলা ও গাড়ূ পার্কিংয়ের সমস্যা হবে।' যদিও নির্বাচনের সময় পুলিশ নির্মান কাজ তখন বন্ধ করে দেয়। সম্প্রতি ভোট মিটতেই আবারও নির্মান শুরু করে বলে অভিযোগ। এদিকে, দুদিন আগে অবৈধ জবরদখল সরানোর জন্যা পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তাদের কড়া নির্দেশিকা দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ওই কড়া বার্তার পর নড়েচড়ে বসে দুর্গাপুর কোকওভেন থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার খবর পেয়ে দুপুর নাগাদ নির্মিয়মান বাড়ীতে হানা দেয় পুলিশ। এবং নির্মান কাজ বন্ধ করে দেয় পুলিশ। এদিকে অভিযুক্ত সাফাই দেন,' আশপাশে সবাই দখল করে নির্মান করছে, তাই করছিলাম।' প্রশ্ন উঠেছে, রাজ্য হাউসিং বিভাগের নজরদারিতে। স্থানীয় বিজেপি নেতা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,' শাসকদল ও হাউসিং বিভাগের আধিকারিকদের প্রচ্ছন্ন মদতে সরকারি জমি অবৈধভাবে লুটতরাজ চলছে। লোকসভা ভোটের পর রাজ্য সরকারের টনক নড়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যদি চায়, দুর্গাপুর শহরের ৪৩ টি ওয়ার্ডের জবরদখলের তালিকা তুলে দেব। তখন যোগী রাজ্যের বুলডোজার ভাড়া করে ভাঙতে হবে।' যদিও রাজ্য হাউসিং বিভাগে আসানসোল সাব- ডিভিশনের অ্যাসেস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার কীর্তিরতন রায় বলেন,' জবরদখল নজরে পড়লেই পুলিশে অভিযোগ জানানো হয়। এবং দ্রুত সেটা আটকানো হয়।' স্থানীয় তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলার সুনীল চ্যাটার্জী অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন,' দলের কেউ জড়িত নয়। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং অবৈধ দখল উচ্ছেদে উদ্যোগী হয়েছেন।' পুলিশ জানিয়েছে,' যাদের অধীনে সরকারি সম্পত্তি, তাদের পক্ষ থেকে এখনও কোন অভিযোগ আসেনি। আপাতত কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। হাউসিং বিভাগের অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।'

হকারদের বিষয়ে রাজীব কুমারকে দায়িত্ব মমতার

কলকাতা, ২৭ জুন (হি. স.): কিছুদিন আগেই তথ্য ও প্রযুক্তি দফতরের সচিব রাজীব কুমারকে মুখ্যমন্ত্রীর ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়েছিল। এবার হকার-পোর্টাল তৈরিতে সেই রাজীব কুমারের ওপরেই ভরসা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হকার জোন তৈরি সংক্রান্ত পলিসি তৈরির ভার পড়ল রাজীব কুমারের উপরই। পলিসি তৈরি করে তা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার নবান্নে আমলা ও পুলিশকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হকার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজীব একটা পোর্টাল তৈরি করবে। হকিং জোন / নন হকিং জোন করবে। পুলিশ যাঁদের ইতিমধ্যেই সরিয়েছে তাঁদের ঠিকানা খোঁজ করো। যদি সত্যিই তাঁরা গরীব হন, তাঁদের প্রয়োজন থাকে, তাহলে তাঁদের আমি অন্যত্র ব্যবস্থা করে দেব।

প্রশাসনিক বৈঠক থেকেই পুজো-প্রস্তুতির খোঁজ নেওয়ার নির্দেশ মমতার

কলকাতা, ২৭ জুন (হি. স.): পুজো আসতে এখনও বাকি কয়েকমাস। তবে এখন থেকেই পুজোর আগাম প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার প্রশাসনিক বৈঠক ডেকেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পর্যটন সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী। তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, এবার পুজোয় কে কী করছে খোঁজ নাও। পরে যেন স্ট্যাম্পেডের মতো পরিস্থিতি না হয়। মাথায় রেখো, এবারও বাইরে থেকে প্রচুর লোক আসবে।

বিগত কয়েকবছর ধরেই দুর্গাপুজোয় একাধিক মণ্ডপে থিমের টানে ব্যাপক ভিড় হয়েছে। দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর কালচারাল হেরিটেজ সম্মান পেয়েছে। তারপর থেকেই পুজোয় বিদেশিদের আনাগোনা বেড়েছে। ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, তাঁদের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তারজন্য অন্তত সাড়ে ৩ মাস আগে থেকেই পর্যটন সচিবকে তৎপর হওয়ার নির্দেশ দিলেন মমতা।

শপথবাক্য পাঠ নিয়ে সায়ন্তিকা—রেয়াতের পাশে কল্যাণ

কলকাতা, ২৭ জুন (হি. স.): শপথগ্রহণ ঘিরে সরগরম রাজ্য—রাজনীতি। তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন সরকারের বিধানসভায় শপথ নেওয়ার আর্জি ফিরিয়ে দিয়েছে রাজভবন। তবে হার মানেননি নির্বাচিত বিধায়করাও। বিধানসভায় শপথ নেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় সায়ন্তিকা ও রেয়াত। এর মাঝেই রাজ্যপালকে নিশানা করে মন্তব্য করলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।কল্যাণ বাবু বলেন, রাজ্যপাল বিধানসভায় এসে শপথবাক্য পাঠ করাবেন এমনটাই প্রথা। অ-বিজেপি রাজ্যগুলিতে বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে রাজ্যপালরা রাজ্য সরকারের বিরোধিতা করছে। রাজ্য সরকারগুলিকে হয়রানি করার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।শপথগ্রহণ ঘিরে সরগরম রাজ্য—রাজনীতি। তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন সরকারের বিধানসভায় শপথ নেওয়ার আর্জি ফিরিয়ে দিয়েছে রাজভবন। তবে হার মানেননি নির্বাচিত বিধায়করাও। বিধানসভায় শপথ নেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় সায়ন্তিকা ও রেয়াত। এর মাঝেই রাজ্যপালকে নিশানা করে মন্তব্য করলেন তৃণমূল নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুদীপ বাবু বলেন, আমাদের বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন দুজনেই নির্বাচনের মাধ্যমে জয়ী হয়েছেন। শপথবাক্য পাঠ করে কাজে যোগদান করবেন তাঁরা। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করাতে বিধানসভায় আসতে নারাজ। বিধানসভার স্পিকার রাজ্যপালকে একাধিকবার শপথবাক্য পাঠের নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। শপথগ্রহণ প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ রেখেই দিল্লির উদেশ্যে পাড়ি দিয়েছেন রাজ্যপাল। ফলে বিধায়কদের ভবিষ্যৎ ক্রমেই অনিশ্চিত হচ্ছে বলে দাবি সুদীপের।

পুলিশের তৎপরতায় ৪ বছরের নিখোঁজ শিশুকে ফিরে পেল পরিবার

বাঁকুড়া, ২৭ জুন (হি. স.): পুলিশের তৎপরতায় ৪ বছরের একটি শিশু ফিরে গেল তার মা বাবার কোলে। পাত্রসায়ারের কাকা টিয়া গ্রামে একটি ৪ বছরের শিশুকন্যাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে দেখেন গ্রামবাসীরা। তারা শিশুটির কাছে তার বাবা—মায়ের নাম ও বাড়ি কোথায় জানতে চাইলেও শিশুটি কোনও কিছু জানাতে পারেনি। গ্রামবাসীরা বিষয়টি পুলিশকে জানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শিশুটিকে থানায় নিয়ে আসে। শিশুটিকে পরিচর্যায় রাখা হয়। পুলিশ স্থানীয় সূত্রর মাধ্যমে শিশুটির বাবা মায়ের খোঁজ করতে শুরু করে। অবশেষে খোঁজ মেলে বাবা মায়ের। পরিচয় যাচাই করে পুলিশ ছেলেটিকে বাবা মায়ের হাতে তুলে দেয়।

দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষক নিয়োগ—সহ বিভিন্ন দাবিতে জেলাশাসকের কাছে এআইডিএসও—র ডেপুটেশন

বাঁকুড়া, ২৭ জুন (হি. স.): সমস্ত শূন্যপদে দুর্নীতিমুক্ত ভাবে শিক্ষক নিয়োগ, নিট, নেট দুর্নীতিতে যুক্তদের শাস্তি, জেলার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন সহ কয়েক দফা দাবিতে এআইডিএসও—র পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার জেলাশাসকের দফতরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রী মিছিল সহকারে জেলাশাসকের দফতরের সামনে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এআইডিএসও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায় সহ রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত ছাত্র প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। বাঁকুড়া শহর পরিক্রমা করে বিক্ষোভ মিছিল জেলাশাসক দফতরে পৌঁছালে পুলিশ বাধা দেয়। এর ফলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এরপর পাঁচজনের প্রতিনিধি দল জেলাশাসক দফতরে ডেপুটেশন জমা দেন।

গঙ্গার নীচেও মেট্রোয় মিলবে মোবাইলের নেটওয়ার্ক

কলকাতা, ২৭ জুন (হি. স.): গঙ্গার নীচেও মেট্রোর মধ্যে এবার মোবাইলের নেটওয়ার্ক মিলবে। পরিষেবা উন্নত করতে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানা গেছে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষর তরফে। হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত ৪.৮ কিলোমিটার পথ জুড়ে গঙ্গার নীচে সুড়ঙ্গ তৈরি করে মেট্রো চালানো হচ্ছে। গত ৬ মার্চ এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত গঙ্গার নীচ দিয়ে মেট্রো চলাচলের সূচনা হয়েছিল। প্রতিদিন বহু মানুষ এই রুটের মেট্রোয় ওঠেন এবং গন্তব্যে পৌঁছন। কিন্তু সুড়ঙ্গে প্রবেশ করলেই মোবাইল ফোন থেকে নেটওয়ার্ক চলে যায়। ফলে কারও সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা যায় না। মোবাইলের ইন্টারনেটও কাজ করে না। যা নিয়ে একাধিকবার অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন যাত্রীরা। এই সমস্যা নিয়ে এবার তৎপর হল মেট্রো কর্তৃপক্ষ। কলকাতা মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, গঙ্গার নীচে মেট্রোর মধ্যে আর নেটওয়ার্কের সমস্যা হবে না। নেটওয়ার্ক মিলবে সুড়ঙ্গে মেট্রো প্রবেশের পরেও।

কোতুলপুর পুলিশের উদ্যোগে রক্তদান শিবির রক্ত দিলেন শতাধিক

বাঁকুড়া, ২৭ জুন (হি. স.): বাঁকুড়া জেলা পুলিশের উদ্যোগে কোতুলপুর থানার ব্যবস্থাপনায় 'উৎসর্গ' প্রকল্পের মাধ্যমে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। কোতুলপুর থানা চত্বরে আয়োজিত সেই শিবিরে রক্তদান করার জন্য রীতিমতো লাইন পড়ে যায়। রক্তদানের জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পুলিশ কর্মীরা। এদিন পুলিশ কর্মী সহ মোট ১১৯ জন রক্তদান করেন। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) মাকসুদ হাসান, বিষ্ণুপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুপ্রকাশ দাস, সার্কেল ইনস্পেক্টর আস্তিক মুখার্জী, কোতুলপুর সমষ্টি উন্নয়ন অধিকারিক দেবরাজ ঘোষ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের কারনে ব্লাড ব্যাঙ্কের চরম রক্ত সংকট। সংবাদ মাধ্যমে এই খবর নজরে আসতেই উদ্যোগী হয় বিষ্ণুপুর পুলিশ প্রশাসন। বিষ্ণুপুর মহকুমার অধীনস্থ সমস্ত থানায় রক্তদান শিবির সংগঠিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে পাত্রসায়ের থানার পক্ষ থেকে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। পুলিশ আয়োজিত রক্তদান শিবিরগুলিতে সংগৃহীত রক্তে চাহিদা অনেকটাই পূরন করা যাবে বলে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

সর্দি-জ্বরের চিকিৎসা করাতে এসে মৃত রোগী, উত্তেজনা হাসপাতালে

আসানসোল, ২৭ জুন (হি. স.): সামান্য সর্দি—জ্বর হয়েছিল। তাই একটি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন বছর ৫২-র এক ব্যক্তি। তাঁর চিকিৎসাও চলছিল সেখানে। দু-তিন দিন ওই হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর মৃত্যু হল ওই ব্যক্তির। বৃহস্পতিবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল আসানসোল ভগৎ সিং মোড়।

জানা গেছে, ভুল চিকিৎসার অভিযোগ তুলে মৃতের আত্মীয়রা হাসপাতালে ভাঙচুর চালায়। হাসপাতালে গন্ডগোলের খবর জানতে পেরে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। উত্তেজিত জনতাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে রীতিমতো বেগ পেতে হয় তাঁদের।

এফিডেভিট

আমি Mr. Ajoy Banik, পিতা- মৃত মতিলাল বণিক, নিবাস-এ. এ. রোড, মোটরস্ট্যান্ড শনিতলার নিকট। থানা- পূর্ব আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা।

আমি Ajoy Banik। আমার পুরনো নাম Ajay Banik পরিবর্তন করে আজ এক নোটারি এফিডেভিট মূলে আমি Ajoy Banik হয়েছি। তাই আজ থেকে Ajay Banik এবং Ajoy Banik একই ব্যক্তি। এটা আমার জ্ঞান সত্য।

Sd/-
Ajoy Banik

াঙ্গন

অনিমেষের হ্যাটট্রিক, কদমতলীকে হারিয়ে ইকফাই ফুটবল ক্লাব জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত হ্যাট্রিক অনিমেষ দেববর্মার। পাশাপাশি রাকেশ, কিমন ভাইয়ের একটি করে গোল। এর সুবাদে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে ইকফাই ফুটবল ক্লাব। প্রথম ম্যাচে সরোজ সংঘের কাছে ন্যূনতম গোলে পরাজয়টা বাদ দিলে পরপর দুই ম্যাচে দারুন জয় ছিনিয়ে ইকফাইও চাইছে সাফল্যের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত সি ডিভিশন লিগ ফুটবলের বি গ্রুপের দশম ম্যাচে ইকফাই ফুটবল ক্লাব পাঁচ-শুন্য গোলের ব্যবধানে কদমতলী যুব সংস্থা কে পরাজিত করেছে। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল ২-০ গোলে এগিয়েছিল। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বেলা তিনটায় খেলা শুরুতে প্রথমার্ধের প্রায় অর্ধেক সময় আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হলেও ২৪ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল রাকেশ জমাতিয়ার। ইকফাই ফুটবল ক্লাব এক- শূন্যতে লিড নেয়। ২০ মিনিট বাদে কিমন ভাই জমাতিয়ার গোলে ব্যবধান বেড়ে দুই-শূন্য হয়। পক্ষান্তরে কদমতলী যুব সংস্থার ছেলেরা তেমন একটা প্রতিরোধ গড়ে তোলার সুযোগ পায়নি। দ্বিতীয়ার্ধে রক্ষণভাগ আরোও কিছুটা নড়বড়ে হতেই ইকফাই ফুটবল ক্লাবের নির্ভরযোগ্য স্ট্রাইকার অনিমেষ দেববর্মা সুযোগ খুঁজতে থাকে। অবশেষে একেবারে অন্তিম সময়ে ৬ মিনিটের মধ্যে পরপর তিনটি গোল করে একদিকে যেমন নিজের হ্যাটট্রিকের স্বীকৃতি পায়, অপরদিকে দলকে পাঁচ- শূন্যতে জয় নিশ্চিত করে নেয়। এদিকে গোলপরিশোধ করে ব্যবধান কমানোর সুযোগ না পেলেও খেলায় অসদাচরণের দায়ে বিজিত কদমতলী যুব সংস্থার চারজনকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারী আদিত্য দেববর্মা, পল্লব চক্রবর্তী, সুকান্ত দত্ত, শিবজ্যোতি চক্রবর্তী। দিনের খেলা: বেলা একটায় স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব বনাম উমাকান্ত কোচিং সেন্টার, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

ড্র-এর ভীতি কাটিয়ে ইয়ুথ ক্লাবকে হারিয়ে প্রথম জয় সিমনা তামাকারীর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে সিমনা তামাকারী ফুটবল ক্লাব। প্রথম ২ ম্যাচে প্রতিপক্ষের সঙ্গে ড্র করে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে নিতে হলেও, এ যাত্রায় ইয়ুথ ক্লাবকে হারিয়ে পুরো ৩ পয়েন্ট অর্জন করে নিয়েছে। সিমনা তামাকারী প্রথম ম্যাচে পানতৌই সোসাইটির সঙ্গে এবং দ্বিতীয় ম্যাচে জম্পুইজলা প্লে সেন্টারের সঙ্গে এক- এক গোলে ড্র এর সুবাদে দুই ম্যাচ থেকে ২ পয়েন্ট পেয়েছিল। আজ, বৃহস্পতিবার লিগ ফুটবলের দশম ম্যাচে সিমনা তামাকারী ফুটবল ক্লাব ৩-২ গোলের ব্যবধানে ইয়ুথ ক্লাবকে হারিয়েছে। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল এক-শূন্য গোলে এগিয়ে ছিল। খেলার ১৮ মিনিটের মাথায় শুভঙ্কর দেববর্মার গোলে সিমনা তামাকারী ১-০ তে লিড পায়। প্রথমার্ধের পরবর্তী সময় দু দলের মধ্যে পরস্পর বিরোধী আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ পরিলক্ষিত হলেও আর কেউ গোলের সুযোগ পায়নি। দ্বিতীয়ার্ধ সিমনা তামাকারীর ছেলেরা প্রতিপক্ষ ইয়ুথ ক্লাবের খেলোয়ারদের অনেকটা চাপে রাখার চেষ্টা করে। ৫৬ মিনিটের মাথায় অরূপ দেববর্মার গোলে সিমনা তামাকারী ২-০ তে লিড নিলেও ১৩ মিনিট বাদে ইয়ুথ ক্লাবের আকাশ সরকার একটি গোল করে ব্যবধান কমিয়ে এক-দুই করে নেয়। সিমনা আমাকারী পাল্টা আক্রমণ রচনা করে। নয় মিনিট বাদে এডিশন দেববর্মা একটি গোল করে ফের ব্যবধান ৩-১ একে বাড়িয়ে নেয়। ইয়ুথ ক্লাবও সহজে ছেড়ে দিতে চাইনি। শেষ পর্যায়ে ৮২ মিনিটের মাথায় একটি গোল করলে ব্যবধান কমে ২-৩ হয়। তবে পরবর্তী গোলের লক্ষ্যে কিছুটা সময় প্রায় আক্রমণ ভাগের পাশাপাশি রক্ষণ-ভাগেও সিমনা তামাকারীর ছেলেরা মনোযোগী হলে শেষ পর্যন্ত তিন দুই গোলে জয় ছিনিয়ে মাঠ। এদিকে পুরো খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি দু-দলের তিনজনকেই হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন পল্লব চক্রবর্তী, আদিত্য দেববর্মা, সুকান্ত দত্ত ও শিবজ্যোতি চক্রবর্তী। দিনের খেলা: বেলা তিনটায়, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে, ঐকতান যুব সংস্থা বনাম পানতৌয় স্পোর্টিং সোসাইটি।

জাতীয় যোগাসনে দারুন সাফল্য ৪টি সোনা সহ ১০টি পদক রাজ্যের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।গত ২৫ থেকে ২৭ জুন পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে অনুষ্ঠিত হয়েছে জাতীয় যোগাসন প্রতিযোগিতা ন এই প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরা যোগাসন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ৩১ জন প্লেয়ার অংশগ্রহণ করে এবং সাথে পাঁচ জন অফিসিয়াল ছিল রাজ্য টিমের সাথে ন সর্বমোট ১০ টি পদক এর মধ্যে চারটি স্বর্ণপদক, চারটি সিলভার পদক দুইটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে ত্রিপুরার যোগা খেলোয়াররা।

স্বস্তিকা দাস মিনি গ্রুপে স্বর্ণপদক, সাব জুনিয়র বালিকা বিভাগে স্বস্তিকা দাস স্বর্ণপদক, জুনিয়র বালিকা বিভাগে পরিণিতা রয় স্বর্ণপদক ও সিনিয়র বালক বিভাগে বিজয় পাল স্বর্ণপদক অর্জন করে এবং সাব জুনিয়র বালিকা কৃতিকা দত সিলভার পদক, সাব জুনিয়র বালিকা

গ্রুপে সিলভার পদক জয়ীরা হলেন মিথি দেবনাথ, অঙ্কিতা দেবনাথ, রেশমি সেন, তৃষা চৌধুরী, ও তুহিনা মহাজন ন জুনিয়র বালক গ্রুপে সিলভার পদক হলেন শুভদীপ ভৌমিক, ময়ান দেবনাথ, দেবজিৎ পাল, অভ্রনীল সাহা, শ্রীকান্ত দাস ন সাব জুনিয়র বালিকা বিভাগে কৃতি দেবনাথ সিলভার পদক ন সিনিয়র বালিকা গ্রুপে সিলভার পদক জয়ী হলেন পূজা সাহা , সুস্মিতা দেবনাথ, তৃষা দাস , ধারা সূত্রধর, ও পূর্ণিমা দাস ন মিনি গ্রুপ বালক বিভাগে দিশান্ত সেন ব্রোঞ্জ পদক এবং জুনিয়র বালিকা বিভাগে ভূতি দেবনাথ ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। রাজ্য সংস্থার সচিব সমীর সাহা এক বিবৃতিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন ।

সৌরভের অর্ধশতক কাজে এলো না জিরানিয়াকে হারিয়ে আমবাসা ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সাগর দেবের দুরন্ত বোলিং। সঙ্গে রূপান্ত-এর দারুন সহযোগিতা। ব্যাটার্সদের সম্মিলিত প্রয়াসে চ্যালেঞ্জিং স্কোর। সব মিলে দারুন জয় পেয়েছে আমবাসা। তাও জিরানিয়াকে ৪৮ রানের ব্যবধানে হারিয়ে। খেলা সিনিয়র প্লেট বিভাগের সেমিফাইনাল ম্যাচ। শান্তির বাজারের বাইখোঁড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গ্রাউন্ড বৃষ্টি ও প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে ম্যাচ শুরু হতে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে। এর ফলে ওভার সংখ্যা কমিয়ে ২৩ করা হয়েছে। টস জিতে জিরানিয়া প্রথমে বোলিং-এর সিদ্ধান্ত নেয়।

ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে আমবাসা সীমিত ২৩ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ১৬৭ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে করণ ত্রিপুরার ২৮ রান ও সাগর দেবের ২৬ রান উল্লেখ করার মতো। অধিনায়ক সৌরভ কর দুটি উইকেট পেয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জিরানিয়ার অলরাউন্ডার অধিনায়ক সৌরভ যথেষ্ট চেষ্টা করে ব্যক্তিগত ৫৬ রান সংগ্রহ করলেও সঙ্গী সাথীদের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। সৌরভ ৫২ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫৬ রান পায়। ২২.৫ ওভার খেলে ১১৯ রান সংগ্রহ করে জিরানিয়ার ইনিংস গুটিয়ে নেয়। সাগর দেব নয় রানে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে দলের জয় ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। রূপান্ত দাস দুটি এবং উত্তম কৈলই ও করন ত্রিপুরা একটি করে উইকেট পেয়েছে।

সিনিয়র রাজ্য ক্রিকেট প্লেট বিভাগে বিলোনিয়াকে হারিয়ে তেলিয়ামুড়া ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে তেলিয়ামুড়া। পামীর, দুর্লভ শুভম - তিন বোলারের সম্মিলিত দাপটে সহজেই তেলিয়ামুড়া পর্যুদস্ত করেছে বিলোনিয়াকে। সেমিফাইনাল ম্যাচে ১০ উইকেটের বিশাল জয় তেলিয়ামুড়া কে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র এনে দিয়েছে। মেলাঘরের শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে সিনিয়র স্টেট মীট প্লেট গ্রুপের সেমিফাইনাল ম্যাচ। উদ্যোক্তা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। শুরুতে বৃষ্টি ও প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে খেলা শুরু হতে প্রায় দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে ওভার সংখ্যা কমিয়ে ৪২ করা হয়েছিল। টস জিতে তেলিয়ামুড়া প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। বিলোনিয়া প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেলেও কার্যত কাজে লাগাতে পারেনি। ২৩.২ ওভার খেলে বিলোনিয়া মাত্র ৫৮ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। তেলিয়ামুড়ার পামীর দেবনাথ একাই ১৫ রানের বিনিময়ে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে বিলোনিয়াকে অল্পেতে থামানোর পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও জিতে নেয়। এছাড়া, দুর্লভ রায় ৬ রানে তিনটি এবং শুভম ঘোষ ১০ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে মিন্টু দেবনাথ ও দুর্লভ রায়ের ওপেনিং জুটি নিরবিচ্ছিন্ন ব্যাট চালিয়ে দলকে জয় এনে দেয়। মিন্টু ৩৮ রানে এবং দুর্লভ ২১ রানে অপরাজিত থেকে দলের জয় নিশ্চিত করে নেয়।

ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ ষোলোর লাইনআপ

কলকাতা, ২৭ জুন (হি. স.): ২০১৮ বিশ্বকাপের ফাইনালিস্ট ও ২০২২ বিশ্বকাপের সেমি-ফাইনালিস্ট ক্রোয়েশিয়া বিদায় নিয়েছে গ্রুপ পর্ব থেকে। ফেভারিট হলেও এখনও সেরাটা দিতে পারেনি ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড ।তবু তারা গ্রুপ পর্ব ”এ” উত্তীর্ণ হয়েছে। জর্জিয়া, স্লোভেনিয়ার মতো কম শক্তিশালী দল চমক দেখিয়ে উঠে এসেছে নক আউট পর্বে। দেখে নেওয়া যাক চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ ষোলোর লাইনআপ।

শেষ ষোলোর লাইনআপ:

**সুইজারল্যান্ড-ইতালি
**জার্মানি-ডেনমার্ক
**ইংল্যান্ড-স্লোভাকিয়া
**স্পেন-জর্জিয়া
**ফ্রান্স-বেলজিয়াম
**পর্তুগাল-স্লোভেনিয়া
**রোমানিয়া-নেদারল্যান্ডস
**অস্ট্রিয়া-তুরস্ক

কোয়ার্টার-ফাইনালে ওঠার প্রথম লড়াইয়ে শনিবার ‘এ’ গ্রুপের রানার্সআপ সুইজারল্যান্ড খেলবে ‘বি’ গ্রুপের রানার্সআপ ইতালির বিপক্ষে। ম্যাচটি শুরু হবে ভারতীয় সময় রাত ৯.৩০ মিনিটে।

শ্রীলঙ্কার প্রধান কোচের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন ক্রিস সিলভারউড

কলম্বো, ২৭ জুন (হি. স.): ক্রিস সিলভারউড টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শ্রীলংকার পরাজয়ের পর প্রধান কোচের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। কারণ দ্বীপ দেশটি সুপার এইট পর্যায়ে যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে শ্রীলঙ্কা জাতীয় দলের প্রধান কোচের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ক্রিস সিলভারউড। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি) দ্বারা প্রকাশিত এক বিবৃতিতে সিলভারউড বলেছেন, ”প্রিয়জনের কাছ থেকে ছিলাম। এখন পরিবারের সাথে সময় কাটানোর ইচ্ছা আছে”।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ: আফগানিস্তানকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো ফাইনালে প্রোটিয়ারা

ত্রিনিদাদ, ২৭ জুন (হি. স.): টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো ফাইনালে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা। তারা হারালো এবারের প্রতিযোগিতায় জায়ান্ট কিলার আফগানিস্তানকে। ব্রায়ান লারা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার অফগানিস্তানের দেওয়া মাত্র ৫৭ রানের লক্ষ্য ৯ উইকেটে জিতে গেল এইডেন মার্করামের দল। বারবার সেমিতে গিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে বিদায় নিতে হয়েছে। তাই ”চোকার্স” নামে ডাকা হতো দক্ষিণ আফ্রিকাকে। অবশেষে সেই ”চোকার্স”রা এবার ফাইনালের টিকিট কাটলো। ১৯৯৮ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির শিরোপা জিতেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। এরপর আর কখনও আইসিসির কোন ইভেন্টে ফাইনাল খেলতে পারেনি তারা। আফগানিস্তান টসে জিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ব্যাট করতে পাঠায়। ব্যাটিং করতে নেমে শুরুতে ডি কককে হারায় তারা।এরপর অধিনায়ক মার্করাম ওপেনার রেজা হেনড্রিক্সকে সঙ্গে নিয়ে জয়ের রান সংগ্রহ করেন। মার্করাম ২১ বলে ২৩ এবং হেনড্রিক্স ২৫ বলে ২৯ রানে অপরাজিত থাকেন।২৯ জুন ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে যে বিজয়ী হবে তার সঙ্গে খেলবে।

কোপা আমেরিকার সর্বোচ্চ ৫ গোলদাতা

নিউইয়র্ক, ২৭ জুন (হি. স.): ক্রিকেট বিশ্বকাপ ও ইউরো কাপের মাঝেই চলছে কোপা আমেরিকা। প্রতিযোগিতার এক সপ্তাহ হয়ে গেল। সর্বোচ্চ গোলদাতার লড়াইয়ে এগিয়ে মেসির দলের লাউতারো মার্তিনেস।

**লাউতারো মার্তিনেস (আর্জেন্টিনা): ২ ম্যাচে ২ গোল
**ক্রিস্টিয়ান পুলিসিক (যুক্তরাষ্ট্র): ১ ম্যাচে ১গোল
**মাতিয়াস ভিনা (উরুগুয়ে): ১ ম্যাচে ১ গোল
**সালোমন রন্দোন (ভেনেজুয়েলা): ১ ম্যাচে ১ গোল
**এলান মিন্দা (একুয়েডর): ১ ম্যাচে ১ গোল

আন্তর্জাতিক অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ দিবস

আগরতলা।। রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে রাজ্যের অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগের বিকাশে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। সরকারের লক্ষ্য রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশ ও জনসাধারণকে স্বনির্ভর করে তোলা। আজ হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হলের অডিটোরিয়ামে আন্তর্জাতিক অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ দিবস অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্তনা চাকমা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্যমী বলেন, রাজ্যে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পসমূহের সঠিক ও বিস্তত তথ্য সম্পর্কে এ সমস্ত শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্টদের সচেতন করে তোলা হচ্ছে। এ সমস্ত শিল্পের সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধাগুলি কাজে লাগাতে পারলে শিল্প বিকাশে সহায়ক হবে। উল্লেখ্য, রাজ্যে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের উদ্যোগে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ মকের রাজ্যস্থিত ডেভেলপমেন্ট অ্যাণ্ড ফ্যাসিলিটেশন সেন্টারের সহায়তায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রতিবছর সারা বিশ্বে ২৭ জন আন্তর্জাতিক অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্যমী আরও বলেন, যারাই রাজ্যে শিল্পের বিকাশে এগিয়ে আসবেন তাদের পাশে সরকার থাকবে। উল্লেখ্য, রাজ্যে জন, ২০২৪ পর্যন্ত এমএসএমই-র উদ্যম প্রকল্পে ৫৮,৭৪৩টি শিল্প সংস্থা নথিভুক্ত রয়েছে। এরমধ্যে ৫৭,৭২৫টি অতি ক্ষুদ্র, ৯৪৯টি ক্ষুদ্র এবং ৬৯টি মাঝারি শিল্প হিসেবে নথিভুক্ত রয়েছে। অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা বিশ্বশ্রী বি বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে প্রায় ৩ লক্ষ অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ নথিভুক্ত রয়েছে। রাজ্যের নথিভুক্ত শিল্পগুলির মধ্যে ৩৫ শতাংশ সম্পর্ণ মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার র‍্যাম্প (আরএএমপি) প্রকল্পে সম্পতি রাজ্যে এমএসএমই ক্ষেত্রের উন্নয়নে ৬৫ কোটি টাকা অনুমোদন দিয়েছে। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্পে এখন পর্যন্ত ১০,৯৪৫ জনকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ইতিমধ্যে ২,৭৫৪ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ৫ শতাংশ সুদে প্রথম পর্যায়ে সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়। এখন পর্যন্ত রাজ্যের ৩৬ জন এই প্রকল্পে ঋণ পেয়েছেন। অনুষ্ঠানে এই ধরনের ৫ জন সুবিধাভোগীকে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্তনা চাকমা সহ অন্যান্য অতিথিগণ সংবর্ধনা জানান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা স্বপা দেবনাথ ও রাজ্যস্থিত ডেভেলপমেন্ট অ্যাণ্ড ফ্যাসিলিটেশন সেন্টারের সহঅধিকর্তা সোহনলাল খালিয়া। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন স্বসহায়ক দল থেকে আগত প্রতিনিধিদের নতুন শিল্পোদ্যোগ স্থাপনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

মাধ্যমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত নোয়াগাঁও কৃষ্ণনগর বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন: ১৯৫৫ সালে নোয়াগাঁও কৃষ্ণনগর উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় স্কুলটি। আজ নোয়াগাঁও কৃষ্ণনগর বিদ্যালয়টি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে উত্তীর্ণ হল। এ উপলক্ষে আজ এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, কর্পোরেটর শম্পা সেন সহ অন্যান্যরা।
প্রসঙ্গত আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা ছিল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহার। কিন্তু তিনি রাজ্যে না থাকায় আজকের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেননি।

অসুস্থ সাংবাদিকের সঙ্গে দেখা করে আর্থিক সাহায্য তুলে দিলেন নবাদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ জুন: জটিল রোগে আক্রান্ত রাজ্যের এক তরুণ সাংবাদিক দীপ শীল। পিতা মৃত দিলীপ শীল, বাড়ি চরিলাম বাজার সংলগ্ন এলাকায়। বিগত পাঁচ বছর ধরে সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত দ্বীপ।
আজ থেকে কিছুদিন পূর্বে আচমকা পেটের ও বুকের ব্যথা নিয়ে বিশালগড় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলো সে। সেখান থেকে তাকে হাঁপানিয়া হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানে ৬ দিন চিকিৎসার পরও দ্বীপের অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়।
সেখানে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরিক্ষার পর লিভারজনিত একটি জটিল রোগ ধরা পড়ে তার। চিকিৎসকরা জানায় তার লিভার আকারে বড় হয়ে গেছে। সেই মোতাবেক জিবি হাসপাতালে দশ দিন ভর্তি থাকার পর তেমন কোনো উন্নতি না হওয়ায় ডাক্তার তাকে ছুটি দিয়ে দেয়। বর্তমানে দ্বীপের উন্নত চিকিৎসার জন্য বহিঃরাজ্যে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা।
কিন্তু অসুস্থ দ্বীপের পরিবার আর্থিক দিক থেকে অনেকটাই দুর্বল যার ফলে বহিঃরাজ্যে গিয়ে চিকিৎসা করানোর জন্য সকলের কাছে সাহায্যের আবেদন ও জানান দ্বীপ ও তার পরিবারের লোকেরা। বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান নবাদল বণিক তাঁর বাসভবনে যান এবং শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেয় ও সাংবাদিক দ্বীপ শীলের প্রতি সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। পাশাপাশি নবাদল বণিক মাতা ত্রিপুরাসুন্দরীর নিকট তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।

তিনদিনব্যাপী ধান ক্রয় কর্মসূচির উদ্বোধন হল কমলাসাগর বিধানসভায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ২৭ জুন: কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর তথা খাদ্য ও জনসংভরন দপ্তরের যৌথ প্রয়াসে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ন্যূনতম সহায়ক মূলের ধান ক্রয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। তারই অঙ্গ হিসাবে কৃষি ও খাদ্য দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বৃহস্পতিবার কমলাসাগর বিধানসভার অন্তর্গত সেকেরকোট নিউমার্কেটে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের ধান ক্রয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার তিন দিনের এই কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব, সদর মহকুমা শাসক মানিক লাল দাস, ডুকলী পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান দুলাল সরকার সহ অন্যান্যরা।
তিন দিনব্যাপী এই ধান ক্রয় কর্মসূচিতে ডুকলী ব্লকের আওতাধীন সবগুলি গ্রামীন এলাকার কৃষকরা সহায়ক মূল্যে ধান নিয়ে উপস্থিত হচ্ছেন। সরকার তথা সংশ্লিষ্ট দপ্তর কৃষকদের কাছ থেকে প্রতি কেজি ২১ টাকা ৮৩ পয়সা মূল্যে ধান ক্রয় করছে। কৃষকরাও সরকারের কাছে ন্যায্য মূল্যে ধান বিক্রি করে অত্যন্ত আনন্দিত।
সেকেরকোট নিউমার্কেটে ন্যায্য মূল্যে ধান ক্রয় কর্মসূচি চলবে ২৭, ২৮ এবং ২৯ জুন পর্যন্ত। তিন দিনব্যাপী এই ধান ক্রয় কর্মসূচি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এলাকার বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের প্রতি ভাবমূর্তি এবং ধান ক্রয় কর্মসূচির গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

রেলে বাঙালি যাত্রীরা আক্রমণের শিকার, নিরাপত্তা দাবি আমরা বাঙালীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন: রেলে বাঙালী যাত্রীরা ক্রমাগত আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। তাউ যাত্রীদের নিরাপত্তা ও দোষীদের কঠোর শাস্তি প্রদানের জন্য রেলওয়ে দপ্তরের নিকট দাবি জানিয়েছে আমরা বাঙালি। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন আমরা বাঙালী দলের প্রচার সচিব দুলাল ঘোষ।
এদিন দুলাল ঘোষ বলেন, গত সোমবার ১৩০১০ ডাউন দুন এক্সপ্রেসের নয় নং কামড়ার সংরক্ষিত আসনে অজ্ঞাত পরিচয় ধারী দুই ব্যক্তি বারাণসীতে জোর করে বৈধ যাত্রীদের আসনে বসতে চাইলে যাত্রীরা নিরাপত্তা জনিত কারণে বাধা দেয়। কিন্তু এই নিয়ে বৈধ যাত্রীদের সাথে অযথা তর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং হুমকি দেয়। পর্বতী সময়ে রেল স্টেশনে তাদের কারোর হাতে ছিল সাইকেলের চেইন, কারোর হাতে হকি স্টিক, কারোর হাতে লাঠি। আর তা দিয়েই বাঙালী যাত্রীদের উপর তীব্র আক্রমণ চালায় ও বিশ্রী ভাষায় গালিগালাজ করে।অনেকের মোবাইল ফোন ও জিনিস পত্র নিয়ে যায়। তাদের আক্রমণ থেকে ছোট শিশু ও রেহাই পায়নি। শেষ সময়ে পুলিশ আসলে আক্রমণ কারীরা গা ঢাকা দেয়। ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে আমরা বাঙালি।এদিন তিনি আরও বলেন, এই ধরনের আক্রমণ বিহারের উপর অনেক বার হয়েছে। শুধু বিহারে নয় কিছু দিন আগে উড়িষ্যা ও আরও কয়েকটি রাজ্যে ও হয়েছে।

এক অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করলো পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৭ জুন: আন্তর্জাতিক সীমান্ত অবৈধভাবে ডিঙ্গিয়ে রাজ্যে অনুপ্রবেশের ঘটনা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। এ ধরনের অনুপ্রবেশের ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রশ্ন চিহ্নে দাঁড়িয়েছে। একাংশের মানব পাচার চক্র এ ধরনের কর্মকান্ডে জড়িত রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে এনআইএ একাধিকবার হানা দিয়ে তাদের বেশ কয়েকজন সদস্যকে জালে তুললেও পুরোচক্রকে এখনো নিষ্ক্রিয় করা সম্ভব হয়নি।
কাঁটাতারের বেড়া টপকে এপারে আসার পর এক বাংলাদেশী যুবককে আটক করেছে ইরানি থানার পুলিশ।ধৃত এই বাংলাদেশি যুবকের নাম রকি বরুয়া। বাড়ি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার খাগড়াছড়িতে। পিতার নাম সাধন বরুয়া।
রকি জানিয়েছে বর্তমানে এক দালালকে তিন হাজার টাকা দিলে সে কাঁটা তারের বেড়া পার করে দেয়। এর আগেও সে এভাবে এপারে এসেছে। রকিকে ইরানি থানায় আটক করে রাখা হয়েছে। কি উদ্দেশ্যে এসেছে সে বিষয় জানতে পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তার বিরুদ্ধে বিনা পাসপোর্টে অনুপ্রবেশের দায়ে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে।

জনকল্যাণ পদযাত্রায় ব্যাপক সাড়া সূর্যমণিনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন: আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গত ২৩শে জুন থেকে ১৮ সূর্যমনি নগর বিধানসভা কেন্দ্রে শুরু হয়েছিল জনকল্যাণ পদযাত্রা যা আজ চতুর্থ দিনে পা রেখেছে। এই জনকল্যাণ পদযাত্রা চলবে আগামী ৬ই জুলাই পর্যন্ত। এদিন সংবাদমাধ্যমকে এই পদযাত্রা প্রসঙ্গে বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল বলেন, এই পদযাত্রায় এই বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিটি অলি গলিতে অভিযান চালাচ্ছেন এবং রাস্তার দু”ধারে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষদের সাথে কথা বলছেন এবং তাদের কি সমস্যা রয়েছে তা কাগজে-কলমে লিপিবদ্ধ করছেন।
তাছাড়া কোথায় রাস্তার সমস্যা রয়েছে? কোথায় পানীয় জল এবং বিদ্যুতের সমস্যা রয়েছে সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত হচ্ছেন সাধারণ মানুষদের সাথে কথা বলে। তার পাশাপাশি তিনি উনার বিধায়ককালে এলাকার যে উন্নতি করেছেন তা আগামী দিনে আরো বাড়াবেন বলে জানিয়েছেন। এদিনের পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে জনগণের কাছ থেকে ভালো সাড়া পাচ্ছেন বলেও অভিমত ব্যাক্ত করেন তিনি।

ভারতীয় কৃষি-ব্যবসার সম্ভাবনা বাড়ানোর উপর বিশেষ কর্মশালা

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন: নতুন দিল্লিতে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত উদ্ভাবনী কৃষি মূল্য চেইন ফাইন্যান্সিং (এভিসিএফ)-এর মাধ্যমে কৃষি ব্যবসার সম্ভাবনা বাড়ানোর বিষয়ে বিশেষ জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিনের এই কর্মশালায় বিশেষজ্ঞ এবং স্টেকহোল্ডাররা কৃষি অর্থায়নের ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা করেছেন। এদিন এভিসিএফ- এর জন্য উদ্ভাবনী ব্যাঙ্কিং পণ্যগুলি অন্বেষণ করার জন্য একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠিত হয়েছে।
এদিনের কর্মশালায় মূল্য শৃঙ্খলে কৃষি অর্থের গুরুত্বের প্রতি প্রতিফলন করে, ডিএ এবং এফডব্লিউ -এর সচিব মনোজ আহুজা, একটি উৎপাদন-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চাহিদা-চালিত পদ্ধতিতে রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তার উপর আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, এগ্রিকালচারাল ভ্যালু চেইন আরও সামগ্রিকভাবে বিকাশ করতে এবং বিশ্ব বাজারের সাথে তাদের একীভূত করতে, আমাদের ফোকাসকে কেবলমাত্র সরবরাহের ঘাটতি মোকাবেলা করলেই চলবে না এর থেকে বেশী করতে হবে। ডক্টর বিবেক জোশী, অর্থ সচিব, কৃষি মূল্য চেইন অর্থায়নে সময়মত ঋণ প্রদানে এবং কৃষি ঋণের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিতে ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর জোর দেন। তিনি বলেন, আমাদের ফোকাস হল মূল্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে কৃষকদের সহায়তা করার জন্য সময়মত ঋণের সাশ্রয়ী এবং সহজ অ্যাক্সেস নিশ্চিত করা। তিনি এনবিএফসি, ফিনটেক এবং স্টার্টআপগুলির গুরুত্ব তুলে ধরেন যা বিশেষায়িত আর্থিক পণ্য সরবরাহ করে এবং উচ্চ-মূল্যের কৃষি বাজারে ঋণের শেষ মাইল অ্যাক্সেস।
এদিনের এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল সচেতনতা বৃদ্ধি, সহযোগিতা সহজতর করা, সমাধান অন্বেষণ করা এবং উদ্ভাবনী কৃষি অর্থ সমাধানের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন করা। কর্মশালায় বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন যারা তাদের অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

খোসবাগানস্থিত পার্কে বৃক্ষরোপণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন: শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বলিদান দিবসকে সামনে রেখে সারা রাজ্যব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে রাজ্য বিজেপি। তারই অঙ্গ হিসাবে বৃহস্পতিবার খোসবাগানস্থিত পার্কটিতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। উদ্যোক্তা ছিলেন ২০ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর রত্না দত্ত।
আজকের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বড়দোয়ালী মন্ডল সভাপতি সঞ্জয় সাহা অন্যান্যরা। প্রসঙ্গত ২০১১ সালে তিনি প্রথমবারের মতো কর্পোরেটর নির্বাচন হওয়ার পর থেকে এই পার্কটিকে সবুজে ঘেরার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে আজ পার্কটি অনেকটাই সবুজে ঘেরা অবস্থায় আছে। আরো কিভাবে পার্কটিকে সুন্দর করা যায় এবং বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধ করা যায় এই উদ্যোগেই আজকের এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বলে জানান রত্না দত্ত।

পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসকদলের ঝড়ো প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৭ জুন: আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে ময়দানে নেমে পড়েছে শাসকদল। আজ বিশালগড় মন্ডলের উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় মিছিল সংঘটিত করা হয়েছে।
এদিন জনৈক কর্মী জানিয়েছেন, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে শাসকদল ময়দানে নেমে পড়েছে। প্রত্যেক পঞ্চায়েত বিরোধী প্রার্থীদের জামানত জব্দ করার একমাত্র লক্ষ্য। বুথগুলিকে সুসংগঠিত করে তোলার লক্ষ্যে মন্ডল স্তরের কর্মকর্তাদের তোড়জোড় চলছে। পৃষ্ঠা প্রমুখদেরও তৃণমূল স্তরে আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বর্ধিত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।